উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

8 পৌষ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 20 December 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 211

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে **বাংলার বকেয়া ১.৯৬ লক্ষ কোটি টাকারও** বেশি। তবুও, **বিগত ১৫ বছর ধরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে**, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি অঞ্চলে মা-মাটি-মানুষের সরকার সফলভাবে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে এবং আগামীদিনেও করবে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নারীর সহায়

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে বাংলার **২.২১ কোটি মহিলা** প্রতি মাসে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন (সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের জন্য **১,০০০ টাকা** এবং তপশিলি জাতি/তপশিলি জনজাতির মহিলাদের জন্য **১,২০০ টাকা**)

সরকার সর্বদা কৃষক ও শ্রমিকের পাশে

২০২৫ সাল পর্যন্ত, **কৃষকবন্ধু (নতুন)** প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের **১.১০ কোটিরও বেশি** কৃষককে মোট **২৭,০১৬ কোটি টাকা** আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, বিনা মূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা-র মাধ্যমে বাংলা জুড়ে **১.৮৪ কোটি অসংগঠিত শ্রমিকের** সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

রেশন পৌঁছে যাচ্ছে ঘরে ঘরে

খাদ্য সাথী প্রকল্পে প্রায় ৯ কোটি মানুষ ভরতুকিযুক্ত রেশন পেয়েছেন, আর **দুয়ারে রেশনের** মাধ্যমে ৭.৫ কোটি উপভোক্তার দোরগোড়ায় রেশন পৌঁছে দেওয়া হয়েছে

শিক্ষায় এগিয়ে বাংলা

গত **১৫ বছরে কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, মেধাশ্রী, ঐক্যশ্রী** এবং **সংখ্যালঘু স্কলারশিপ** — এই সকল প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় **৭.১১ কোটি শিক্ষার্থীকে** তাদের শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

পরিকাঠামোর উন্নয়নে অগ্রণী বাংলা

গত ১৫ বছরে বাংলার সরকার মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে **১০০ শতাংশ বিদ্যুদয়ন নিশ্চিত করে, ৯৯ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের কাছে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দিয়ে এবং ১,৮৩,০৮৪ কিমি রাস্তা** তৈরি করে। **'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী ৪'** প্রকল্পের আওতায় **২০,০৩০ কিলোমিটার** নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে

চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে সরকার

স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় **২.৪৫ কোটি পরিবারের ৮.৭২ কোটি মানুষ** স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পেয়েছেন

আবাসেও ভরসা রাজ্য সরকার

২০১১ সাল থেকে, **মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রায় ১ কোটি পরিবারের** জন্য মর্যাদাপূর্ণ বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে

স্বচ্ছল বাংলায় সবল অর্থনীতি

২০১১ সালের পর থেকে **বাংলার অর্থনীতি প্রায় ৪.৪১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে** এবং গড় মাথাপিছু আয় **তিন গুণ** বেড়ে হয়েছে **১,৬৩,৪৬৭ টাকা**। আমাদের সরকার কঠোর পরিশ্রম করে **১.৭২ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য সীমার বাইরে নিয়ে এসেছেন**

কর্মসংস্থানে স্বনির্ভর বাংলা

যখন সারা দেশে গত ৪৫ বছরের মধ্যে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময়েই বাংলায় **বেকারত্বের হার ৪০% কমেছে** এবং **২ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে**। কেন্দ্রীয় সরকার MGNREGA-র প্রকল্পের তহবিল বন্ধ করে দেওয়ার পর, **মা-মাটি-মানুষের সরকার কর্মশ্রী** (বর্তমানে পরিবর্তিত নাম **'মহাত্মা-শ্রী'**) **প্রকল্প চালু করে ৭৮.৩১ লক্ষেরও বেশি জব কার্ডধারীর জন্য ১০৪.৫৮ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি করেছে। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ২০,৭৭৬ কোটি টাকা**

তপশিলি, অনগ্রসর ও সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত

বাংলায় **১.৬৯ কোটিরও বেশি** তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মানুষকে জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে **বাংলা দেশজুড়ে এক নম্বরে রয়েছে** এবং রাজ্যে **৬৯,০০০ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে** আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে

ICA-D2497(12)/2025

মা-মাটি-মানুষের সরকার **'দুয়ারে সরকার'**-এর মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে, **'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র'**-এর মাধ্যমে নাগরিকদের নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা প্রদান করে, **'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'**-এর মাধ্যমে উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে এবং **'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'**-র মাধ্যমে অভাব-অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি সুনিশ্চিত করে — প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে।

রিপোর্ট কার্ড ডাউনলোড করতে দেখুন : **http://wb.gov.in/report-card.aspx**

আজীবনের সাথী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদা আপনার পাশে
মাতৃ মা
সুসংহত মা ও শিশুর পরিচর্যা কেন্দ্র
মধুর স্নেহ
পূর্ব ভারতের প্রথম এবং দেশের অত্যাধুনিক মাতৃদুগ্ধ ব্যাঙ্ক
সবুজশ্রী
সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি চারাগাছ প্রদান
কুকড মিড ডে মিল
স্কুল পড়ুয়াদের রান্না করা পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান
স্কুল পড়ুয়াদের জন্য বিনামূল্যে বই, ব্যাগ, পোশাক, জুতো প্রদান
বয়স ০-১৩
শিশু আলয়
৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকে প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা এবং পুষ্টি-সহায়তা
শিশু সাথী
সকল শিশুর জন্য জন্মগত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা
এডুকেশন লোন
উচ্চশিক্ষার জন্য সংখ্যালঘু, তপশিলি ও ওবিসি পড়ুয়াদের আর্থিক ঋণ
তরুণের স্বপ্ন
উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার/ট্যাব/স্মার্টফোন কেনার জন্য ১০,০০০ টাকা
বয়স ১৪+
সবুজ সাথী
নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান
শিক্ষাশ্রী
পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত SC এবং ST পড়ুয়াদের আর্থিক সহায়তা প্রদান
মেধাশ্রী
আর্থিকভাবে দুর্বল ওবিসি পড়ুয়াদের জন্য স্কলারশিপ
কন্যাশ্রী
ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহিত করতে শর্তসাপেক্ষ নগদ সাহায্য
বিনা মূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা
অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য একসঙ্গে সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা
কর্মসাথী (পরিযায়ী শ্রমিক)
মৃত্যু, দুর্ঘটনাজনিত গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান
শ্রমশ্রী
ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের মাসিক আর্থিক সহায়তা, জবকার্ড, দক্ষতা বৃদ্ধি, রেশনে খাদ্যশস্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা প্রদান
ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন্দু লিভস কালেক্টর সোশাল সিকিউরিটি স্কিম
কেন্দুপাতা সংগ্রাহকদের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান
বাংলা শস্য বিমা
চাষিদের জন্য শস্য বিমা প্রদান
কৃষকবন্ধু (নতুন)
কৃষকদের বার্ষিক ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা এবং মৃত্যুজনিত এককালীন আর্থিক সাহায্য
লোকপ্রসার প্রকল্প
লোকশিল্পীদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি পেনশনের সুবিধা প্রদান
বয়স ১৮-৬০
চা সুন্দরী
চা বাগানের যে সমস্ত স্থায়ী শ্রমিকের পাকা বাড়ি নেই, তাদের জন্য পাকা বাড়ি নির্মাণ
স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ
আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের জন্য মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ
স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড
উচ্চশিক্ষার জন্য কোনও জামানত বা সুরক্ষা ছাড়াই পড়ুয়াদের অত্যন্ত কম হারের সুদে শিক্ষাঋণ প্রদান
ঐক্যশ্রী
সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান
যুবশ্রী
বেকার যুবক-যুবতী, চাকরিপ্রার্থীদের জন্য মাসিক ১,৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা
বয়স ১৮+
নিজ গৃহ, নিজ ভূমি
ভূমিহীন ও গৃহহীন গ্রামীণ কৃষিশ্রমিক, কারিগর ও মৎস্যজীবী পরিবারের জন্য বসতবাড়ির জমি
জাতিগত শংসাপত্র (SC, ST ও OBC)
সরকারি সুবিধা পেতে দ্রুত জাতিগত শংসাপত্র প্রদান
উৎকর্ষ বাংলা
আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েদের দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ
বাংলাশ্রী প্রকল্প
MSME উদ্যোগপতিদের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা
মেয়াদি ঋণ
সংখ্যালঘু, SC, ST ও OBC জনগোষ্ঠীর ব্যবসার উন্নতির জন্য ভরতুকিযুক্ত ঋণ
ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড
কোনও জামানত বা সুরক্ষা ছাড়াই উদ্যোগপতিদের জন্য কম সুদে ভরতুকিযুক্ত ঋণ
খাদ্য সাথী
রাজ্যের মানুষদের ভরতুকিযুক্ত খাদ্যশস্য প্রদান
হাসির আলো
দুঃস্থ গার্হস্থ্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ
বাংলার বাড়ি
স্থায়ী বাড়ি নির্মাণের জন্য ১.২ লক্ষ টাকা অনুদান
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
রাজ্যের ২৫-৬০ বছর বয়সী সকল মহিলাকে মাসিক ভাতা প্রদান (সাধারণদের জন্য ১,০০০ টাকা এবং SC-ST-দের জন্য ১,২০০ টাকা)
আনন্দধারা
স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ঋণ অথবা আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিশেষ প্রশিক্ষণ
রূপশ্রী
কন্যাসন্তানের বিবাহের জন্য আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারগুলিকে এককালীন ২৫,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা
স্বাস্থ্য সাথী
তালিকাভুক্ত পরিবারের জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস স্বাস্থ্য বিমা
চোখের আলো
বয়স্কদের জন্য বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন ও চশমা প্রদান
স্বাস্থ্য ইঙ্গিত
তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে টেলিমেডিসিন পরিষেবা
সমব্যথী
শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য এককালীন ২,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা
বিধবা ভাতা
বিধবাদের মাসিক ১,০০০ টাকা ভাতা প্রদান
জয় বাংলা পেনশন (তপশিলি বন্ধু এবং জয় জোহার)
রাজ্যের SC এবং ST অন্তর্ভুক্তদের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা বার্ধক্য ভাতা
বয়স ৬০+
মানবিক
বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য
বার্ধক্য ভাতা
ষাটোর্ধ্ব নাগরিকদের মাসিক ১,০০০ টাকা ভাতা প্রদান
ICA-D2498(12)/2025
দুয়ারে সরকার
স্থানীয় পর্যায়ে দোরগোড়ায় পরিষেবার মাধ্যমে বৃদ্ধ, বিশেষভাবে সক্ষম এবং নারী ও দুঃস্থদের অগ্রাধিকার দিয়ে সমস্যার সমাধান
সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী
কোনও সমস্যার দ্রুত ও কার্যকর সমাধানে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ
বাংলা সহায়তা কেন্দ্র
তৃণমূল স্তরে সাধারণ মানুষকে নিখরচায় পরিষেবা পৌঁছে দিতে অনলাইন সুবিধা
আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান
রাজ্যের ৮০,০০০ বুথে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য মোট ৮,০০০ কোটি টাকা (প্রতি বুথে ১০ লক্ষ টাকা) কীভাবে ব্যয় হবে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন জনগণই
জীবনের যাত্রায় একসঙ্গে পথচলা

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৪,৯২৯.৩৬ (+৪৪৭.৫৫)

নিফটি : ২৫,৯৬৬.৪০ (+১৫০.৮৫)

মতুয়া-গড়ে আজ মোদি

এসআইআর-এর আবহে নদিয়ার রানাঘাটে মতুয়া-গড়ে শনিবার সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে বার্তা দেবেন প্রধানমন্ত্রী, এমনটাই আশা রাজ্য বিজেপির। » ৯

যুবভারতী কাণ্ডে রিপোর্ট

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় নবান্নে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট জমা দিল বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। শুক্রবার সিটের প্রধান পীযূষ পান্ডে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই রিপোর্ট জমা দেন। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৬°	১২°	২৬°	১৩°	২৭°	১৩°	২৭°	১২°

রোহিতের চোখে সেরা কিপার ঋদ্ধি » ১১

8 পৌষ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 20 December 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 211

চড়া ভারতবিরোধী সুর বাঙালি সংস্কৃতিতে আঘাত

বাংলাদেশ

জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম পরিচিত মুখ এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি-র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ফের জ্বলছে বাংলাদেশ। ভারতবিরোধী মুখ হিসেবে হাদি সেদেশে পরিচিত ছিলেন।

ঘটনার ঘনঘটা

১২ ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার), দুপুর ২:২৫ মিনিট

■ রাজধানী ঢাকার বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় জুম্মার নমাজ শেষে মোটর সাইকেলে আসা তিন দুষ্কৃতী ওসমান হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। তাঁর মাথায় গুলি লাগে

১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ (সোমবার)

■ অবস্থার অবনতি হওয়ায় সরকারি উদ্যোগে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়

১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ (বৃহস্পতিবার), রাত ৯:৪৫ মিনিট (বাংলাদেশের সময়)

■ টানা ৬ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালেই হাদি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন

■ মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়ার পর রাজধানী ঢাকার শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ শুরু হয়

■ হাদির অনুসারীরা ঢাকার কারওয়ান বাজার এলাকায় দেশের দুটি শীর্ষস্থানীয় দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার-এর কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায় ও আগুন ধরিয়ে দেয়

■ প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস গভীর রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেন

১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার)

■ বিক্ষোভকারীরা 'ভারতীয় আধিপত্যবাদ' বিরোধী স্লোগান দিয়ে ঢাকায় ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন ও রাজশাহিতে ভারতীয় উপ-হাইকমিশন অভিমুখে মিছিল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটালে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়

■ বিকেলে ওসমান হাদির মরদেহ সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছায়, যা বিক্ষোভের উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দেয়

এই দেশ কি আর স্বপ্ন দেখাবে? কিশোরীর আতঙ্কিত চোখজুড়ে যেন এই প্রশ্নই। ঢাকায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে।

ছাত্র নেতার মৃত্যুতে দক্ষযজ্ঞ

পদ্মাপারে অশান্তি

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর : উগ্র ভারত বিরোধিতার পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতিতে আঘাতের পালে যেন আঘাত দিল বাংলাদেশের ওসমান হাদির মৃত্যু। যিনি নিজেও ছিলেন চরম ভারতবিরোধী। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলাদেশজুড়ে নতুন করে নৈরাজ্যের ছায়া। চট্টগ্রামে আক্রান্ত ভারতের হাইকমিশন। বঙ্গবন্ধুর আগেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া বাসভবনে আবার বুলডোজার হামলা হয়েছে। তছনছ করে দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক গুরুত্বের রবীন্দ্রসংগীত চর্চার প্রতিষ্ঠান ছায়ানটকে।

বাঙালি সংস্কৃতি ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনার কান্ডারি তথা ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা সনজিদা খাতুনের ছবিকেও রেহাই দেয়নি হামলাকারীরা। রবীন্দ্রনাথ, লালন ফকির প্রমুখ বাঙালি সংস্কৃতির প্রতীক মনীষীদের ছবি ছিঁড়ে, ফেলে পায়ে মাড়ানো হয়েছে। রেহাই পায়নি সংবাদমাধ্যমও। দেশের দুটি নামী সংবাদপত্র প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার-এর দপ্তরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে।

শুক্রবার দিনভরও নৈরাজ্যের জাঁতাকলে বাংলাদেশ। জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনের অন্যতম মুখ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তাণ্ডব চালাচ্ছে মৌলবাদী শক্তি। বিভিন্ন জায়গায় অবাধে চলছে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। নৈরাজ্য শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে ভাষণে সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলেন। হিংসা বরদাস্ত করা হবে না বলে বার্তাও দেন বটে। কিন্তু তাতে গোলমালে লাগাম পরেনি।

বরং বৃহস্পতিবার গোটা রাত এবং শুক্রবার দিনভর দেশজুড়ে যেখানেই ঝামেলা হয়েছে, সেখানে কার্যত সেনা-পুলিশের দেখা মেলেনি। অবাধে চলেছে লুঠতরাজও। ঘটনাক্রম থেকে স্পষ্ট, ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী হাদির মৃত্যুকে পুঁজি করে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, সংখ্যালঘু সুফিবাদী ও মাজারপন্থীদের পুরোপুরি কোণঠাসা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

দুই বাংলায় তো বটেই, গোটা বিশ্বে পরিচিত শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের মতে, ইসলামিক স্টেট বা

আইএস যেভাবে সিরিয়ার সংস্কৃতিকে গণহত্যা করেছিল, বাংলাদেশেও তাই হচ্ছে। হাদির হত্যাকাণ্ডে নিশ্চয়ই খুনিদের শাস্তির দাবি করা যেত। তা না করে হামলা হয়েছে ছায়ানটের মতো গৌরবময় প্রতিষ্ঠানে। যাতে মনে হচ্ছে নেপথ্যে রবীন্দ্র বিরোধের ভাবনা থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তো ওদের শত্রু।'

ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাস নামে এক হিন্দু তরুণকে পিটিয়ে খুন করে তাঁর দেহ পুড়িয়ে দেয় উন্মত্ত জনতা। খুলনায় নৃশংসভাবে এক সাংবাদিককে খুন করা হয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

পিটিয়ে, পুড়িয়ে খুন হিন্দু তরুণকে

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর : ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবের হাত থেকে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাও রেহাই পেলেন না। ময়মনসিংহের ভালুকায় এক হিন্দু তরুণকে একদল ধর্মোন্মাদ জনতা প্রথমে পিটিয়ে খুন করে তাঁর লাশ গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। নিহতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ধর্মীয় অবমাননা করেছেন। ছাত্র নেতার মৃত্যুর ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানী ঢাকায় জনরোষ আছড়ে পড়েছিল। দ্রুত সেই রোষের আগুন দেশের অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, ভালুকা উপজেলার স্কোয়ার মাস্টার বাড়ি ডুবালিয়া পাড়ায় ওই হিন্দু তরুণকে নারকীয়ভাবে হত্যা করা হয়। নিহতের নাম দীপুচন্দ্র দাস। ভাড়াবাড়িতে থেকে তিনি স্থানীয় একটি বস্ত্র কারখানায় কাজ করতেন। ভালুকা থানার স্টেশন ডিউটি অফিসার রিপন মিয়াঁ বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ একদল ক্ষুব্ধ জনতা দীপুচন্দ্র দাসকে গণপিটুনি দেয় বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। তিনি ধর্মীয় অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গণপিটুনিতে ওই তরুণের মৃত্যু হয়। মৃতদেহ একটি গাছের ডালে উলটো

এরপর আটের পাতায়

স্পর্শকাতর সীমান্তে ঘাঁটি গাড়ছে সেনা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : কাঁটাতারের ওপারে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতজুড়ে থাকা বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের পাশাপাশি তৎপরতা বাড়াচ্ছে ভারতীয় সেনা। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, সীমান্ত সুরক্ষা আরও জোরদার করতে 'স্পর্শকাতর' এলাকার কাছাকাছি তাঁবু গাড়ছে সেনা। স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করতে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্তরে সেনা ও বিএসএফের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকদের মধ্যে একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে। শুক্রবার থেকেই সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসি তিওয়ারি। ত্রিপুরা ও অসমের সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এদিন বৈঠক করেন তিনি। ত্রিপুরার একাধিক স্পর্শকাতর এলাকার বিএসএফ ক্যাম্পেও যান, কথা বলেন স্থানীয় বিএসএফ কর্তাদের সঙ্গে। সূত্র বলছে, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অসম, মিজোরাম এবং

এরপর আটের পাতায়

গোয়েন্দা বার্তা

■ ইচ্ছাকৃত সমস্যা বাধাতে স্থানীয় নাগরিকদের ভারতীয় এলাকায় ঢুকিয়ে দিতে পারে বাংলাদেশ

■ জেহাদিদের এপারে পাঠানোর ছক কষছে জামাত

■ ভারতীয় মাদক কারবারিদের টাকার লোভ দেখিয়ে এপারে অস্ত্র মজুত করতে পারে জঙ্গিরা

অধ্যাপকদের ৭ ঘণ্টা উপস্থিতি বাধ্যতামূলক

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৯ ডিসেম্বর : সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেই হবে। আর কোনওভাবেই বেলা সাড়ে ৫টার আগে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেওয়া যাবে না। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কি মামাবাড়ি বলে প্রশ্ন তুলে উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্য এমনই মৌখিক নির্দেশিকা জারি করেছেন। বৃহস্পতিবার বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে সভা করে উপাচার্য

নির্দেশ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের

শুধু এই নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গাড়ি বা ক্যারম খেলার মতো বিষয়েও নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এরপর এনিয়ে রেজোলিউশনও পাশ হয়ে যায়। তবে তা এখনও বিতরণ করা হয়নি। এদিকে, এরপর থেকেই গোটা বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। অধ্যাপকদের একাংশ ক্ষোভ জানিয়েছে। তবে কেউ কেউ উপাচার্যের সিদ্ধান্তকে সমর্থনও জানিয়েছেন। বহু চেষ্টা করেও উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তবে বৈঠকে তাঁর নির্দেশের বিষয়টি অনেকেই স্বীকার করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও প্রফেসরদের কত ঘণ্টা উপস্থিত থাকতে হবে তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। কিন্তু গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অনেকেই তা কোনওভাবেই মানছিলেন না বলে অভিযোগ।

এরপর আটের পাতায়

ভিন্ন মতাদর্শকেও স্বাগত সংঘের

রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব নেই সংঘের, বিভিন্ন পেশার পরিচিত মুখদের সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। প্রত্যেকের মননে সংঘের বীজ বপন করে গেলেন তিনি।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : শুধু বিজেপি সমর্থক নয়, অন্য দলের অনুগামীদেরও প্রভাবিত করার চেষ্টা শুরু করেছে আরএসএস। উত্তরবঙ্গে মোহন ভাগবতের দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি সেই চেষ্টার প্রমাণ। তিনি শুক্রবার বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বৈঠক করেন শিলিগুড়িতে। সেই বৈঠকে এমন চিকিৎসক, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, সংস্কৃতিকর্মী ছিলেন যাঁরা তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কিংবা বাম ও কংগ্রেসমনস্ক।

ভাগবত রাজনৈতিক ভাবাদর্শ নির্বিশেষে সবাইকে সংঘের কাজে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। মনে করা হচ্ছে, চিরাচরিত ভোটব্যাংক দিয়ে বাংলায় বিজেপিকে জেতানো কঠিন আঁচ করে সমর্থনের পরিধি বাড়ানোর কৌশল নেওয়া হচ্ছে আরএসএসের মাধ্যমে। সরাসরি রাজনৈতিক কথা না বলে সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সজ্জন শক্তির পারস্পরিক পরিপূরক হয়ে এক দিশায় কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেন ভাগবত।

১০০ বর্ষের সংঘযাত্রা অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত। শিলিগুড়িতে।

সমাজের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে, এমন মানুষদের মাধ্যমে চরিত্র গঠনের কথা বলেন তিনি। সেই লক্ষ্যেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালীদের শুক্রবার আরএসএস প্রধানের বৈঠকে ডাকা হয়েছিল শিলিগুড়িতে। যেখানে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট চিকিৎসক মলয় চক্রবর্তী, শঙ্খ সেন, সজল বিশ্বাস, গোষ্ঠবিহারী দাস প্রমুখকে। কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন আইনজীবী অলোক ধারা, শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক বিদ্যাবতী আগরওয়াল, পরিবেশকর্মী সুজিত রাহা, ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়ার মতো ব্যক্তিত্বও উপস্থিত ছিলেন।

যদিও এঁদের অনেকে সংঘের অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে চলে যান। কয়েকজন অবশ্য প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। চিকিৎসক মলয় চক্রবর্তীর কথায়, 'আমার জরুরি অস্ত্রোপচারের ডাক এসে গিয়েছিল। তাই অল্প সময় থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।' উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের নিউরোসার্জন সজল বিশ্বাস ছিলেন পুরো অনুষ্ঠানেই।

এরপর আটের পাতায়

হরিরামপুরে উদ্ধার পাথর জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানোর পরিকল্পনা

কী পড়ল, উল্কা না অন্য কিছু...

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ১৯ ডিসেম্বর : আকাশে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলে এসেছিল আলোর একটি বল। সবে তখন সন্ধে সাতটা। এলাকার একটি ব্রিজে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন কয়েকজন তরুণ। পাশের ফাঁকা জমি হঠাৎ আলোময় হয়ে ওঠে। সঙ্গে বিকট আওয়াজ। ভয়ে এক মুহূর্ত আর সেখানে কেউ দাঁড়াননি। বাড়িমুখো হন সকলেই। বৃহস্পতিবার রাতে হরিরামপুর ব্লকের গোকর্ণ পঞ্চায়েতের লক্ষণ গ্রামের অদূরে এমন ঘটনা হল।

শুক্রবার সকালে ওই তরুণদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা এভাবে দিচ্ছিলেন গোকর্ণ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মুজিবর রহমান। উপপ্রধান বললেন, 'রাতে বাড়িতে ফিরে অনেকেই আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু সেভাবে কেউ জানতে পারেনি। এদিন সকালে খবর পেয়ে অনেকেই পাহিদ্রা ভাঙা ব্রিজের কাছে যান। কী ঘটেছিল তা দেখার জন্য।' সেখানে যেতেই দেখা যায়, একটি পাথরখণ্ডের মতো কিছু একটা পড়ে রয়েছে। হরিরামপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে সেটি নিয়ে থানায় যায়। সেখানে ছিলেন সাব ইন্সপেক্টর বিমল বিশ্বাস। হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদার জানিয়েছেন, 'সবুজ-কালচে পাথরের মতো খানিকটা পোড়া পাথরখণ্ডই মনে হয়েছে। তবে পাথর কি না তা বলতে পারব না। সেটিকে জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

পাথর নিয়ে হইচই

- বৃহস্পতিবার সন্ধে সাতটায় এলাকার একটি ব্রিজে আড্ডা দিচ্ছিলেন কয়েকজন তরুণ
- হঠাৎ পাশের জমি আলোময় হয়ে ওঠে, সঙ্গে বিকট আওয়াজ
- শুক্রবার সকালে পুলিশ এসে সেখানে একটি পাথরখণ্ডের মতো কিছু পড়ে থাকতে দেখে পায়
- সেটি জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন আইসি
- তবে সেই পাথরখণ্ডটি উল্কাপিণ্ড কি না তা নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি বিশেষজ্ঞরা

এক কেজি ৫৫০ গ্রাম ওজনের ওই বস্তুটিকে স্থানীয় মানুষজন তারাখসা বলছেন। বস্তুটির দৈর্ঘ্য ৩.৫ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৪.৫ ইঞ্চি।

আবহাওয়া বিভাগের অধীন কলকাতার সল্টলেকে অবস্থিত পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সেন্টারের প্রধান দেবপ্রিয় রায় জানিয়েছেন, বিভিন্ন মাধ্যম থেকে আকাশে আগুনের গোলা, কোথাও মাটিতে পড়ে থাকা পাথরের অংশ দেখে প্রাথমিক অনুমান, উল্কা হতেই পারে। তবে সরকারিভাবে কোনও ছবি তাঁদের কাছে আসেনি। কোনও প্রশাসন থেকেও এই বিষয়ে তাঁদের কিছুই জানায়নি। তবে ছবির বিশ্লেষণ করে এবং পাথরের কেমিক্যাল পরীক্ষা না করে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। উল্কাপাতেরও কোনও পূর্বাভাস তাঁরা দেন না। তবে বড় আকারের উল্কা মাটিতে পড়ে।

এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সম্পাদক অনিমেষ লাহিড়ির বক্তব্য, 'উল্কাপিণ্ড আসলে মহাকাশের ধূলিকণা বা পাথরের টুকরো। যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পরে বায়ুর ঘর্ষণ ও প্রচণ্ড গতিবেগের কারণে জ্বলে ওঠে ও বেশিরভাগটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর যে অংশটুকু পোড়ে না তা পৃথিবীপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে, সেটাই উল্কাপিণ্ড।'

তিনি আরও বলেন, 'উল্কাপিণ্ড মূলত লোহা, নিকেল ও সিলিকেট খনিজের সংমিশ্রণে গঠিত সৌরজগতের প্রাচীনতম বস্তুগুলোর মধ্যে একটি।'

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার মন্তব্য, 'জেলা প্রশাসন যদি মনে করে তাহলে ওই প্রস্তরখণ্ডটিকে ইসরোতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।'

নেওটিয়া হাসপাতালের সাফল্য

নিউজ ব্যুরো

১৯ ডিসেম্বর : নেওটিয়া গেটওয়েল হাসপাতাল প্রথমবার লিডলেস পেসমেকার প্রতিস্থাপনে সাফল্য অর্জন করল। লিডলেস পেসমেকার একটি অত্যাধুনিক কার্ডিয়াক ডিভাইস, যা ধীরগতির হৃৎস্পন্দন (ব্রাডিকার্ডিয়া)-এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। প্রচলিত পেসমেকারের মতো এই লিডলেস পেসমেকার প্রতিস্থাপন করতে অস্ত্রোপচার করে বুকের ভেতর পকেট তৈরি করতে হয় না। ডিভাইসটি তারের মাধ্যমেও বুকের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। এই পেসমেকার প্রতিস্থাপন করলে, পরবর্তীতে ইনফেকশন বা তার সরে যাওয়ার মতো জটিলতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

জ্যোতিষ

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ কেপি জ্যোতিষ গুরু ডঃ গৌতম আচার্যের কাছে তিন মাসে জ্যোতিষ শিক্ষা। (M) 9749396806. (C/119236)

বাস্তু দোষ

বাসস্থান, অফিস, দোকান, কারখানা, জমি ইত্যাদিতে বাস্তুদোষ কাটিয়ে অর্থ, উন্নতি, শারীরিক সুস্থতা, সুখ, শান্তি সহ জ্যোতিষী পরামর্শ পেতে যোগাযোগ করুন - স্বর্ণপদক প্রাপ্ত বাস্তুবিদ শ্রীদেবেশ্বরশাস্ত্রী। (M) 9832097405. (C/119711)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক ও Document সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No. - 7439962789. (C/119819)

অ্যাফিডেভিট

I, Jahadul Miya S/o Ali Hossain Miya, R/o Gaochulka, Kumarganj, Cooch Behar, West Bengal- 736134 have changed my name to Jaidul Miya. (K)

●

আমার কন্যার হসপিটাল ডিসচার্জ শংসাপত্রে আমার স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 25.11.25 তারিখে J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Fulbanu Begam এবং Fnlbaun Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/119240)

●

আমি Sudarshan Das, পিতা: Sudhir Chandra Das, গ্রাম: শান্তিনগর, পো: থানা, ও জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার ভোটার ও প্যান কার্ডে পিতার নাম Sudhir Chandra Das, পিতার ডেথ সার্টিফিকেটে (Reg No : 333, Dt. 16.11.2015) Sudhir Chand Das, আমার বিদ্যালয়ের ট্রান্সফার সার্টিফিকেটে (Sl No: 155) Sudhir Kr Das, আমার পাসপোর্টে (No: N4623912) Sudhir Das উল্লেখ আছে। তাই ১৫/১২/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট (No: 7561) বলে আমার স্বর্গীয় পিতা Sudhir Chandra Das, Sudhir Chand Das, Sudhir Kr Das, Sudhir Das-কে একই ব্যক্তি বলে ঘোষণা করলাম। (C/118775)

●

আমার কন্যার জন্মের হসপিটাল ডিসচার্জ শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 25.11.25 তারিখে J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Md. Chapikul Islam এবং Sapikul Islam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/119239)

কর্মখালি

মাইক্রো ক্রেডিট কোম্পানিতে কাজ করার জন্য লোক চাই। Interview date :- 22-12-2025 Mobile : 8944080396. (C/119715)

অ্যাফিডেভিট

আমি Anarul Momin S/o - Khursed Momin গ্রাম - অমৃতি মোমিন পাড়া, পো :- অমৃতি, থানা - ইংলিশবাজার, মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণ পত্রে (Reg. No - B/2025/0527991, Dt - 09-04-2025) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 13/06/2025 তারিখে মালদা প্রথম শ্রেণি J.M. 2nd কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Rabiya Khatun থেকে Arbiya Khatun করা হইল। যাহা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119827)

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলের কসমস এগ্রি এন্টারপ্রাইজ এল এল পি, পার্টনার শ্রী সরোজ দত্ত ও সুস্মিতা দাস ব্যাবসা করার জন্য একটি জমি খরিদ করিয়া লয়। যাহার এল আর খতিয়ান নম্বর ৮০৫, JL-৫০, মৌজা-জামালদহ। কিন্তু উক্ত খতিয়ানে বর্গাদার থাকার কারণে আমার মক্কেল কোনরূপ কাজ করতে পারছে না। অতএব উক্ত খতিয়ানের বর্গাদার বাতিল করার জন্য আমার মক্কেলগন মেখলিগঞ্জ BL & LRO অফিসে যথাযথ কাগজ-পত্রাদি জমা করেন। উক্ত খতিয়ানের বর্গা বাতিল করার বিষয়ে যদি কোন বর্গাদার বা তাহাদের কোন উত্তরাধিকারের কোনরূপ কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে মেখলিগঞ্জ B L & LRO অফিসে অথবা আমার মক্কেলের 8334904646 ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ গ্রাহ্য করা হইবে না।
তপশীল বর্নিত ভূমি
JL-৫০, মৌজা-জামালদহ LR খতিয়ান ৮০৫, LR PLOT-২৩৭৩, ২৩৭৪, ২৩৭৫
মানস রায়, অ্যাডভোকেট
মেখলিগঞ্জ বার অ্যাসোসিয়েশন

রাজেশ-এডওয়ার্ডের নতুন দল ডুয়ার্সে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৯ ডিসেম্বর : কয়েকমাস পরেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই জনসাধারণের মন পেতে শাসক-বিরোধী দুই পক্ষই ভোটের ময়দানে যুযুধান। এদিকে, নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াইয়ে রয়েছে কাস্তে ও হাত শিবিরও। এসব ছবি রাজ্যবাসীর চেনা। তবে এর মধ্যেই উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন ঢেউ উঠতে চলেছে। শুক্রবার মালবাজার থেকে সেই নতুন রাজনৈতিক দল তরাই-ডুয়ার্স জনশক্তি ফ্রন্টের আত্মপ্রকাশ হল। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের গোর্খা নেতা অজয় এডওয়ার্ড। এদিন মালবাজার বাসস্ট্যান্ড চত্বরে নতুন দলের হয়ে তৃণমূল এবং বিজেপিকে কার্যত এক হাত নেন অজয়। স্পষ্ট জানালেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ১০টি আসনে তাঁদের দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অজয় প্রথমে ভানু ভক্ত আচার্য এবং বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মালা দেন। পরে ফিতে কেটে নতুন দলের কার্যালয় উদ্বোধন করেন। যদিও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় পতাকা মাটিতে পড়ে বিপত্তি ঘটে। সেই বিষয়ে দুঃখপ্রকাশ করেন আয়োজকরা। নতুন দলের পতাকাও উন্মোচন করেন কনভেনার অজয়। দলের প্রতীক হল সেতু। এরপর দলের পদাধিকারীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। দলের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন রাজেশ লাকড়া। এছাড়া সহ সভাপতির পদে জয় প্রফুল লাকড়া, আরপি শর্মা, সাধারণ সম্পাদকের পদে চন্দন লোহার দায়িত্ব পেয়েছেন। যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে বিজয় ছেত্রী, কোষাধ্যক্ষ হিসাবে পাপ্পু গুপ্তা এবং চিফ কোঅর্ডিনেটর হিসাবে আয়ুষ অধিকারী কাজ করবেন।

নিশানায় রাজ্য-কেন্দ্র

- নতুন রাজনৈতিক দল তরাই-ডুয়ার্স জনশক্তি ফ্রন্টের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোর্খা নেতা অজয় এডওয়ার্ড
- এদিন মালবাজার বাসস্ট্যান্ড চত্বরে নতুন দলের হয়ে তৃণমূল এবং বিজেপিকে কার্যত এক হাত নেন অজয়
- স্পষ্ট জানালেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ১০টি আসনে তাঁদের দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে

এদিকে, দলের আত্মপ্রকাশের অনুষ্ঠানেই অজয় রাজ্য সরকারের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। অপরদিকে, কেন্দ্রকে তুলোধোনা করতেও ছাড়েননি। এদিকে, ১০টি আসনে লড়ার কথা বললেও ঠিক কোন কোন আসনে নতুন দল ভোটযুদ্ধে নামবে তা জানানো হয়নি। তবে ডুয়ার্সের মাল, নাগরাকাটা, কালচিনি, কুমারগ্রাম, মাদারিহাটে নিজেদের প্রার্থী দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দলের। এবিষয়ে রাজেশ বলেন, 'চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থে এই দল লড়াই করবে। তাঁদের অধিকার ছিনিয়ে আনতে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।' অন্যদিকে জয় প্রফুল জানান, রাজনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন। অধিকারের লড়াইয়ের সঙ্গে থাকবে ষষ্ঠ তফশিলের দাবি।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের অবস্থা নিয়ে খুশি না হওয়ার কথা নিজেই স্বীকার করেছেন দলের সেকেন্ড-ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি নিজেদের শক্ত ঘাঁটি ধরে রাখতে চেষ্টা চালাবে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন দল উত্তরের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে সেটাই এখন দেখার। এবিষয়ে তৃণমূলের মাল টাউন সভাপতি পুলিন গোলদার বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে হাজারটা রাজনৈতিক দল থাকতে পারে। তবে ডুয়ার্সের চা বাগানের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করেছেন তা একটি রেকর্ড। জনগণ বিচার করবেন, কে কাজ করছে আর কে কুৎসা।' অন্যদিকে, রাজেশদের দল নিয়ে মাথাব্যথা নেই বলেই জানালেন বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা। তিনি জানান, নির্বাচনে শেষ কথা বলে জনগণ।

ইচ্ছাশক্তি যে কোনও কিছুকেই দমিয়ে রাখতে পারে না তার প্রমাণ পাওয়া গেল চা বাগানের ডানিয়ান লুগুনকে দেখে। সে ৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসে বাংলার হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছে।

জাতীয় স্কুল গেমসে চা বাগানের ছেলে

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : ৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসের উশু প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৯ বছর বয়সিদের ৪৫ কিলোগ্রাম বিভাগে বাংলার প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেল আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের রায়ডাক চা বাগানের ডানিয়ান লুগুন। ১৪ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত মণিপুরের ইম্ফলে হবে প্রতিযোগিতা।

কার্তিকা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া ডানিয়ান। বাড়ি থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে কামাখ্যাগুড়িতে এসে নিয়মিত অনুশীলন করে সে। এই বছর সল্টলেকে আয়োজিত রাজ্য স্কুল গেমসে প্রথম হয়েছে সে। তার কথায়, 'খেলাধুলোর পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে আমাদের এলাকায়। কীভাবে খেলা চালিয়ে যাব, জানি না। সরকারি সুবিধার অভাবে ভুগছি। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে জাতীয়স্তরে সুযোগ পেয়েছি। অন্য খেলার মতো উশুকে মূলস্রোতে আনার জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হোক।'

ডানিয়ানের বাবা ফাবিয়ানুশ লুগুন ও মা জশিমা টপ্পো লুগুন চা শ্রমিক। ফাবিয়ানুশের কথায়, 'ইচ্ছাশক্তির জোরে ও এতদূর পৌঁছেছে। ওকে আমরা সেভাবে কিছুই দিতে পারিনি। ওর কোচের সহযোগিতায় জাতীয়স্তরে খেলতে যাচ্ছে। আগামীতে সরকারি সহযোগিতা না পেলে খেলা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।'

ডানিয়ান লুগুন

কোচ উৎপল রায় ৩ বছর বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ডানিয়ানকে। নিয়মিত অনুশীলনে আসতে পারে না সে। উৎপলের কথায়, 'অধ্যবসায় ওকে সাফল্য এনে দিয়েছে। ভবিষ্যতে আরও সফল হবে, আশা রাখছি।'

আগুনে 'ভূতের' আতঙ্ক

মালদা, ১৯ ডিসেম্বর : 'ভূতের' আতঙ্ক গ্রাস করেছে মালদা শহরতলির এক পরিবারকে। আচমকা বাড়িতে আগুন ধরে যাচ্ছে। গত দশদিনে ৬ বার এমন ঘটনা হয়েছে। 'ভূত' ধরতে বুধবার আসরে নামে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ। খতিয়ে দেখে তাঁরা জানান, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন বাড়ির ভেতর।

ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমজামতলার বাসিন্দা সনজ মণ্ডলের বাড়ির। পেশায় তিনি রাজমিস্ত্রি। বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী লক্ষ্মী মণ্ডল ও তাঁদের ১১ বছরের একটি ছেলে। পৈতৃক ভিটেতে সপরিবারে বাস করেন তিনি। সনজের অভিযোগ, 'বাইরে থেকে তালাবন্ধ থাকলেও আগুন ধরে যাচ্ছে ঘরে। মনে হয় কেউ বাণ মারছে।' তিনি আরও বলেন, 'বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্যরা এসেছিলেন। বলেছেন, ভূত বলে কিছু নেই। রাগের বশে কেউ আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন।' তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীর দাবি, 'কীভাবে আগুন লাগছে, বুঝতে পারছি না। তবে কাউকে সন্দেহ হয় না।' স্থানীয় বিধান মণ্ডলও বলছেন, 'কাউকে আগুন লাগাতে দেখিনি।'

শুক্রবার আবার আগুন লাগে। বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সভাপতি সুনীল দাসের দাবি, ভৌতিক বলে কিছু হয় না।

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-014/2025-26 (2nd Call)** Last date of online bid submission **02/01/2026 11:00 AM**. For further details you may visit **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
BDO, Banarhat Block

হকিতে পলাশবাড়ির ফের জয়জয়কার

পলাশবাড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : চলতি বছরের এপ্রিল মাসে মালদায় বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসের হকিতে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলার ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৭ দল। আর এবার মালদাতে অনুষ্ঠিত ২০২৫-এর বেঙ্গল স্টেট হকি চ্যাম্পিয়নশিপের নদার্ন জোনের খেলায় আলিপুরদুয়ার জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা পলাশবাড়ির মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৬ ও অনূর্ধ্ব-১৯ দল এবং ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ দল চ্যাম্পিয়ন হল। এছাড়া আলিপুরদুয়ার জেলার ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৬ দল এবং মেয়েদের সিনিয়ার দল রানার্স হয়েছে। এই জয়ে খুশি পলাশবাড়ির খেলোয়াড়রা। নদার্ন জোনের তিনটি চ্যাম্পিয়ন টিমই শুক্রবার মালদা থেকে কলকাতায় পাড়ি দেয়। শনিবার কলকাতায় রাজ্যের তিন জোনের চ্যাম্পিয়ন টিমদের মধ্যে খেলা হবে।

আলিপুরদুয়ার জেলা হকি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জীবন সরকার বলেন, 'নদার্ন জোনের খেলায় আমরা ভালো সাফল্য পেয়েছি। পলাশবাড়ি থেকে মোট পাঁচটি দল মালদায় আসে। পাঁচ দলই আলিপুরদুয়ার জেলার হয়ে খেলে। তার মধ্যে তিনটি দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আর দুটি দল রানার্স হয়েছে। এবার কলকাতায় তিন জোন মিলে চূড়ান্ত পর্বের খেলাতেও সাফল্য মিলবে বলে আমরা আশাবাদী।'

e-Tender Notice

Sealed tender are hereby invited by the Block Dev Officer, **H.C.Pur-I Dev. Block under (APAS)** Schemes **NIT no. e32H1DB202526** vide Memo No. 3277/HCP-1, **Date : 25/11/2025. Closing Date 26.12.25** Interested persons may visit **https://wbtenders.gov.in** for details.

Sd/-
Block Dev Officer
H.C.Pur-I, Dev. Block
H.C.Pur Malda

Notice Inviting Tender

Tenders are invited vide NIT No.- 02/BDO/K-I of 2025-26 Dated-18.12.2025 by the B.D.O Kaliachak-I B.D.O, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the Block Office for details. Last date of application for Tender Paper at 26.12.2025 up to 14:00 PM.

Sd/-
Block Dev. Officer
Kaliachak-I Development Block, Malda

NOTICE INVITING e-TENDER

N.I.e.T. No. WB/APD/KMG/BDO-ET/22/2025-26, Dt. 18/12/2025, Last date and time for bid submission-29/12/2025 at 9.00 hours, For more information please visit : **www.wbetenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
&
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৩১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৬৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২০১০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২০১১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

সাইয়ারা (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ সোনি ম্যাক্স

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ ফাটাফাটি, দুপুর ১.০০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.১৫ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.১৫ অগ্নি, রাত ১০.৩০ অন্ধ বিচার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ আক্রোশ, দুপুর ১২.৩০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, বিকেল ৪.০০ জামাই রাজা, সন্ধে ৭.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ লে হালুয়া লে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ সুন্দর বউ, ১০.৩০ বচ্চন, বিকেল ৪.০০ সাথীহারা, রাত ১০.৩০ রক্ত নদীর ধারা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সমুদ্র সাক্ষী, সন্ধে ৭.৩০ শুধু তোমারই জন্য

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয়ী

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.০১ কমান্ডো-থ্রি, দুপুর ১২.৩৫ গাঙ্গুবাই কথিয়াওয়াড়ি

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.৪০ হিম্মত, দুপুর ১২.৫০ বম বম বোলে, বিকেল ৩.৫০ হিম্মতওয়ালা, সন্ধে ৬.৫০ জিদ্দি, রাত ১০.০০ অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টারজান

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.৪৫ আর্টিক্যাল ৩৭০, বিকেল ৫.৫৬ ড্রাঙ্কেন মাস্টার, সন্ধে ৭.৫৯ পাওয়ারস্টার মাস্টার, রাত ১০.৫৪ মালাঙ্গ

চিরদিনের বন্ধনে আর্য
চিরদিনই তুমি যে আমার
সন্ধে ৬.৩০ জি বাংলা

বম বম বোলে দুপুর ১২.৫০
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

জি বলিউড : বেলা ১১.১৬ হিরো হিন্দুস্তানি, দুপুর ১.৪৬ নসীব, বিকেল ৫.১৮ ইনসাফ কি পুকার, সন্ধে ৭.৫৯ মর্দ, রাত ১১.২০ মসিহা

ভদ্রকালী (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। বৃষ : পরীক্ষার ফল বেশ ভালো হবে। বেড়াতে গিয়ে শারীরিক সমস্যা হতে পারে। প্রেমে শুভ। মিথুন : বাবা ও মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। পেটের অসুখের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ করতে হতে পারে। কর্কট : খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা দরকার। আর্থিক প্রতারণার শিকার হতে পারেন। সিংহ : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে সংসারে অশান্তি। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। কন্যা : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। প্রেমে আনন্দ। তুলা : ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বৃশ্চিক : কোনও মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ। নতুন কোনও ব্যবসা নিয়ে ভাবনাচিন্তা। ধনু : বাড়িতে পুজো, আচার অনুষ্ঠান। অপ্রত্যাশিত ভালো খবর পেতে পারেন। মকর : আলস্যের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। খুব কাছের লোকের দ্বারা ঠকতে পারেন। কুম্ভ : বন্ধ থাকা কোনও প্রকল্পে হাত দিলে সুফল পাবেন। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা। মীন : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। সম্পত্তি নিয়ে মামলার ফল আপনার পক্ষে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ অগ্রহায়ণ, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ৪ পুহ, সংবৎ ১৫ পৌষ বদি, ২৮ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৪।৫২। শনিবার, অমাবস্যা প্রাতঃ ৬।৪৫। মূলানক্ষত্র রাত্রি ১।৩৩। গণ্ডযোগ সন্ধ্যা ৫।১১। নাগকরণ প্রাতঃ ৬।৪৫ গতে কিন্তুঘ্নকরণ রাত্রি ৭।৩৬ গতে ববকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১।৩৩ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, প্রাতঃ ৬।৪৫ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ৭।৩৮ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।১৩ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৪।৫২ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৩ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।১৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।৩৮ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ১।৩৩ গতে যাত্রা মধ্যম, শেষরাত্রি ৪।৩৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৬ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ১।৪ গতে ২।৫০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৫০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

১৪৯ নাবালিকার বিয়ে রোধ

প্রশাসনের উদ্যোগ সত্ত্বেও সচেতনতার অভাব

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, অল্প বয়সে মা হওয়া সহ একাধিক সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের তরফে লাগাতার চলে সচেতনতামূলক প্রচার। তবে তাতে সাধারণ মানুষের চেতনা ফিরছে না। প্রমাণ মিলল সদ্য প্রকাশিত পরিসংখ্যানে। ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে মাত্র ১১ মাস সময়ে মোট ১৪৯ নাবালিকার বিয়ে রুখে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কন্যাশ্রী ক্লাবগুলিও পরোক্ষভাবে ভূমিকা নিয়েছে। তবে এই ছবি বলে দিচ্ছে, জেলায় হুহু করে বাড়ছে বাল্যবিবাহের ঘটনা।

জেলা শিশুসুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিক অসিত দাস বলেন, '১০৯৮ নম্বরে অভিযোগ করার পর ১১২ নম্বরে ভবানীভবনে জানানো হয়। এরপর সেখান থেকে স্থানীয় থানায় রিপোর্ট করতে হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়। এ বছর ১১ মাসে জেলায় ১৪৯ জন নাবালিকার বিয়ে রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে দুই-একজন নাবালকও থাকতে পারে।' অসিতের আরও অভিযোগ, 'বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা পালন করে না।'

জানা গিয়েছে, জেলার প্রতিটি ব্লকে প্রতিবছর প্রায় ১০০ জন অল্পবয়সে গর্ভবতী হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি বাড়ছে পণ দেওয়া-নেওয়ার প্রবণতা। এর প্রভাব পড়েছে স্কুলগুলিতে। স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়ে চলেছে পাল্লা দিয়ে। এদিকে রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা নিতে গ্রামগঞ্জে বেড়েছে ভুয়ো সার্টিফিকেট আদায় করার ঝোঁকও। এরফলে বিপাকে পড়তে হচ্ছে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের। রহতপুর হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শাহিদুর রহমান বলেন, 'বাল্যবিবাহ রুখতে এর আগে শিক্ষকরা রাস্তায় নেমেছিলেন। এতে ভালোই প্রভাব পড়েছিল অভিভাবকদের মধ্যে। আমাদের ব্লকে এটা একটা বড় সমস্যা। আমরাও তার ভুক্তভোগী।'

এদিকে, গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহ ও কমবয়সে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনা রুখতে পঞ্চায়েত এবং স্কুলগুলিতে সচেতনতার প্রচার করছে শিশুসুরক্ষা দপ্তর। পাশাপাশি সমাজকল্যাণ বিভাগ ও স্বাস্থ্য দপ্তরও সচেতনতা বাড়ানোর দিকে জোর দিয়েছে।

এদিকে বেশ কয়েকটি ঘটনায় দেখা গিয়েছে, প্রশাসনের তরফে বাল্যবিবাহ রুখে দেওয়ার পরেও একাংশ অভিভাবক মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেন। অসিত বলেন, 'গ্রাম স্তরে শিশুসুরক্ষা কমিটি গঠনের কাজ পুরোপুরি শেষ হলে সাধারণ মানুষকে অনেক বেশি সচেতন করা যাবে।' শিক্ষক সোমনাথ সিং বলেন, 'স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর আগে অনেক নাবালিকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। যদিও সেই সংখ্যাটা আগের থেকে বেশকিছুটা কমেছে। মানুষের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে হলে শারীরিক নানা সমস্যায় ভুগতে হয়। এই সামাজিক ব্যাধি বন্ধ না হলে আমাদের পক্ষে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই সরকারের পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।'

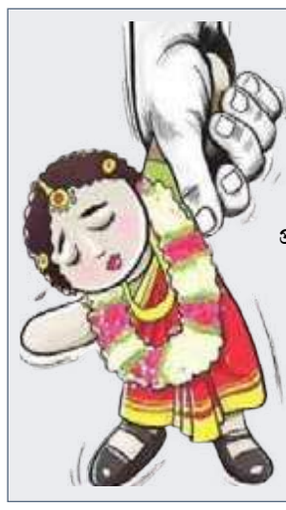

সমস্যা বহু

লাগাতার সচেতনতামূলক প্রচার চললেও তাতে সাধারণ মানুষের চেতনা ফিরছে না

জেলার প্রতিটি ব্লকে প্রতিবছর প্রায় ১০০ জন অল্পবয়সে গর্ভবতী হয়ে পড়ছে

বাড়ছে পণ দেওয়া-নেওয়ার প্রবণতা। এর প্রভাব পড়েছে স্কুলগুলিতে। বাড়ছে স্কুলছুট

কন্যাশ্রীর সুবিধা নিতে বেড়েছে ভুয়ো সার্টিফিকেট আদায় করার ঝোঁক

পথনাটিকায় হেপাটাইটিস

গাজোল, ১৯ ডিসেম্বর : হেপাটাইটিস-বি এবং সি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে স্বাস্থ্য দপ্তর একটি অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। পথনাটিকার মাধ্যমে মানুষকে হেপাটাইটিস-বি এবং সি সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ক্যাম্পাসে শুক্রবার কলকাতার একটি নাটকের দল এই বিষয়ে একটি পথনাটিকা পরিবেশন করে। নাটক দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমান।

এই বিষয়ে নাটকটির পরিচালক সুমিত কর্মকার বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের তরফে আমরা নাটকের মাধ্যমে হেপাটাইটিস-বি এবং সি নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করছি। আমরা যদি একটু সচেতন থাকি এবং কিছু সাবধানতা অবলম্বন করি তাহলে আমরা এই রোগের প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে পারি। কীভাবে হেপাটাইটিস-বি এবং সি-এর সংক্রমণ ঘটে, এই রোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কী কী পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে- সেই বিষয়ে আমরা নাটকের মধ্যে দিয়ে মানুষকে সচেতন করছি।'

আহত ৩

হবিবপুর, ১৯ ডিসেম্বর : হবিবপুর থানার জাজইল অঞ্চলের মানিকোড়া ডানাকাটা মোড়ে বাইক দুর্ঘটনা। পরিবার সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে হবিবপুরের বেগুনবাড়ি থেকে জয়দেবপুরের দিকে যাওয়ার সময় বাইকচালক মদ্যপ অবস্থায় থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি ইলেক্ট্রিক পোলে সজোরে ধাক্কা মারেন। দুর্ঘটনায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিন আরোহী। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তিনজনকেই মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

বাড়িতে চুরি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৯ ডিসেম্বর : শুক্রবার তুলসীহাটা সদরে মীরাদেবী জয়সওয়াল নামে এক বৃদ্ধার বাড়িতে চুরি হয়। দীর্ঘদিন ধরে ওই বৃদ্ধা বাড়িতে ছিলেন না। জামাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। এদিন সকালে স্থানীয়রা লক্ষ করেন বৃদ্ধার বাড়ির দরজা ভাঙা এবং ঘরের ভিতরের সমস্ত জিনিস লন্ডভন্ড অবস্থায় রয়েছে। বৃদ্ধা মীরাদেবী বলেন, 'আমি বাড়িতে ছিলাম না। এই সুযোগে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোনা-রুপো এবং নগদ সহ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছে। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি।' তদন্তে নেমেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

আমল দিতে নারাজ তৃণমূল, বিজেপি

বাড়ছে সদস্য, ভরসা পাচ্ছে সিপিএম

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : ভোট বাজারে সাফল্যের খাতায় শূন্য। কিন্তু সংখ্যাটা আহামরি না হলেও সিপিএমের পার্টি সদস্য সংখ্যা বাড়ল উত্তর দিনাজপুরে। ১৭টি এরিয়া কমিটি মিলিয়ে সদস্য সংখ্যা বেড়েছে ২৭০ জন। আর এতেই হারানো জমি ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে রাজ্য শাসনে ৩৪ বছরের রেকর্ডের অধিকারী সিপিএম। দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ সমর্থন বাড়া, মনে করছে জেলা নেতৃত্ব। আবেদনকারীরা ছাত্র-যুব হওয়ায় সুদিন দেখতে পাচ্ছে সিপিএম নেতৃত্ব। যদিও সিপিএমের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির দাবিকে আমল দিতে চাইছে না তৃণমূল বা বিজেপি।

বছর ঘুরলেই ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি সিপিএমের। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ডালখোলায় দলের জেলা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির ওপর। এরপরেই দলকে আন্দোলনমুখী করে তোলে সিপিএমের এরিয়া কমিটিগুলি। নেতৃত্বের দাবি, তাতে কাজ হয়েছে। কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি এবং রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে লাল ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিচ্ছে এবং নিতে চাইছে ছাত্র-যুবরা। যা ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো। রাজ্য বিধানসভায় নেই একজন প্রতিনিধি এবং লোকসভাতেও এই রাজ্য থেকে কোনও সদস্য নেই। জেলায় হাতেগোনা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং ইসলামপুর পুরসভায় একজন কাউন্সিলার ছাড়া নেই কোনও জনপ্রতিনিধি। এমন পরিস্থিতিতে সদস্যপদ চেয়ে ২৭০ জনের আবেদনকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন সিপিএমের জেলা নেতৃত্ব।

> জেলায় দলীয় সদস্য সংখ্যা ৩ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই বছর ২৭০ জন সদস্য পদ গ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সংখ্যাটা আরও বাড়বে। ছাত্র, যুব ও মহিলারা সদস্য হতে এগিয়ে আসছেন।
>
> **আনোয়ারুল হক**
> জেলা সম্পাদক, সিপিএম

সিপিএমের জেলা সম্পাদক আনোয়ারুল হক বলেন, 'জেলায় দলীয় সদস্য সংখ্যা ৩ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই বছর ২৭০ জন সদস্য পদ গ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সংখ্যাটা আরও বাড়বে। ছাত্র, যুব ও মহিলারা সদস্য হতে এগিয়ে আসছেন।' দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য উত্তম পালের বক্তব্য, 'গত ৩ বছর রাজ্যের রাজ্যনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেকেই রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসকদলের ভূমিকায় বীতশ্রদ্ধ। তাই বর্তমান প্রজন্মের অনেক মেধাবী ছেলেমেয়ে বামপন্থায় অনুপ্রাণিত হচ্ছে।' যাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, সেই সাধারণ মানুষ আবার সিপিএমের প্রতি আস্থা রাখছেন বলে মনে করেন রায়গঞ্জের গোয়ালপাড়া ইউনিটের দীর্ঘদিনের দলীয় সদস্য গণেশ পাল। যদিও সিপিএমের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিকে আমল দিচ্ছে না বিজেপি, তৃণমূল। বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজের কটাক্ষ, 'জেলায় এবার সিপিএমকে দেখা যাবে। তবে ভোট যুদ্ধে থাকবে কি না জানি না।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলছেন, 'কাগজকলমে সদস্য সংখ্যা বাড়লেও, বাস্তবে নেই। কোনও নির্বাচনে দেখা মেলে না সিপিএমের।'

এবার কী সিপিএম জেলার প্রত্যেকটি বিধানসভা কেন্দ্রে এককভাবে লড়াই করবে? নাকি, জোট হলে অধিকাংশ আসন কংগ্রেসকে ছেড়ে দিয়ে গতবারের মতো ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে? উঠছে এমন বিস্তর প্রশ্ন।

তরুণের মৃত্যুতে খুনের অভিযোগ

মানিকচক, ১৯ ডিসেম্বর : ধরমপুরে তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রহস্য দানা বাঁধল। আত্মহত্যা না খুন, তা স্পষ্ট হচ্ছে না। শুক্রবার দক্ষিণ তরাবলিটোলা গ্রামে নিজের শোয়ার ঘর থেকে শেখ আসিফের (১৯) ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে মানিকচক থানার পুলিশ। এরপরেই আসিফকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন ওই তরুণের শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁদের অভিযোগের আঙুল ওই তরুণের পরিবারের লোকজনের দিকেই। মৃতের শাশুড়ি বলেন, 'আসিফ আমার মেয়েকে ভালোবেসে পালিয়ে বিয়ে করে। আমরা মেনে নিলেও মানেনি আসিফের পরিবার। গতকাল আমাদের বাড়ি থেকে আসিফকে নিয়ে যায় তার দাদা। তারপরে মৃত্যুর খবর পাই। অনুমান, মারধর করে মেরে ফেলা হয়েছে আসিফকে।'

ধৃত ৩

কালিয়াগঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ধনকৈল অঞ্চলের কিষান মান্ডি সংলগ্ন এলাকার কালিয়াগঞ্জ-রাধিকাপুর সড়কের কাছ থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে একাধিক ধারালো অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা বৃহস্পতিবার রাতে ডাকাতির উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় একত্রিত হয়েছিলেন।

মানসিক হয়রানিতে বিতর্কে অধ্যাপক

মালদা, ১৯ ডিসেম্বর : এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই ফের বিতর্কের মুখে পড়লেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক। এবার আরেক ছাত্রী গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশন বিভাগের অধ্যাপক বাপি মিশ্রর বিরুদ্ধে মানসিক হয়রানির অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানালেন। শুক্রবার এই বিষয়ে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ জানান ওই ছাত্রী। এদিন অন্য পড়ুয়াদের সঙ্গে দলবেঁধে ওই ছাত্রী উপাচার্যের কাছে নালিশ জানান। যদিও এই প্রসঙ্গ উপাচার্য কোনও মন্তব্য করেননি।

তবে অভিযোগকারিণী গত জুলাই মাসে পাশআউট হয়েছেন। এতদিন পর কেন বাপি মিশ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন সেই প্রসঙ্গে ওই ছাত্রীর দাবি, 'আসলে সাহস হচ্ছিল না। যখন দেখলাম আমার আরেক সহপাঠী ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তখনই সাহস পাই। তাই আজ উপাচার্যকে অভিযোগ জানালাম।'

ওই ছাত্রীর অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সঙ্গে যুক্ত সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশার কারণেই রাজনৈতিকভাবে তাঁকে হয়রান করা হচ্ছে। যদিও ওই ছাত্রীর দাবি, তিনি কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নন। গত ১২ ডিসেম্বর একইভাবে এডুকেশনে এমএ পাশআউট এক ছাত্রী বাপি মিশ্রের বিরুদ্ধে হয়রানি ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনে উপাচার্যকে বিষয়টি জানান।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি প্রসূন রায়ের দাবি, 'অভিযোগের বিষয়টি আমরা শুনেছি। এরকম ঘটনা পরপর ঘটল। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

উপাচার্যের কাছে নালিশ জানাতে যাচ্ছেন পড়ুয়ারা।

অভিযুক্ত অধ্যাপক এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ব্যক্তি আমাকে নিরন্তন হেনস্তা করার ষড়যন্ত্র করছেন। আসলে তাঁরা আতঙ্কিত যে, তাঁদের দুর্নীতি ফাঁস হয়ে যাবে। আমি এই চক্রান্তে ভীত নই। শীঘ্রই তাঁদের দুর্নীতির সব পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে।'

মোবাইল ফেরত

পতিরাম, ১৯ ডিসেম্বর : পতিরাম থানার উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া ও চুরি হওয়া মোট ১৮টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল। শুক্রবার থানায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ওসি সৎকার স্যাংবো মোবাইলগুলি মালিকদের হাতে ফেরত দেন। তিনি জানান, নিয়মিত অভিযানেই মোবাইলগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

জমি বিবাদ

কুমারগঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : সমজিয়া পঞ্চায়েতের কৃষ্ণপুরে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে এক মহিলার ওপর হামলার অভিযোগ। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার এলাকার ছয়জন লোহার রড দিয়ে মহিলাকে মারধর করে। উঠেছে শ্লীলতাহানির অভিযোগও। আহত অবস্থায় তাঁকে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মহিলার স্বামী রাতেই কুমারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ডেপুটেশন

গাজোল, ১৯ ডিসেম্বর : কৃষকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে শুক্রবার কৃষি দপ্তরে ডেপুটেশন দিল আম্বেদকারাইট পার্টি অফ ইন্ডিয়া-র এক প্রতিনিধিদল। কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন উত্তরবঙ্গ জোনাল কমিটির সভাপতি জোশেফ কিসকু, মালদা জেলা কমিটির সভাপতি অনিল কিসকু, ব্লক সম্পাদক পালন মার্ডি সহ অন্যরা।

বকুনিতে 'আত্মঘাতী'

মালদা, ১৯ ডিসেম্বর : পড়াশোনায় মন না দিয়ে বেশিরভাগ সময় ফোনে কথা বলতে থাকায় বকুনি দিয়েছিলেন মা। অভিমানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। মৃত ওই ছাত্রীর নাম সাবানা খাতুন (১২)। বাড়ি নিয়ামতপুরের পুরাতন ভগবানপুর এলাকায়। সাবানা নঘরিয়া হাইস্কুলে পাঠরত ছিল। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পরিবার সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিকেলে পরিবারের লোকজনের অজান্তে ওড়না দিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ে সাবানা। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার ১

মালদা, ১৯ ডিসেম্বর : পাচারের আগেই এক কেজি ব্রাউন সুগার সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশ ধৃতের সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করেছে। ধৃত তরুণের নাম আবদুল মাজেদ (১৯)। তাঁর বাড়ি কালিয়াচকের হারুচক এলাকায়।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ রথবাড়ির চাটাইপট্টি এলাকায় হানা দেয়। এরপর ওই তরুণের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার পাওয়া যায়। বাজেয়াপ্ত হওয়া ব্রাউন সুগারের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত ওই তরুণ কালিয়াচক থেকে ব্রাউন সুগার নিয়ে এসেছিলেন।

রায়গঞ্জে প্রশিক্ষণ শিবির

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে 'উন্নয়নের পাঁচালি' নামক একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার উত্তর দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রায়গঞ্জের বিধানমঞ্চে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল প্রমুখ। চৈতালি বলেন, 'শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দিকে রাজ্য সরকার একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। উন্নয়নের পাঁচালির মাধ্যমে তার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। ২১ ডিসেম্বর থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বুথে বুথে গিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরবেন। কীভাবে তাঁরা এই কাজ করবেন সেই বিষয়ে এদিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।'

উদয়-অস্ত মহাযজ্ঞ শুরু

পতিরাম, ১৯ ডিসেম্বর : পতিরামে একান্নতম দেবীপীঠ বিদ্যেশ্বরী মন্দিরে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে উদয়-অস্ত মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান। যজ্ঞ দেখতে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত মন্দির চত্বরে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। পুজোর কয়েকটি দিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।

মহাযজ্ঞ কমিটির সম্পাদক প্রশান্ত সাহা জানান, অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন এবং মন্দির কর্তৃপক্ষ ভক্তদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। তিনদিনে প্রায় দশ হাজারের বেশি মানুষকে অন্নভোগ প্রসাদ দেওয়া হবে।'

জমি বিবাদে দাদাকে কোপ

নালিপাড়ায় পলাতক ভাই ও তাঁর পরিবার

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ১৯ ডিসেম্বর : শরিকি জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে কাকাতো ভাইয়ের হাতে খুন হলেন দাদা। শুক্রবার সকালে তপনের আজমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সরলবাটী গ্রামের নালিপাড়া এলাকার ঘটনা। মৃত ব্যক্তির নাম আবদুল করিম সরকার (৪০)। ওই ঘটনায় দাদাকে বাঁচাতে এসে জখম হয়েছেন আবদুল করিমের ভাই আবদুল মান্নান সরকার। বর্তমানে তিনি গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই পারিবারিক জমি ভাগাভাগি নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। এদিন সকালে আবদুল করিমের কাকাতো ভাই ফারুক মিয়াঁ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা আবদুল করিমের ভাগের জমিতে চাষ করতে আসেন। বাধা দিলে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। ওই সময় ফারুক তাঁর কাছে থাকা ছুরি দিয়ে আবদুল করিমের গলায় আঘাত করেন। দাদাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে তাঁর ভাই আবদুল মান্নানের ওপর পাম্পের লোহার হাতল দিয়ে হামলা চালানো হয়।

নালিপাড়ার এই জমিতে চাষ করা নিয়ে দুই ভাইয়ের বিবাদ।

চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে ফারুক ও তাঁর পরিবারের লোকেরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। এরপর স্থানীয়রা আহত দুই ভাইকে গঙ্গারামপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আবদুল করিম সরকারকে মৃত বলে জানান।

আজমতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রামপ্রসাদ রায় বলেন, 'ঘটনার খবর পেয়ে তপন থানার পুলিশকে বিষয়টি জানাই। আমিও ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। পুলিশকে বলেছি যারা অভিযুক্ত, তারা যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায়।'

> গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
>
> **চিন্ময় মিত্তাল**
> *জেলা পুলিশ সুপার*

> জমি নিয়ে বিবাদ ছিল ঠিকই। তবে গতকাল আমরা নিজেদের মধ্যে এনিয়ে আলোচনা করে নিয়েছিলাম। এদিন পরিকল্পনা করে ওরা গণ্ডগোল শুরু করে। সেই সময়ই ফারুক আমার ছেলের গলায় চাকু মারে।
>
> **অজগর মিয়াঁ**
> *মৃতের বাবা*

পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে একটি ভাঙা ছুরি ও লোহার ওই হাতলটি উদ্ধার করেছে। মাঠে রক্ত পড়ে থাকতে দেখা যায়। ময়নাতদন্তের জন্য আবদুল করিম সরকারের দেহ বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, তাঁর কাকাতো ভাই ফারুক মিয়াঁ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পলাতক। তাঁদের বাড়িতে তালা ঝুলছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন মিয়াঁ জানান, জমি নিয়ে ওদের মধ্যে অনেকদিন ধরেই অশান্তি চলছিল। তবে ছয় শরিক মিলেই জমি চাষ করেছিল। কিন্তু এবার ফারুকরা একাই জমি চাষ করতে চাইছিল। তাতে বাধা দিলে এমন মর্মান্তিক ঘটনা হয়।

মৃতের বাবা অজগর মিয়াঁর বক্তব্য, 'জমি নিয়ে বিবাদ ছিল ঠিকই। তবে গতকাল আমরা নিজেদের মধ্যে এনিয়ে আলোচনা করে নিয়েছিলাম। এদিন পরিকল্পনা করে ওরা গণ্ডগোল শুরু করে। সেই সময়ই ফারুক আমার ছেলের গলায় চাকু মারে।'

এবিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তালের বক্তব্য, 'গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'

শহরের এক কোণে।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন দেবায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বালুরঘাট জেলা প্রশাসনিক ভবনে বিক্ষোভ, অবরুদ্ধ রাস্তা

বালি ব্যবসার স্বীকৃতি দাবি

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ ডিসেম্বর : চুরি করে ব্যবসা করব না! স্বীকারোক্তি জেলার বালি ব্যবসায়ীদের। তাঁদের অভিযোগ, সরকারের তরফে বালি ব্যবসার জন্য নদীর চর লিজ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মজুত চালানও বিলি করা হচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে বালি পাচারের দিকে ঝুঁকছেন। তাঁরা বরং চাইছেন, সরকার বালি উত্তোলনের জন্য বালুরঘাটে নদীর চরগুলোকে লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা করুক। সেজন্য রাজস্ব চালু করা হলেও ব্যবসায়ীদের আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁরা এখন থেকে সৎপথে থেকে বালি ব্যবসা করতে চান।

এই দাবিতে শুক্রবার জেলার প্রায় শতাধিক বালি ব্যবসায়ী বালুরঘাট বিএলএলআরও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁরা ব্যবসা বন্ধ রাখবেন বলেও জানিয়েছেন। আচমকা এতজন বালি ব্যবসায়ী জেলা প্রশাসনিক ভবনে ঢুকতে চাইলে বাধা দেয় পুলিশ। বাধ্য হয়ে বিক্ষোভকারীরা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের জন্য ওই রাস্তাটি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে যান বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস।

জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে বালি ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ। শুক্রবার।

পরে বালি ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধিদল জেলা শাসকের দপ্তরে তাদের দাবিদাওয়া লিখিত আকারে জমা দেয়।

শুধু নদীর লিজ এবং মজুত চালান বিলিই নয়, বালি চুরির বিরুদ্ধে প্রশাসনের লাগাতার অভিযানে ঘুম উড়েছে ব্যবসায়ীদের। সম্প্রতি বালিবোঝাই ট্রাক ধরা পড়লে ৫০ হাজার টাকার বদলে ১ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ জরিমানা দ্বিগুণ করা হয়েছে। বালি ব্যবসার বৈধতার দাবিতে আন্দোলনে নামেন ট্র্যাক্টর ও নৌকার মালিকরা। অবিলম্বে নদীর চর লিজ দিয়ে ও রেভেনিউ আদায় চালু হলে তাঁরা শান্তিতে ব্যবসা করতে পারবেন বলে দাবি।

বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি ও রাজস্ব) ইজাজ আহমেদ বলেন, 'বালি তোলা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপরও ফের যদি অবৈধভাবে বালি তোলা হয়, তাহলে জরিমানা করা হবে। যে সমস্ত নদীঘাট লিজ দেওয়ার কথা রয়েছে, তা নিয়ে আমরা রাজ্য সরকারকে জানিয়েছি।'

বালুরঘাটের আত্রেয়ী সহ জেলার বিভিন্ন নদীতে শীতকালে জল শুকিয়ে যাওয়ায় ব্যাপকভাবে বালি পাচার শুরু হয়েছে। তবে প্রশাসনের তরফে এখন একটি চরেরও ডাক হয়নি। পতিরামের বালি ব্যবসায়ী শিবায়ন দাস বলেন, 'লিজ বন্ধ করে, মজুত চালান গ্রহণ না করে প্রশাসন আমাদের চুরির পথে ঠেলে দিয়েছে। আমরা আর চুরি করে ব্যবসা করব না। অনির্দিষ্টকালের জন্য বালি বিক্রি বন্ধ করলাম।' রঘুনাথপুরের ব্যবসায়ী জিতেন্দ্র চৌধুরীর কথায়, 'আমরা রাজস্ব দিয়ে ও সরকারি প্রথা মেনে ব্যবসা করতে চাই। কিন্তু প্রশাসন করতে দিচ্ছে না। কেবল প্রতিদিন জরিমানা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে।'

অভিযোগ

- প্রায় শতাধিক বালি ব্যবসায়ী বালুরঘাট বিএলএলআর অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন
- অভিযোগ, নদীর চর লিজ এবং মজুত চালান গ্রহণ বন্ধের কারণে তাঁরা বাধ্য হয়ে পাচারকার্যে লিপ্ত
- সম্প্রতি বালি পাচারের জরিমানা ৫০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ দ্বিগুণ করা হয়েছে
- বালি ব্যবসায়ীরা বৈধ উপায়ে, সরকারকে রাজস্ব দিয়ে ব্যবসা করতে চাইছেন

শীতঘুমে বাংলার শিক্ষা পোর্টাল

রেজাল্ট প্রকাশ নিয়ে অনিশ্চয়তায় শিক্ষকরা

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৯ ডিসেম্বর : এ যে তীরে এসে তরী ডোবার অবস্থা। বাংলার শিক্ষা এসএমএস পোর্টাল অচল হওয়ায় দিশেহারা শিক্ষকরা। যার জেরে রেজাল্ট প্রকাশ নিয়ে চাপে পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্কুলগুলি।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিকা মেনে রাজ্যের স্কুলগুলিতে তৃতীয় পর্বের মূল্যায়ন অর্থাৎ বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। কিন্তু, পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে এখন শিক্ষকদের মাথায় হাত। অভিযোগ, কয়েকদিন ধরে বাংলার শিক্ষা এসএমএস পোর্টাল অচল হয়ে রয়েছে। এর ফলে পড়ুয়াদের প্রাপ্ত নম্বর ইনপুট করা এবং মার্কশিট ডাউনলোড করার প্রক্রিয়া কার্যত স্তব্ধ। হাতে সময় কম থাকলেও সার্ভারের সমস্যার কারণে যাঁরা ২৩-২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে রেজাল্ট দিতে চাইছেন, সেটি সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে।

জেলার শিক্ষকদের দাবি, তিনদিন ধরে পোর্টালে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনের বেলা তো বটেই, এমনকি রাত জেগেও মিলছে না সুরাহা। ক্রমাগত 'বাফারিং' এবং সার্ভার ডাউন থাকায় শিক্ষকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। যাঁরা ইতিমধ্যেই নম্বর ইনপুট করেছেন, তাঁরা মার্কশিট ডাউনলোড করতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। ফলে যথাসময়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে পড়ুয়াদের হাতে মার্কশিট তুলে দেওয়া সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় শিক্ষকরা।

কাঁটাবাড়ি আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিমেষ লাহিড়ি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'সারাদিন স্কুলে ডিউটির পর রাত জেগে পোর্টালে নম্বর তোলার চেষ্টা করতে হচ্ছে। অথচ পোর্টাল খুলছেই না। এই পোর্টালের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হয় না বলেই আজ এই পরিস্থিতি। এভাবে চললে চলতি মাসের ২৩-২৪ তারিখে রেজাল্ট দেওয়া অসম্ভব হবে। স্থায়ী সমাধানের জন্য আন্দোলনের কথাও ভাবছি।' একই সুর শোনা গেল সীতাহার মূলগ্রাম হাইস্কুলের টিআইসি জাবেদ আলিরও। তিনি বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কাজ হচ্ছে বলে দাবি করলেও বাস্তবে পরিস্থিতি ভিন্ন। ডিআই গ্রুপে লিখছেন, পোর্টাল ঠিক আছে, কিন্তু আসলে পোর্টালে কাজই করা যাচ্ছে না। কখন পোর্টাল খুলবে, সেই আশায় শিক্ষকরা সারা রাত জেগে থাকছেন।'

মূল সমস্যা

- চলতি মাসের ১ তারিখের পর থেকে সমস্ত স্কুলকে তৃতীয় পর্বের মূল্যায়ন শুরুর নির্দেশ দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
- পর্ষদের নিয়ম অনুযায়ী ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের মধ্যেই ফল প্রকাশ করতে হবে
- দিনরাত চেষ্টা করেও পোর্টালে নম্বর ইনপুট করা যাচ্ছে না, মার্কশিট ডাউনলোডও হচ্ছে না
- স্কুল সামলে রাত জেগে কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেক শিক্ষক
- পোর্টাল স্বাভাবিক না হলে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের মধ্যে মার্কশিট সহ পড়ুয়াদের রেজাল্ট দেওয়া নিয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে স্কুলগুলির

অন্যদিকে, কাদিহাট বেলবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তথা শিক্ষারত্ন ডঃ পার্থ সরকার পোর্টালটি আধুনিক ও উন্নত করার সওয়াল তুলেছেন। তাঁর মতে, 'দিনের বেলায় বাংলার শিক্ষা পোর্টাল সেভাবে কাজ করছে না। এতে সমস্ত স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা রাত জেগে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিছু ক্ষেত্রে সেটাও সম্ভব হচ্ছে না।' এমনকি বেশকিছু শিক্ষক অসুস্থও হয়ে পড়েছেন।

শিক্ষকদের এই দীর্ঘ অভিযোগের বিপরীতে আশার বাণী শুনিয়েছেন জেলার ডিআই (মাধ্যমিক) দেবাশিস সমাদ্দার। তিনি বলেন, 'পোর্টাল এখন ঠিক হয়ে গিয়েছে। কাজ করা যাচ্ছে। ১৭ ডিসেম্বর আমার কাছে একটা এসএমএস এসেছে, যেখানে জানানো হচ্ছে যে বাংলার শিক্ষা পোর্টালের প্রোমোশন ডিটেনশনের কাজ ওপেন হয়েছে। এক সময়ে অনেকেই কাজ করছেন বলে হয়ত একটু স্লো হচ্ছে।

প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণির অনুমোদন

ক্যাম্পাস থেকে অন্যত্র সরানোর দাবি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : পঞ্চম শ্রেণির পাঠনপাঠনের অনুমোদন পেয়েছে রায়গঞ্জ গার্লস প্রাথমিক স্কুল। আর তাতেই পঠনপাঠন চরম সংকটের মুখে পড়বে বলে মনে করছে একই ক্যাম্পাসে থাকা রায়গঞ্জ গালর্স হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। এমন আশঙ্কায় হাইস্কুলের তরফে প্রাথমিক স্কুলটিকে অন্যত্র স্থানান্তরের দাবি তোলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার গার্লস প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণির অনুমোদনের নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে। শুক্রবার শুরু হয়েছে স্কুলপ্রাঙ্গণের আধিপত্য নিয়ে লড়াই। প্রাথমিকের বিরুদ্ধে অনৈতিকভাবে ঘর দখলের অভিযোগ তুলেছে হাইস্কুল। যা মানতে নারাজ প্রাথমিক স্কুল।

স্বাধীনতার অনেক আগে ১৯৩৩ সালে একযোগে শুরু হয়েছিল রায়গঞ্জ গার্লস প্রাথমিক এবং রায়গঞ্জ গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। দুই স্কুলের মধ্যে ক্যাম্পাস ব্যবহার নিয়ে যে একেবারে বিরোধ ছিল না, তা নয়। কিন্তু প্রাথমিক স্কুলটি পঞ্চম শ্রেণির অনুমোদন পেতেই তা অন্য মাত্রা পেল। শুক্রবার রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করেন হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি কেয়া চৌধুরী এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্রীপর্ণা দত্ত। তাঁদের বক্তব্য, প্রাথমিক স্কুলটি পঞ্চম শ্রেণির অনুমোদন পাওয়ায় আগামী বছর প্রায় ১০০ জন ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হবে তাঁদের স্কুলে। অথচ স্কুলে নেই পর্যাপ্ত ক্লাসঘর এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষক। এতদিন পঞ্চম

সমস্যা যেখানে

- প্রাথমিক পেয়েছে পঞ্চমের অনুমোদন, বিস্তর অভিযোগ তুলে সরব হাইস্কুল
- প্রাথমিকের বিরুদ্ধে জায়গা দখল ও অনৈতিকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের অভিযোগ
- অভিযোগ মানতে নারাজ প্রাথমিকের দাবি, জায়গা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল হাইস্কুল কর্তৃপক্ষই
- হাইস্কুল লিখিতভাবে সমস্যা জানালে বিবেচনা, বলছেন প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান

শ্রেণিতে যে চাপ পড়ত, আগামী বছর থেকে তা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়বে বলে তাঁরা মনে করেন। অন্যায়ভাবে শহরের পাশাপাশি গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রথমিক স্কুলে ভর্তি নেওয়ায় এবং ওই ছাত্রীদের তাঁদের স্কুলে ভর্তি নিতে হওয়ায় ভালো ছাত্রীরা বঞ্চিত হয় বলে তাঁদের অভিযোগ। প্রাথমিকের বিরুদ্ধে স্কুল নোংরা করা, ঘর দখল করে রাখা, অনৈতিকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের অভিযোগও তুলেছে হাইস্কুল। পাশে থাকা উদয়চন্দ্র বিদ্যাপীঠে গার্লস প্রাথমিককে স্থানান্তরের দাবি তুলেছেন কেয়া, শ্রীপর্ণারা।

যদিও গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক গৌরাঙ্গ চৌহানের দাবি, এবছর তাঁদের স্কুলকে একমাত্র অনুমোদন দেওয়ার মূলেই রয়েছে বছরভর সঠিক শিক্ষাদান। পঞ্চম শ্রেণির অনুমোদন মেলায় তাঁরা দুটি ক্লাসরুম হাইস্কুল থেকে চেয়েছেন বলে জানান তিনি। জায়গা দখল করে রাখার অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, '২০১৪ সালে হাইস্কুলের পরিচালন কমিটি পিছনের অংশটা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল। রেজোলিউশন আছে। এখন যাঁরা দায়িত্বে আছেন, তাঁরা জানেন না। আমাদের ১০টা ক্লাসরুম ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া আমরা সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করি।'

সমস্যার বিষয়ে তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক রজনী সুব্বা। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান মহম্মদ নাজিমুদ্দিন আলি বলছেন, হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ অসুবিধার কথা চিঠি দিয়ে জানালে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।' প্রশাসনিক বিষয়ে সংগঠন কোনওভাবে হস্তক্ষেপ করবে না বলে বক্তব্য তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি অঞ্জন ঘোষের।

জীবিকার তাগিদে। তপনের রামনগর এলাকায়। ছবি : মাজিদুর সরদার

বেতন না মেলায় ঘেরাওয়ের ডাক

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালের এসএসসি'র প্যানেল বাতিল করে দেওয়ায় বহু শিক্ষক তাঁদের চাকরি খুইয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, চাকরিহারা শিক্ষকরা তাঁদের পুরোনো কাজের জায়গায় যোগ দিতে পারবেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকরিহারা ২১ জন শিক্ষক তাঁদের পুরোনো কর্মস্থল অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। অভিযোগ, কাজে যোগ দেওয়ার পরেও তাঁরা বেতন পাচ্ছেন না। শুক্রবার উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের দপ্তরে গিয়ে দেখা গেল, বেশ কিছু শিক্ষক বেতনের জন্য দপ্তরে দপ্তরে ঘুরছেন। অভিযোগ, কবে বেতন মিলবে সেটা তাঁদের নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে না। বেতনের দাবিতে আগামী সোমবার তাঁরা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ঘেরাও করবেন বলে জানিয়েছেন বেতন না পাওয়া শিক্ষকরা।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষক নীলাঞ্জন পাল বলেন, 'জলপাইগুড়িতে একটি হাইস্কুলে চাকরি করতাম। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর বাধ্য হয়ে রায়গঞ্জের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ নভেম্বর কাজে যোগ দিই। বেতন না পাওয়ায় খুব সমস্যা হচ্ছে। মাথায় লোনের বোঝা রয়েছে, বেতন না পাওয়ায় ভীষণ সমস্যার মধ্যে আছি। কবে বেতন পাব, সেটাও বুঝতে পারছি না। এই কারণে সোমবার বেতনের দাবিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।' একই সুরে আরেক শিক্ষক শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'বেতনের দাবিতে আগামী সোমবার সংসদের কার্যালয়ে ধর্নায় বসব।'

এই প্রসঙ্গে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মহম্মদ নাজিমুদ্দিন আলি বলেন, 'আমাকে ঘেরাও করে কোনও লাভ হবে না। ফিন্যান্স দপ্তর থেকে অনুমোদন এলেই সকলে বেতন পাবেন। ইতিমধ্যেই সকলকে চিঠি করা হয়েছে।'

শুরকালীপুজো মণিপুরে

পতিরাম, ১৯ ডিসেম্বর : মণিপুরে শুক্রবার ঐতিহ্যবাহী সাড়ে সাত হাত শুরকালীর পুজো হল। পুজো উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী মেলা শুরু হয়েছে। মণিপুর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বহু ভক্ত ও দর্শনার্থীরা পুজো ও মেলা দেখতে ভিড় জমিয়েছেন। অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

দিনমজুরের মৃত্যু

পতিরাম, ১৯ ডিসেম্বর : জমিতে কাজ করার সময় মই বেয়ে উপরে উঠতে গিয়ে নীচে পড়ে যান বেণু মালী (৩৫) নামে এক ব্যক্তি। পেশায় সে দিনমজুর। শুক্রবার সকালে বাদখোরনা এলাকার ঘটনা। তড়িঘড়ি তাঁকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানান। এরপর দেহ ময়নাতদন্ত করে বেণুর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বাউল উৎসব

বুনিয়াদপুর, ১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার থেকে লোকসংস্কৃতি বাউল উৎসব শুরু হল সরাইহাটে। পাঁচদিনব্যাপী এই বাউল অনুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠানে শিল্পীদের সংগীত পরিবেশন দেখতে প্রথম দিন থেকে প্রচুর লোকের সমাগম হয়।

পড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়াতে মিছিল

কুমারগঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : নতুন শিক্ষাবর্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতে পড়ুয়ারা ভর্তি হয় সেজন্য এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে কুমারগঞ্জ ব্লকের খরাইল চাঁদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলের তরফে শুক্রবার একটি সচেতনতামূলক মিছিলের আয়োজন করা হয়।

সেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রাক্তন পড়ুয়া ও স্থানীয় বাসিন্দারা অংশগ্রহণ করেন। হাতে ব্যানার নিয়ে ও স্লোগান দিতে দিতে সকলেই প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কমলেশ দাস বলেন, 'এলাকার ছেলেমেয়েদের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা হয়েছে। অনেকে তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

গত কয়েকবছরে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার হ্রাস পেয়েছে। মিছিলের মাধ্যমে গ্রামবাসীর মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, শিক্ষার মান, মিড-ডে মিল, স্কুলের ইউনিফর্ম, বই-খাতা সহ অন্য সরকারি সুযোগসুবিধার কথাও তুলে ধরা হয়। স্থানীয়দের মতে, এই উদ্যোগ অন্য বিদ্যালয়গুলিকেও অনুপ্রাণিত করবে এবং সরকারি প্রাথমিক স্কুলের প্রতি মানুষের আস্থা আরও দৃঢ় হবে।

থানায় অভিযোগ

পতিরাম, ১৯ ডিসেম্বর : অসৎ উপায়ে একজনের জমি অন্যজনের নামে রেকর্ড করার অভিযোগ উঠল পতিরাম থানা এলাকায়। ওই এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় দাস বর্তমানে নদিয়াতে থাকেন। তাঁর অভিযোগ, নাজিরপুর পঞ্চায়েতের ইদ্রাকপুর মৌজায় তাঁর ১৬০ শতক জমি ওই এলাকার বাসিন্দা রিজু বাস্কে ভূমি দপ্তরের মাধ্যমে নিজের নামে রেকর্ড করে নিয়েছেন। যা বেআইনি। এনিয়ে শুক্রবার সঞ্জয় পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এ কোন সোনার বাংলা!

এই সেই ভাইরাল দৃশ্য। পিটিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তরুণকে। ময়মনসিংহে।

আক্রান্ত সংবাদমাধ্যম

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর : আগুনে ঝলসে গিয়েছে পুরো অফিস। দেওয়ালে, মেঝেতে কালো পোড়া দাগ। লিফটের দরজা ভেঙে ঝুলছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন দ্য ডেলি স্টারের আলোকচিত্রী প্রবীর দাস। শুক্রবার তাঁর হাতে ক্যামেরা নেই। অফিসের ড্রয়ারে রাখা ছিল। সেটাও পুড়ে গিয়েছে। চোখে জল নিয়ে শিশুর মতো বললেন, 'এত বছরের পরিশ্রম... সব শেষ হয়ে গেল।' ছবিটা প্রায় একই প্রথম আলো দৈনিকের দপ্তরেও।

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার রাত থেকে উন্মত্ত হিংসা চলছে বাংলাদেশে। দেশের প্রথম সারির বাংলা সংবাদপত্র প্রথম আলো এবং ইংরেজি দৈনিক ডেলি স্টার-এর অফিসে বৃহস্পতিবার রাতেই তাণ্ডব চালায় উত্তেজিত জনতা। দুই সংবাদপত্রের দপ্তরে ঢুকে যথেচ্ছ ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি আগুনও লাগিয়ে দেয় তারা। প্রথম আলো-র চারতলা ভবন প্রায় পুরোটাই ভস্মীভূত। একই দশা ডেলি স্টার-এর ভবনের নীচের দু'টি তলার। কীভাবে অফিসের ছাদে লুকিয়ে, গাছের ভারী টব দিয়ে দরজা আটকে কোনওমতে প্রাণে বেঁচেছেন, সেসবের রোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন সাংবাদিকরা।

বৃহস্পতিবার খুলনায় আততায়ীদের গুলিতে খুন হন ইমদাদুল হক মিলন (৪৫) নামে এক সাংবাদিক। তবে নাম এক হলেও ইনি প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ইমদাদুল হক মিলন নন। 'বর্তমান সময়' নামে এক পত্রিকায় কর্মরত ইমদাদুল শলুয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি ছিলেন।

সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের ওপর হামলার নিন্দা করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর প্রেস উইংয়ের এক বার্তায় ইউনূসকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, 'আপনাদের প্রতিষ্ঠান ও সংবাদকর্মীদের ওপর এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও ন্যক্কারজনক হামলা আমাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। আপনাদের এই দুঃসময়ে সরকার আপনাদের পাশে আছে।'

ডেলি স্টার-এর দপ্তর রয়েছে ঢাকার কারওয়ান বাজার এলাকায় একটি ১০ তলা ভবনে। তার অদূরেই প্রথম আলো-র দপ্তর। রাত ১২টা নাগাদ আগে সেখানে যায় উত্তেজিত জনতা। ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় ওই ভবনে। পরে হিংস্র জনতা ধেয়ে যায় ডেলি স্টার-এর দিকে।

ওই সময় ডেলি স্টার-এর এক সাংবাদিক ছাদে ছিলেন। স্লোগান দিতে দিতে জনতাকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনি সতর্ক করে দেন সহকর্মীদের। রাতে দপ্তরে যে ক'জন ছিলেন, ছাদে উঠে পড়েন। কেউ কেউ নীচে নামার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে ভবনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে চারপাশ। ফলে তাঁরাও ছাদে উঠে যান। এরপর শুরু হয় আতঙ্কের প্রহর।

ডেলি স্টার ভবনের ১০ তলার ছাদে অন্তত ২৮ জন কর্মী আটকে পড়েছিলেন। নীচে তাঁদের দপ্তরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। চলে যথেচ্ছ ভাঙচুর। প্রাণের ভয়ে ক্যান্টিনের এক কর্মী পাইপ বেয়ে নীচে নামার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গণধোলাই দেয় দুষ্কৃতীর দল। সেই দৃশ্য ছাদে বসে দেখেন সহকর্মীরা। আর কেউ বেরোনোর চেষ্টা করার সাহস পাননি। এভাবে চার ঘণ্টারও বেশি সময় তাঁরা ছাদে বসে ছিলেন।

দমকলের কর্মীরা দপ্তরের নীচের তলার আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে ছাদে উঠতে দেখে পিছু পিছু উঠে পড়ে বিক্ষোভকারীরাও। কোনও রকমে দরজা বন্ধ করে তাঁদের আটকানো হয়। ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, ছাদের বড় বড় গাছের টব দরজার সামনে রেখে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছিল, যাতে সহজে দরজা না ভাঙা যায়। বেশ কিছুক্ষণ ছাদের দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে উন্মত্ত জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে বাংলাদেশের সেনা।

উদ্ধারকারী সেনা জওয়ানেরা ভোর পৌনে ৪টে নাগাদ আপৎকালীন সিঁড়ির বন্দোবস্ত করে ছাদ থেকে সাংবাদিকদের উদ্ধার করেন। তারও অনেক পরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে ভবনের আগুন। বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি, ছাপার যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং সংরক্ষিত কাগজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের শান্ত করতে গিয়ে মার খেয়েছেন নিউ এজ সম্পাদক তথা সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নুরুল কবীর এবং চিত্রসাংবাদিক শহিদুল আলম। ডেলি স্টার-এর সাংবাদিক জাইমা ইসলাম রাতেই সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'আমি আর নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। প্রচণ্ড ধোঁয়া। আপনারা আমাদের মেরে ফেলছেন।'

ডেলি স্টারের অফিসে উদ্বিগ্ন মুখে ঘুরছিলেন অন্য এক সংবাদকর্মী। চোখমুখ উদ্ভ্রান্ত, কিছুটা উত্তেজিতও। বললেন, 'কী করেছে দেখছেন? চার তলা থেকে ছয় তলা পর্যন্ত সব পুড়িয়ে দিয়েছে। একটা ড্রয়ারও আস্ত রাখেনি।'

প্রথম আলোর ওপর হামলার ঘটনা দেশের সংবাদমাধ্যম, বাকস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্য কালো দিন বলে মন্তব্য করেছেন প্রথম আলোর নিবাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের বাকস্বাধীনতা, ভিন্নমতের প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর একটি কঠিন আক্রমণ করা হয়েছে।'

প্রথম আলো এবং ডেলি স্টার— দুটি দপ্তরেই কাজকর্ম সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। দুটি সংবাদপত্রের কোনও মুদ্রিত সংস্করণ শুক্রবার প্রকাশিত হয়নি। তারা বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতির কথা জানিয়েছে এবং সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে।

ছাদে উঠে প্রাণে বাঁচলেন সাংবাদিকরা

পুড়ছে প্রথম আলোর কার্যালয়। ঢাকায়।

বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়িতে উল্লাস উন্মত্ত জনতার।

নজরুলের পাশে হাদির সমাধি!

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর : সিঙ্গাপুর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিশেষ উড়ানে শুক্রবার সন্ধ্যায় শরিফ ওসমান হাদির মৃতদেহ ঢাকায় আনা হয়। সেজন্য এদিন দুপুর থেকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বাংলাদেশ সেনা, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও আনসার সহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। যাঁরা বিমানবন্দরে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের কড়া তল্লাশির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে।

এদিন স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে হাদির মরদেহবাহী বিজি-৫৮৫ উড়ানটি ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দরের বাইরে তখন হাদি অনুগামীদের উপচে পড়া ভিড়। বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেট দিয়ে একটি শববাহী গাড়িতে ছাত্র নেতার দেহটি বের করতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে নিরাপত্তাবাহিনীকে। বাংলাদেশের সরকারি সূত্রে খবর, শনিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে হাদির দেহ নিয়ে শেষযাত্রা শুরু হবে। হাদির মরদেহ তাঁর জন্মস্থান ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে পারিবারিক কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে কবর দেওয়া হবে। যদিও অন্য একটি সূত্রের দাবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করা হতে পারে হাদিকে।

শরিফ ওসমান হাদি ছিলেন গত বছর জুলাই আন্দোলনের সামনের সারির নেতা। শেখ হাসিনার পতনে তাঁর নেতৃত্বাধীন ইনকিলাব মঞ্চ অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। রাজনৈতিক অঙ্গনে হাদি তাঁর কট্টর জাতীয়তাবাদী এবং ভারত-বিরোধী অবস্থানের জন্য পরিচিত ছিলেন। বিশেষ করে ভারতীয় ভূখণ্ড সংবলিত 'বৃহত্তর বাংলাদেশ'-এর মানচিত্র প্রচার করে তিনি দেশ-বিদেশে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন। ওই মানচিত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতের বড় অংশকে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত দেখানো হয়েছিল। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনে তিনি ঢাকা-৮ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রচার চালাচ্ছিলেন। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস হাদির হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করে শনিবার দেশজুড়ে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের কথা ঘোষণা করেছেন।

দেশে ফিরছেন তারেক

লন্ডন ও ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর : জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনের অন্যতম মুখ তথা ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল বাংলাদেশ। এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসনে ইতি টেনে দেশে ফেরার কথা ঘোষণা করেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমান। ২৫ ডিসেম্বর তাঁর এই প্রত্যাবর্তনের খবর বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে। বর্তমানে লন্ডনে অবস্থানরত তারেক রহমান ইতিমধ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসে ট্রাভেল পাসের আবেদন করেছেন।

তারেক রহমানের দেশে ফেরার দিনক্ষণ ঠিক হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। ২০০৮-এ চিকিৎসার জন্য সপরিবারে ব্রিটেনে যাওয়ার পর থেকে তিনি সেখানেই ছিলেন। ২৫ ডিসেম্বর তিনি ও তাঁর মেয়ে আইনজীবী জাইমা রহমান একই বিমানে ঢাকা পৌঁছোবেন। বিএনপি নেতাদের দাবি, ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে তাঁর উপস্থিতি দলের নেতাকর্মীদের মনোবল বাড়াবে। এদিকে হাদি খুনে উত্তাল ঢাকার রাজপথে তারেক রহমানের এই ফেরা ভিন্ন কোনও রাজনৈতিক মোড় নেয় কি না, তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

হাদির মৃত্যুকে 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের এক অপূরণীয় ক্ষতি' হিসেবে আখ্যা দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস শনিবার সারা দেশে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন। এদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। সরকার ইতিমধ্যে হাদির পরিবার ও তার একমাত্র সন্তানের দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এছাড়া ঘাতকদের ধরিয়ে দিতে ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে এবং সীমান্তে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। হাদির মৃত্যু এবং তারেক রহমানের দেশে ফেরার ঘোষণার পরেই বাংলাদেশের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে।

রাতভর তাণ্ডব ছায়ানটে

বাংলাদেশে মৌলবাদীদের হাতে ধ্বংস শিল্প

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে ফিরে এল ২০২৪ সালের ৫ অগাস্টের দুঃসহ মুহূর্তগুলো। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা গুলি করে হত্যা করার পরই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এই আগুন জ্বলল শিল্পে, সংগীতের মন্দিরে। সংস্কৃতির পীঠস্থান বিখ্যাত ছায়ানটে রাতভর তাণ্ডব চালাল সে দেশের একদল সশস্ত্র 'বিপ্লবী'। সে ভিডিও নেটে ঘুরছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, বিপ্লবীরা হারমোনিয়ম, তানপুরা, তবলা ভাঙছে। বৃহস্পতিবার রাত একটায় ধানমণ্ডি এলাকায় ছায়ানটে আগুন লাগায় 'বিপ্লবী'রা। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সনজিদা খাতুনের নাতনি সায়ন্তনী তিসা ধ্বংসস্তূপের কিছু ছবি শেয়ার করেছেন। সে ছবিতে স্পষ্ট ভাঙা হারমোনিয়ম, তবলা, তানপুরা। ঘরময় ছড়িয়ে আছে স্বরলিপি লেখা পাতা, গান লেখা কাগজ। ছাই হয়ে গিয়েছে অন্য গুরুত্বপূর্ণ নথি, আসবাব, বহুমূল্য সামগ্রী, ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে লালন সাঁইয়ের এবং সনজিদার ছবিও। ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চার বিরুদ্ধেও স্লোগান দেওয়া হয়।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে শিল্প ও সংস্কৃতি আদানপ্রদানের সেতু ছিল ছায়ানট। এদেশের বহু শিল্পী ছায়ানটে অনুষ্ঠান করেছেন। তার ধ্বংসস্তূপ দেখে মুহ্যমান তাঁরা। যেমন শ্রাবণী সেন বলেছেন, 'বাংলাদেশের ছায়ানটের নাম পৃথিবী জোড়া। এখান থেকে বহু গুণী শিল্পীকে আমরা পেয়েছি। আমরাও শিখেছি ওখান থেকে। আমি ভাবতে পারছি না। সনজিদা খাতুনের ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। কাল রাত থেকেই আমার মন খুব খারাপ। কবে আবার সব ঠিক হবে, জানি না। ' ছায়ানটের বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন জয়তী চক্রবর্তী। তিনি আবেগবিহ্বল হয়ে পড়েছেন এই ধ্বংসের ঘটনায়। তিনি বলেছেন, 'এত ক্ষোভ, দুঃখ, হতাশা ভিড় করে আসছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। সনজিদা খাতুন, লালন সাঁইয়ের ছবি, হারমোনিয়ম-তবলা যেভাবে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, তা চোখে দেখা যায় না।' ... শিল্প, খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। শারীরিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য শিল্পের দরকার পড়ে না। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি মনের খোরাক। যে দেশে মনগুলো এত ধ্বংসাত্মক, এত বিধ্বংসী, সেখানে শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? সেই কারণে শিল্পকেই প্রথমে টার্গেট করা হচ্ছে। ' ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী কিছু জায়গায় অনুষ্ঠান করেছেন সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিৎ। ছায়ানটে কখনও করেননি, তবে আশা ছিল একদিন নিশ্চয় করবেন। তা হল না। সকাল থেকে ছায়ানটের ধ্বংস দেখে মন খারাপ তাঁদের। সৌম্যজিৎ বললেন, 'কী বলব! হারমোনিয়ম, তবলা পুড়তে দেখলে একজন শিল্পীর যেমন মনের অবস্থা হতে পারে, আমাদের অবস্থাও তেমনই। তবে আশা হারালে চলবে না। বিশ্বাস করি, একদিন সব ঠিক হবে। ' সে দেশের গায়ক সায়ক অর্ণব চৌধুরী-ও প্রায় একই বক্তব্য রেখেছেন তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভেঙে যাওয়া ছায়ানটের ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে, ভোট দিতে হবে। নাহলে আমরা বিপদে পড়ব। ...আমরা একমাত্র যেভাবে লড়াই করতে পারি, তা হল, ভোট দিয়ে এবং অন্যদের ভোট দিতে উৎসাহ দিয়ে।' এদিকে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে ছায়ানট ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা। বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে গানে গানে প্রতিবাদ জানান তাঁরা।

'ওসমান হাদির খুনিদের বিচার চাই', 'পত্রিকা-বিদ্যালয়ে আগুন নয়', 'শিশুরা কাঁদছে, বিদ্যালয়ে আগুনে বই পুড়ছে', 'ছায়ানটে হামলা কেন?' এমন নানা স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে ছিল শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের।

১৯৬১ সালে ছায়ানট প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সনজিদা খাতুন। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে মূলত রবীন্দ্রসংগীত চর্চার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান তা নিষিদ্ধ করলে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী কলিম শরাফি, সনজিদা খাতুন ও অন্যরা এই ছায়ানট প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে এ প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিক স্থান তো বটেই, হেরিটেজও। ৬৪ বছর পর ওসমানের দল সেই ঐতিহ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২১১ সংখ্যা, শনিবার, ৪ পৌষ ১৪৩২

নৈরাজ্যের বাংলাদেশ

বাংলাদেশ নতুন করে মব সন্ত্রাসের আগুনে জ্বলছে। সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চরমপন্থী ছাত্র নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর বিচারের দাবিতে বৃহস্পতিবার রাতভর তাণ্ডব চালায় ধর্মোন্মাদ জনতা। বাংলাদেশের দুটি প্রথম সারির সংবাদপত্র দপ্তরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ভাঙচুর চলে। সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে চর্চাকেন্দ্র ছায়ানট। সেখানে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন ফকিরের ছবি ছিঁড়ে, অসংখ্য বই নষ্ট করে, বাদ্যযন্ত্র ভেঙে নৈরাজ্যবাদীরা বুঝিয়ে দিয়েছে, বাঙালি আক্ষরিক অর্থেই আত্মঘাতী জাতি।

ধর্মোন্মাদদের রোষে গুঁড়িয়ে যাওয়া মুজিবুর রহমানের ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসভবনের শেষাংশটুকুতেও তাণ্ডব চলে। ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে ময়মনসিংহে এক হিন্দু তরুণকে গণপিটুনির পর জ্যান্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। খুলনায় খুন হয়েছেন এক সাংবাদিক। গুলিতে গুরুতর জখম এক চিকিৎসক। গত বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের আড়ালে বাংলাদেশে যে নৈরাজ্য তৈরি হয়েছিল, দেড় বছর পরও সেই পরিস্থিতি বহাল।

ডিসেম্বর মাস বাংলাদেশ ও ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৫৪ বছর আগে এই মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে ঘাড় নীচু করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল ভারত। বিজয়ের মাসে বাংলাদেশে এমন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির দায় নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারের। গত দেড় বছর বাংলাদেশের ক্ষমতায় থাকলেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির দিকে এই সরকার নজর দেয়নি।

বরং বঙ্গবন্ধু, হাসিনা ও আওয়ামী লিগকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে লাগাতার। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনাকে মুছে ফেলার পাশাপাশি উগ্র ভারত বিরোধিতার অস্ত্রে শান দেওয়া চলছে পদ্মাপারে। কখনও স্বয়ং ইউনূস, কখনও তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্র নেতারা ভারতবিরোধী মন্তব্য করে চলেছেন। উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্য দখলের হুমকিও দিচ্ছেন।

বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনের বাইরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তাণ্ডব করার পরিকল্পনা হয়েছিল। ইউনূস সরকারের প্রশ্রয়ে পাকিস্তানপন্থী জামায়াতে বাংলাদেশকে নৈরাজ্যের দেশে পরিণত করায় ভারতীয় উপমহাদেশের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট। হাসিনা নয়াদিল্লিতে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকায় ভারত বিরোধিতা চরম আকার নিচ্ছে।

মানবতাবিরোধী অপরাধে তাঁর ফাঁসির সাজা সত্ত্বেও ভারত হাসিনাকে ঢাকার হাতে তুলে দিতে রাজি না হওয়ায় ক্রুদ্ধ সেদেশ। ভারত সরকার উলটে হাসিনার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি বিএনপি-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোয় মন দিয়েছে। কেননা, বিএনপি আসন্ন সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের মসনদ দখল করতে পারলে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তুলনামূলক সহজ থাকতে পারে।

কিন্তু জামায়াতে ও পাকিস্তানপন্থী শক্তি বাংলাদেশের মসনদ দখল করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবে। একজন ছাত্র নেতাকে গুলি করে খুনের সঙ্গে ছায়ানটের সম্পর্ক থাকতে পারে না। অথচ সেখানে হামলা চালিয়ে মব সন্ত্রাসীরা বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা কোন পথে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে চাইছে। ওই হাজার হাজার ধর্মোন্মাদকে যাঁরা মদত দিচ্ছেন, তাঁরা আর যাই হোক বাংলাদেশের মঙ্গল চান না নিশ্চয়ই।

মৌলবাদী শক্তি কখনও উদার, মুক্তমনা, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ চায় না। বাংলাদেশের ঘটনাবলিতে স্পষ্ট পাকিস্তানের মদতপুষ্ট মৌলবাদী শক্তির ছায়া পদ্মাপারে ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। এই উগ্র ভারতবিরোধী শক্তি বাংলাদেশকেও ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে চাইছে। এই তাণ্ডবলীলায় বাংলাদেশের ইতিহাস নতুন বাঁক নেওয়ার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশের এই ঘটনায় সতর্কতা প্রয়োজন ভারতে। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে।

পরেশ বড়ুয়ার মতো ভারতবিরোধী শক্তির বাংলাদেশে পুনর্বাসনে মরিয়া আইএসআই। ঢাকার মসনদে যাঁরা রয়েছেন বা যাঁদের আসার সম্ভাবনা, তাঁরা সকলেই পাকিস্তানের হাতে তামাক খাচ্ছেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের নেতৃত্বাধীন সংসদের বিদেশ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি বাংলাদেশ ভারতের কাছে রণকৌশলগত চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছে। কথাটি যে ভুল নয়, তা পদ্মাপারে নতুন করে শুরু হওয়া নৈরাজ্য ও ভারত বিরোধিতার ক্ষেত্র চওড়া হওয়া থেকে স্পষ্ট।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

বদলের বলিউডে জীবন অক্ষয়

পরপর দুটি হিট ছবির পর দেশজুড়ে চর্চায় তিনি। দিনের শেষে অক্ষয় খান্নার প্রত্যাবর্তন শুধুই সিনেমার গল্প থাকে না।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

'ধুরন্ধর'-এ অক্ষয় খান্না।

বলিউডের কোনও পার্টিতে যান না তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একেবারেই সক্রিয় নন।

নিজের কোনও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট নেই।

কোনও পিআর এজেন্সি নেই।

প্রেসের সঙ্গে কথা বলতে আদৌ আগ্রহী নন।

একেবারে একান্তে নিজের বাড়িতেই সময় কাটাতে বেশি ভালোবাসেন।

তাঁকে মাঝে মাঝেই বিমানবন্দরে দেখা যায় না। অনেক স্টার সেখানে পাপারাজ্জি রেখে দেন প্রচার পাওয়ার জন্য।

পডকাস্টের চক্করেও তিনি একেবারে নেই।

তাঁর অ্যাফেয়ার বা ডিভোর্সের খবর কোথাও দেখতে পাবেন না।

রিল তৈরির যুদ্ধে তিনি নেই।

পোস্ট প্রোডাকশন ইন্টারভিউ? সেখানেও তাঁকে পাবেন না।

কে তিনি? তিনি কে? খানেদের কেউ, না হৃত্বিক রোশন বা অক্ষয়কুমার? নতুন প্রজন্মের ভিকি কৌশল, আয়ুষ্মান খুরানা বা রাজকুমার রাওয়ের কেউ?

একদমই নয়। তাঁর মাথাজোড়া টাক এখন। টিভি বা পেজ থ্রি'র পাতায় দেখাই যাবে না তাঁকে। অথচ ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম বা টুইটারে কিছুক্ষণ অন্তরই তাঁকে নিয়ে পোস্ট। পোস্টানোর লোকেরা সবই জেন জেড বা মিলেনিয়ালসের ছেলেমেয়ে। একেবারে নতুন প্রজন্ম। ইনস্টা খুললেই দেখা যাচ্ছে, তাঁর স্টাইলে সেই নাচ নাচার চেষ্টায় তারা।

তিনি অক্ষয় খান্না। ধুরন্ধর ছবির দৌলতে বিশ্বজুড়ে তাঁর নাম এখন। ছবির আসল নায়ক রণবীর সিং, অন্য সহ অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত এবং মাধবনকে অনেকটা আড়ালে ফেলে তাঁর নাম নিয়েই যত আলোচনা সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাঁর অভিনয়, তাঁর নাচ। বাহরিনের এক গায়কের অ্যারাবিক গানের সঙ্গে নেচেছেন অক্ষয়। এতটাই জনপ্রিয় সেই নাচ, বাংলাদেশের যুব ক্রিকেটাররা এশিয়া কাপ খেলতে গিয়ে সেই নাচ নাচছেন সবাই মিলে। অথচ ভারতের নাম শুনলে তাঁদের দাদারা সবাই মারাত্মক ক্ষিপ্ত। ভারতের নাম মুখে আনা মানেই ক্রিকেটারদের দাদার কাছে একেবারে পাপ। ওদিকে বাপরে বাপ, অক্ষয়ের 'ধুরন্ধর' নাচ নেচে বেড়াচ্ছেন বাংলাদেশি তরুণরা!

একেবারে আড়ালে চলে যাওয়া অক্ষয়ের রাতারাতি সাফল্য দুটো-তিনটে সত্যের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে আমাদের সামনে। অপেক্ষা এবং প্রতিভার বিকল্প নেই কোনও। আর বদলে যাওয়া বলিউডও এখন আরও বেশি করে শুধু স্টারদের দিকে তাকাচ্ছে না, দেখছে তাঁর অভিনয় ক্ষমতা। তুমি দেখতে সুন্দর, তাই তুমি স্টার হয়ে গেলে, সেই দিন বোধহয় আজ চলে যেতে বসেছে। সাধারণ দেখতে অভিনেতাদের জন্য বলে যাচ্ছে, আঁধারের শেষে ভোর হবে। আর একটা সত্য হল, স্টারকিডদের কাছেও লড়াই কতটা জরুরি।

দিনের শেষে অক্ষয়-সাফল্য শুধুই সিনেমার গল্প থাকে না। হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের লড়াই করে উঠে দাঁড়ানোর কাহিনী। এক আদর্শ উদাহরণ।

অক্ষয় খান্নাকে দেখুন। ১৯৯৭ সালে, আজ থেকে ২৮ বছর আগে তিনি 'বর্ডার' ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। পেয়েছিলেন ফিল্মফেয়ারে সেরা অভিষেককারী অভিনেতার ট্রফি। 'দিল চাহতা হ্যায়' ছবিতে চমকে দেওয়া অভিনয়ের জন্য পেলেন ফিল্মফেয়ারের সেরা সহ অভিনেতার পুরস্কার। মাঝে 'তাল' ছবিতে অসামান্য কমেডি করলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনও ওষুধ ছিল না তাঁর হাতে। শুধু ছিল অপেক্ষা, ধৈর্য ধরা। এবং সুযোগ পেলেই সেটা কাজে লাগিয়েছেন। 'তারে জমিন পর' ছবিতে আমির খান, 'পরিণীতা' ছবিতে সইফ আলি খানের চরিত্রতে অভিনয় করার কথা ছিল তাঁর। হাত থেকে ফসকে যায়। খান্না জুনিয়ার দেখাচ্ছেন, জীবন থেমে থাকবে না। লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই।

অক্ষয়ের এই মুহূর্তে মাথাভরা টাক। ধুরন্ধরে অভিনয় করেছেন পরচুলা পরে। কার্যত খলনায়ক। তার জন্য তাঁর সুপারহিরো হওয়া আটকায়নি। এখানেই বোঝা যায়, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী, পঙ্কজ ত্রিবেদীর মতো তথাকথিত সাধারণ দেখতে অভিনেতারা কী করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ডাক পাচ্ছেন। এর আগে নানা পাটেকর বা ইরফান খানরাও ওই গোত্রেরই।

হলিউডে ব্রুস উইলিস, স্যামুয়েল জ্যাকসন, ডোয়েন জনসন, ভিন ডিজেল, উডি হারেলসন, স্ট্যানলি টুসি, লরেন্স ফিসবার্ন, জেসন স্ট্যাথাম— টাকমাথার কত পরিচিত নাম। টাক তাঁদের অভিনয় প্রতিভার ক্ষেত্রে বাধা হতে পারেনি কখনও। আমাদের বলিউডেই টাকে আপত্তি। চরিত্রের প্রয়োজনে শাহরুখ, আমির, সঞ্জয় দত্ত, রণবীর সিং, শাহিদ কাপুরকে টাক নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। তবে টাকে কী প্রবল আপত্তি, তা বোঝা যায় অমিতাভ বচ্চনকে দেখে। পরচুলা না থাকলে তাঁর মাথা সবসময় ঢাকা থাকে টুপিতে।

ইদানীং সিনেমার পাশাপাশি সিরিজ হচ্ছে চুটিয়ে। এই সিরিজের জন্যও দেখতে সুন্দর অভিনেতা-অভিনেত্রীর ডাক পাওয়া বাধ্যতামূলক হচ্ছে না। সিনেমায় অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে এখনও আগের নিয়ম চালু রয়েছে অবশ্য। দেখতে ভালো না হলে ডাক পাওয়া খুব কঠিন। তবে সিরিজের ক্ষেত্রে সেই প্রচলিত নিয়ম অনেকটাই পালটে যাচ্ছে।

খুব আগ্রহ নিয়ে দেখতে বসেছিলাম, অক্ষয়ের ধুরন্ধরের নাচের মধ্যে কী এমন রয়েছে, যা এভাবে বিশ্বে সাড়া ফেলে দিল? এখানে গানটা বাহরিনের র‍্যাপার ফ্লিপারেচির। যাঁর নাম আসলে হুসাম আসিম। তিনি নিজেই বিস্মিত এ গান বলিউডের ছবিতে ব্যবহার হওয়ায়। এই গানটা আসলে মুক্তি পেয়েছিল ২০২৪ সালে। সে বছরের শেষদিকে অনেক বেশি পরিচিতি পায় বিশ্বে। ধুরন্ধরে অক্ষয়ের প্রবেশের দৃশ্যে গানটা ব্যবহার করা হয়। ছবিতে আর একটা গান বহু বিখ্যাত। রিমেকই ব্যবহার হয়েছে। মহম্মদ রফি, মান্না দে, আশা ভোঁসলে, সুধা মালহোত্রার গাওয়া 'বরসাত কি রাত' ছবির 'না তো কারভাঁ কি তালাশ হ্যায়।' ১৯৬০ সালের এই কাওয়ালি হিন্দি সিনেমায় সর্বকালের সেরা কাওয়ালির স্বীকৃতি পায় অনেকের কাছে।

সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েছে অক্ষয়ের অভিনয় এবং নাচ। তাঁর বাবা বিনোদ খান্না বেঁচে থাকলে গর্বিত হতে পারতেন ছেলের জন্য। একটি চ্যারিটি ইভেন্টে ১৯৮৯ সালে বিনোদের একটি নাচের সঙ্গে ছেলের নাচের মিল পাচ্ছেন অনেকে। তাঁর খবরের শিরোনামে আসার আর একটা কারণ, এ বছরেরই আর একটা সুপারহিট ছবি 'ছাওয়া'তে আওরংজেবের চরিত্রে অক্ষয়ের দুরন্ত অভিনয়। সেখানে আওরংজেবও নেগেটিভ চরিত্র ধুরন্ধরের রেহমান ডাকাইতের মতো। অথচ সেই ছবিতেও অক্ষয় নায়ক ভিকি কৌশলের মতোই জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। ধুরন্ধরে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন নায়ক রণবীর সিংকেও। কোথাও পড়লাম, 'ছাওয়া'র শুটিংয়ের সময় অক্ষয় নায়ক ভিকিকে গুড মর্নিং পর্যন্ত বলতেন না। সিনেমার চিত্রনাট্যে দুজনের মারাত্মক সংঘাত ছিল। তা বাস্তবে রেখে দেওয়ার জন্যই শুটিংয়ের সময় ওইরকম শত্রুতার মুখোশ পরে থাকা।

বাহরিন র‍্যাপারের যে গানে ছবিতে প্রবেশ অক্ষয়ের, সেটা একটা টেকে নেওয়া। ছবির কোরিওগ্রাফার বিজয় গাঙ্গুলি বলেছেন, অক্ষয়ই প্রথমে বলেন, তিনি একেবারে নাচতে নাচতে ঢুকবেন এই দৃশ্যে। সেটাই মেনে নেওয়া হয়। এবং সেটা জেনারেশন জেডের কাছে অত্যন্ত প্রাণের হয়ে উঠেছে। ঠিক যেমন 'অ্যানিমাল' ছবিতে তাদের মন কেড়েছিল ববি দেওলের মাথার ওপর পানীয়র গ্লাস রেখে নাচ। কোনটা যে কখন হিট হয়ে যাবে কেউ জানে না।

অক্ষয়ের আগের ছবিগুলো যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা মানবেন, প্রতিটিতেই তাঁর অভিনয় প্রতিভার ছাপ রয়েছে। চোখমুখের অভিব্যক্তি চোখে লেগে থাকার মতো। জেনেলিয়া ডিসুজার সঙ্গে তাঁর কমেডি 'মেরে বাপ পহলে আপ' মনে পড়ছে সবার আগে। 'গান্ধি মাই ফাদার', 'সেকশন ৩৭৫', 'ইত্তেফাক'-এর মতো সমালোচকদের প্রশংসাধন্য সিনেমাগুলোতে বিনোদ-পুত্রের অভিনয় প্রশংসা পেয়েছে। পাশাপাশি হিট সিনেমার মধ্যে মনে পড়ে যাবে 'হাঙ্গামা', 'হালচাল', 'হামরাজ', 'দৃশ্যম ২' বা 'রেস'। 'হালচাল' ছবিতে করিনা কাপুরের সঙ্গে তাঁর 'রাফতা রাফতা' গানের সঙ্গে নাচের দৃশ্যও এখন ভাইরাল। ধুরন্ধরের নাচের সঙ্গে সেই নাচের মিল কতটা, তা বোঝানোর জন্যই।

হিন্দি সিনেমায় অনেক মহাতারকার ছেলের উদাহরণ রয়েছে, যাঁরা একবার ফ্লপ করলে একেবারে আড়ালেই চলে যান। আবার নতুন করে ফিরে আসতে পারেন না। অক্ষয়ের দাদা রাহুলই এক বড় উদাহরণ। সেখানে অক্ষয় নিজে বছরচারেক স্বেচ্ছা নির্বাসনে থেকে ফিরে এলেন প্রবলভাবে। নিজস্ব টার্মে। তাঁর সঙ্গে একসময় করিশমা কাপুরের বিয়ের কথা হচ্ছিল। করিশমার বাবা রণধীর কাপুর বেশ আগ্রহী ছিলেন। কথা বলেন বিনোদ খান্নার সঙ্গে। তিনিও রাজি। অনেকদূর কথা এগোনোর পর তা ভেস্তে যায় করিশমার মা ববিতার আপত্তিতে। ববিতা চাননি, মেয়ে দ্রুত সিনেমা থেকে সরে যান।

তারপর থেকে অক্ষয় একা। তারা শর্মা, পূজা বাত্রা, রিয়া সেনদের সঙ্গে নাম জড়ালেও ছাড়াছাড়ি হয়েছে নিঃশব্দে। কোনও কেচ্ছায় নাম জড়াননি। উটিতে লাভডেলের স্কুলে পড়ার সময় থেকে তাঁর একা থাকার অভ্যাস। স্কুল সোশ্যালে যাওয়ার বদলে নিজেই হাঁটতে বেরিয়ে যেতেন। করণ জোহর একবার বলেছিলেন, 'অক্ষয় একেবারে নিয়ম মেনে চলা মানুষ। সোম থেকে শুক্র মুম্বই থাকবে। শনি-রবি শহরের বাইরে আলিবাগে ওর খামারবাড়িতে। রাত ন'টায় ঘুমোবে। শনিবার যদি ওকে অস্কার পাওয়ার জন্যও ডাকা হয়, ও কিছুতেই আসবে না। ওর কাছে ছুটি মানে ছুটিই।'

এই নিয়ম মেনে চলা, একাকিত্বের মাঝে বড় হওয়া বছর পঞ্চাশের অক্ষয় বলিউডের অন্য রূপ তুলে ধরলেন সাধারণের কাছে। যে কোনও গ্রামের সাধারণ ছেলেটাও এবার ভাবতে বসবে...।

আজ

২০২৪

চলচ্চিত্র পরিচালক রাজা মিত্র প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯১৫

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর।

আলোচিত

ইসলামিক স্টেট বা আইএস যেভাবে সিরিয়ার সংস্কৃতির গণহত্যা করেছিল, বাংলাদেশে এখন তাই হচ্ছে। এতে মুসলিম ধর্ম সম্পর্কে ভুল বার্তা যাচ্ছে। ছায়ানটের মতো গৌরবময় সংস্কৃতি কেন্দ্রে হামলার পেছনে রবীন্দ্র বিরোধ থাকতেই পারে। রবীন্দ্রনাথ তো ওদের শত্রু।

- পবিত্র সরকার

ভাইরাল/১

মহারাষ্ট্রের ভাইন্দরের আবাসনে ঢুকে পড়ল 'অবাঞ্ছিত' অতিথি। আগন্তুককে দেখে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। অতিথির থাবার আঘাতে রক্তাক্ত হন একাধিক আবাসিক। বনকর্মী ও পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে। দীর্ঘ চেষ্টার পর চিতাবাঘটিকে কাবু করেন তাঁরা।

ভাইরাল/২

লখনউয়ের রাস্তায় স্কুটি দাঁড় করিয়ে বোতল থেকে পানীয় খাচ্ছেন আর টলছেন এক তরুণী। স্কুটির সামনে পুলিশ লেখা স্টিকার জ্বলজ্বল করছে। নেটিজেনদের প্রশ্ন, তিনি কি সত্যিই পুলিশ না অন্য কারোর ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন?

জনমন

জনমত

দেবীঝোরা নদী ও জনস্বাস্থ্য নিয়ে চূড়ান্ত উদাসীনতা

ক্রান্তি ব্লক হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর ক্রান্তি বাজার এলাকার পরিধি ও ব্যস্ততা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বর্তমানে বাজার এলাকা দক্ষিণ দিকে দেবীঝোরা হাইস্কুল সংলগ্ন অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। ওই স্কুলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত দেবীঝোরা নদী এবং তার ওপর নির্মিত কালভার্টটি লাটাগুড়ি থেকে ওদলাবাড়ি সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়কের অন্তর্ভুক্ত। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই গুরুত্বপূর্ণ নদী ও কালভার্ট সংলগ্ন এলাকাটি বর্তমানে কার্যত একটি উন্মুক্ত আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে।

বাজার এলাকার একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী এবং কিছু অসচেতন স্থানীয় বাসিন্দা প্রতিদিন গৃহস্থালির বর্জ্য, দোকানের আবর্জনা এমনকি পচা মৃত জীবজন্তু নির্বিচারে দেবীঝোরা নদীতে ও কালভার্টের নীচে ফেলছেন। এরফলে নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং নদীর জল ভয়াবহভাবে দূষিত হচ্ছে।

এই অব্যবস্থার সরাসরি প্রভাব পড়ছে জনস্বাস্থ্যের ওপর। আবর্জনার তীব্র দুর্গন্ধে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এলাকাটি সংক্রামক রোগের সম্ভাব্য কেন্দ্রস্থলে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি কালভার্টের নীচে ক্রমাগত জঞ্জাল জমে নাব্যতা কমছে, যাতে বর্ষাকালে জল জমে কৃত্রিম বন্যার কারণ হতে পারে - এ এক গুরুতর বিপদের পূর্বাভাস।

একটি বর্ধিষ্ণু ও জনবহুল এলাকা হওয়া সত্ত্বেও ক্রান্তিতে এ ধরনের চরম অবহেলা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতি চললেও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের তরফে কার্যকর ও দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ এখনও করা হয়নি, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম দিচ্ছে।

অতএব, এই চিঠির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে জোরালোভাবে দাবি জানানো হচ্ছে, দেবীঝোরা নদী ও কালভার্ট সংলগ্ন এলাকায় অবিলম্বে আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ করতে হবে। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনে সিসিটিভি নজরদারি ও দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি, এবিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারের প্রয়োজন। আমরা নিজেরাই যদি সাবধান না হই, তবে বিপদ কোনওভাবে ঠেকানো যাবে না। নদী, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এখনই কঠোর পদক্ষেপ না করলে ভবিষ্যতে এর ভয়াবহ পরিণতির দায় এড়ানো সম্ভব হবে না।

অলোক দাস
ক্রান্তিহাট, জলপাইগুড়ি।

ঘটকালি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও

সময়ের কোপের কারণে অনেক কিছুর মতো আমাদের জীবন থেকে এক সময়ের উজ্জ্বল ঘটকরাও হারিয়ে যাচ্ছেন।

অচিন্ত্য সরকার

-এআই

মাসিমা ঘটকালি করতে এলাম। বিদায়বেলায় কার্পণ্য করবেন না।

.....আগে নাম ধাম বিবরণটা বলো।

নাম নিয়ে পাত্রটির দাম নয়। –শেষের কবিতা

কয়েক দশক আগে বাঙালির শুভবিবাহের অনুষ্ঠানে ঘটক নামে একজনের উপস্থিতি ছিল অত্যাবশ্যক। ঘটক ছাড়া চার হাত এক হওয়ার কথা ভাবাই যেত না। যখন সংবাদপত্রে বিয়ের বিজ্ঞাপন, 'প্রজাপতি নির্বন্ধ' লেখা সাইনবোর্ড ঝোলানো বৈবাহিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জোড় মেলানোর কল্পনা ছিল অনেকটাই দূরের, সেই সময় পরিবারে পরিবারে পরাগমিলনের প্রজাপতি ছিলেন এই ঘটকরাই। তাঁরা ঘুরে ঘুরে বিবাহযোগ্য ছেলে-মেয়ের হদিস করতেন। তথ্য সংগ্রহ করতেন। পরে সেসব উপস্থাপন করতেন উপযুক্ত জায়গায়। ঘটকের মাধ্যমেই যোগাযোগ তৈরি হত। দেনাপাওনা, কথার মারপ্যাঁচ অনেককিছু এদিক-ওদিক করে শুভপরিণয় সম্পন্ন হলে তাঁদের পাওনা ছিল দু'পক্ষ থেকে নগদ দক্ষিণা সহ যোগ্য বিদায়। তখন রঙ্গে ভরা বঙ্গে ঘটকালি ছিল রীতিমতো এক পেশা। দেনাপাওনার সুরাহা, কাঁচা দেখা পাকা দেখা এমনকি বিয়েতে উপস্থিত থেকে বরকনে-কে ছাঁদনাতলা থেকে বাসরঘর পৌঁছে দেওয়া প্রভৃতির উপর নির্ভর করত ভালো ঘটকের মান।

বঙ্গসমাজ পাত্র-পাত্রী খোঁজার আগে ভালো ঘটক খুঁজত। যাচাই করা হত বাজার চলতি ঘটকচূড়ামণিদের হালহকিকত। তাঁরা কতগুলি বিয়ে দিয়েছেন, সেই সমস্ত বিয়ের কারেন্ট স্ট্যাটাসের বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হত, এমনকি আতশকাচের তলায় থাকত ঘটকের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রাও। সে সময়ও টুকটাক প্রতারণা হত। যেনতেনপ্রকারে কাজ হাসিল করার জন্য অনেক 'স্কন্ধকাটা' পাত্রীর সঙ্গে 'ঠুঁটো জগন্নাথ' পাত্রের মালাবদল করাতেন।

তৎকালীন বঙ্গসমাজে পেশাদার ঘটকের পাশাপাশি জোড় মিলান্তির কাজ করে যেতেন ফ্রিল্যান্স ঘটকরা অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব অথবা পরিচিত মুখ। এই ফ্রিল্যান্স ঘটকরা উঠে আসতেন চণ্ডীমণ্ডপের আখড়া, অফিস কাছারি, সেলুন, চায়ের দোকান কিংবা কোনও বৈঠকি আড্ডা থেকে।

এইসব ঘটকের জীবনে ঘটকালির সংখ্যা দু'-একটি মাত্র। যেমন রবীন্দ্রনাথের বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দূরসম্পর্কের আত্মীয়া আদ্যাসুন্দরী। রবীন্দ্রনাথ নিজেও জীবনে একবার ঘটকালি করেছিলেন ঠাকুরবাড়ির প্রতিভা দেবীর সঙ্গে আশুতোষ চৌধুরীর। বিদ্যাসাগরের বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। জীবনানন্দ দাশের বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মা কুসুমকুমারী দাশের আপন মামা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। এমন অনেক বঙ্গরত্নের শুভপরিণয় হয়েছিল ঘটকের ঘটকালির মাধ্যমে।

সে সময় গোটা পরিবার সহ ঘটক নিয়ে অন্য পরিবারের সম্বন্ধ করতে যাওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ ছিল। উৎসবমুখর পরিবেশ গড়ে উঠত। সবার মধ্যে আত্মীয়ভাবের সৃষ্টি হত। সময়ের আবর্তে, প্রযুক্তির উন্নতিতে এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণে অতীত ঘটকের রূপ পরিবর্তিত হয়ে এখন হয়েছে ভার্চুয়াল ঘটক। পুরোনো ঘটকরা বিদায় নিয়েছেন। এখন জোড় মেলানোর কাজ করছে ইন্টারনেট, মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা কিছু ম্যাট্রিমনি অ্যাপ। এরাই এখন আধুনিক ঘটক। ভার্চুয়াল ঘটকরা বিয়ে দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু অসতর্ক হলে তাদের একাংশের প্রতারণার জালে আটকে যেতে হতে পারে।

(লেখক শিক্ষক ও গবেষক, রায়গঞ্জের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩২৩

পাশাপাশি : ১। ঘরবাড়ি সাফাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সামগ্রী ৩। বাবা-মা ছাড়া অন্যের কাছে প্রতিপালিত কন্যা ৫। প্রাচীন ভারতীয় চৌষট্টি বিদ্যার একটি ৭। বরফের গুঁড়ো বা তুষার ৯। খাবারের পর দাঁত পরিষ্কার করার কাঠি ১১। ফলের রাজা আম, আমের রাজা ১৪। ধুমসো বা ঢ্যাপসা ১৫। গরীয়ান বা গরীয়সী।

উপর-নীচ : ১। জীবনদায়ী বা প্রাণদায়ক ভেষজ বা উদ্ভিদ ২। পুরোপুরি নীল নয়, নীল রংয়ের আভাস ৩। পুণ্যবান ব্যক্তির ঠিক বিপরীত প্রকৃতির মানুষ ৪। গানের সঙ্গে সম্পর্কিত ৬। বিশেষ ধরনের সবজির ব্যঞ্জন ৮। সন্তানধারণ বা গর্ভ সঞ্চার ১০। সেলুলার জেল ১১। শিথিল করা ১২। ব্যবসায় লাভ ১৩। আদর করা।

সমাধান ■ ৪৩২২

পাশাপাশি : ১। কাগজ ৩। অস্থি ৫। গয়া ৬। অধীর ৮। গাড়ল ১০। খটকা ১২। বিচার ১৪। শখ ১৫। যণ্ডা ১৬। সঙ্গিন।

উপর-নীচ : ১। কাজে লাগা ২। জগদ্দল ৪। স্থিতধী ৭। রম্ভা ৯। ঢিবি ১০। খসখস ১১। কালজিন ১৩। চাক্ষুষ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

ছোট্ট তারা

বালুরঘাটের সেন্ট পিটার্স স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র আন্তরিক সরকার (১০) খুদে আবৃত্তিশিল্পী। রাজ্য শিশুকিশোর উৎসবে যোগ দিয়েছে সে।

খেলাধুলোর বদলে কাপড় কাচা, শুকোনোর জায়গা

মাঠ ডেকোরেটারের দখলে

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১৯ ডিসেম্বর : শীতের মরশুমে যখন শহরের খেলার মাঠগুলো খেলাধুলো ও শরীরচর্চার জন্য তৈরি থাকার কথা, ঠিক তখনই পুরাতন মালদা শহরের একাধিক খেলার মাঠ ডেকোরেটার ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মাঠেই কাপড় কাচা এবং শুকোতে দেওয়ার ফলে ক্রীড়াপ্রেমী ছাত্রছাত্রী ও শরীরচর্চা করতে আসা সাধারণ মানুষ চরম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

এই বিষয়ে পুরাতন মালদার ক্রীড়াপ্রেমী জামিল শেখ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'খেলার মাঠে কখনওই ব্যবসায়িক স্বার্থে কাপড় মেলা কিংবা সরঞ্জাম ফেলে রাখা উচিত নয়। এতে আমাদের খেলাধুলো এবং শরীরচর্চা করতে খুব সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আমরা এই ধরনের কাজের তীব্র বিরোধিতা করছি।' অভিযোগ উঠেছে, পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি সেতু সংলগ্ন মাঠ সহ অন্য খেলার মাঠগুলিতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাপড় মেলার কারণে কার্যত দখল হয়ে থাকছে। এতে যাঁরা ক্রিকেট কিংবা ফুটবল খেলতে আসছেন কিংবা প্রাতঃকালীন শরীরচর্চা করতে আসছেন তাঁদেরকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। অভিযোগ, শুধুমাত্র কাপড় মেলাই নয়, অনেক মাঠে ডেকোরেটাররা বিয়ে এবং অন্য সামাজিক অনুষ্ঠানের প্যান্ডেলের সরঞ্জামও দিনের পর দিন ফেলে রাখছেন। ফলে মাঠের স্বাভাবিক ব্যবহার বন্ধ থাকছে।

মঙ্গলবাড়ি প্রথম সেতু খেলার মাঠে এভাবেই শুকানো হচ্ছে কাপড়।

এই বিষয়ে পুরাতন মালদা ডেকোরেটার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক চন্দন দে তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করে বলেন, 'খেলার মাঠে আমরা কখনওই কাপড় শুকানোর পক্ষপাতী নই। সংগঠনের তরফ থেকে স্পষ্টভাবে ডেকোরেটার ব্যবসায়ীদের এই বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' তবে তিনি এও জানান, এই সমস্যার জন্য মূলত বহিরাগত ডেকোরেটার মালিকরাই দায়ী। তাঁর সংযোজন, 'কিছু বাইরের ডেকোরেটার মালিক রয়েছেন, যাঁরা ইংলিশবাজার থেকে এসে পুরাতন মালদা শহরের নদীর ধারে খেলার মাঠে কাপড় ধুয়ে শুকোতে দেন। এতে শরীরচর্চা ও খেলাধুলাতে প্রভাব পড়ছে। আমরা এই ধরনের কাজের বিরোধিতা করি।'

খেলার মাঠ বেদখল হয়ে থাকার বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা এবং ক্রীড়াপ্রেমী মহলে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়ে পুরাতন মালদা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম বলেন, 'খেলার মাঠে ডেকোরেটাররা কাপড় মেলে রাখছেন, এমন অভিযোগ আমার কানে এসেছে। খেলার মাঠ যাতে পরিষ্কার ও ব্যবহারের উপযোগী থাকে, আমরা এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করব। যাঁরা এই কাজ করছেন, তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া হবে।'

শীতকালে যখন খেলাধুলোর মরশুম শুরু হয়, তখন মাঠ দখলমুক্ত করার জন্য পুর প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেয় কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে শহরের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজন।

কী অভিযোগ

- পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি সেতু সংলগ্ন মাঠ সহ অন্যান্য খেলার মাঠে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাপড় মেলার কারণে কার্যত দখল হয়ে থাকছে
- এতে যাঁরা ক্রিকেট কিংবা ফুটবল খেলতে আসছেন কিংবা প্রাতঃকালীন শরীরচর্চা করতে আসছেন তাঁদেরকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে
- শুধুমাত্র কাপড় মেলাই নয়, অনেক মাঠে ডেকোরেটাররা বিয়ে এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানের প্যান্ডেলের সরঞ্জামও দিনের পর দিন ফেলে রাখছেন
- ফলে মাঠের স্বাভাবিক ব্যবহার বন্ধ থাকছে

ডালখোলার ১১ কাউন্সিলারকে শোকজ তৃণমূলের

বরুণকুমার মজুমদার

ডালখোলা, ১৯ ডিসেম্বর : বিধানসভা নির্বাচনের মুখে তৃণমূলে ডামাডোল ডালখোলায়। দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে চেয়ারম্যান নির্বাচন করায় ডালখোলা পুরসভার দলের ১১ জন কাউন্সিলারকে শোকজ করল তৃণমূল। শুক্রবার বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলারদের শোকজ করে সাতদিনের মধ্যে জবাব চেয়েছেন তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। সময়মতো জবাব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন শোকজ হওয়া কাউন্সিলাররা। দলীয় নেতৃত্ব নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে সুজনা দাসের নাম ঘোষণা করলেও, ১৭ ডিসেম্বর বোর্ড মিটিংয়ে বিক্ষুব্ধরা চেয়ারম্যান হিসেবে বেছে নেন তনয় দে-কে। তাতেই রুষ্ট তৃণমূল নেতৃত্ব।

দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশে গত ১০ নভেম্বর ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার স্বদেশচন্দ্র সরকার। নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে তৃণমূল নেতৃত্ব ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুজনার নাম ঘোষণা করে। কিন্তু সুজনায় আপত্তি জানিয়ে বেঁকে বসেন ১১ জন কাউন্সিলার। তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে বেছে নিতে হবে বলে দাবি করেন বিক্ষুব্ধরা। লিখিতভাবেও বিষয়টি তাঁরা দলকে জানান। তাঁদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেন বিধায়ক ও জেলা সভাপতি। কিন্তু তাতে যে বরফ গলেনি, তা স্পষ্ট হয়ে যায় পুর আইন মেনে তিনজন কাউন্সিলার ১৭ ডিসেম্বর বোর্ড মিটিং ডাকায়। শেষপর্যন্ত দলীয় নির্দেশ মেনে সুজনাকে চেয়ারম্যান করবেন বিক্ষুব্ধরা, এমন আশা করেছিল তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। কিন্তু ১৭ ডিসেম্বর ১৬ জন কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে ধ্বনি ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন তনয়। ঘটনায় শুক্রবার তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়া শোকজ করেন ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫,ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলারকে। এদিন কানাইয়ালাল বলেন, 'বুধবার চেয়ারম্যান নির্বাচনের আগে ভাইস চেয়ারম্যান মহম্মদ ফিরোজ আহমেদকে নির্বাচন বাতিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা শোনা হয়নি। তাই ১১ জন কাউন্সিলারকে শোকজ করা হয়েছে। কেন দলীয় নির্দেশ ছাড়া নতুন চেয়ারম্যান বেছে নেওয়া হল, তার জবাব সাতদিনের মধ্যে দিতে বলা হয়েছে।' ভাইস চেয়ারম্যান ফিরোজ বলছেন, 'সময়মতো জবাব দেওয়া হবে।'

কুয়াশাঘেরা সকাল।। শুক্রবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

বালুরঘাট পুরসভায় ডামাডোল

চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ ডিসেম্বর : বালুরঘাট পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন দলীয় কাউন্সিলারদের একাংশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় আচমকা কার্যত লুকিয়ে ১৪ জন কাউন্সিলার সই করে অনাস্থা চিঠি দিলেন মহকুমা শাসকের দপ্তরে। আর এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে যায় বালুরঘাটের রাজনীতিতে। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন পুরসভায় চেয়ারম্যান বদলের নির্দেশ জারি হলেও দক্ষিণ দিনাজপুর পুরসভায় তেমন কোনও নির্দেশ কার্যকর হয়নি। কিন্তু আচমকা বৃহস্পতিবার কলকাতায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল বালুরঘাটের কয়েকজন কাউন্সিলারকে। আর তাঁরা এদিন বালুরঘাটে ফিরেই অনাস্থাপত্র দিয়ে বসেন। অনাস্থাপত্রে কারণ দেখাতে গিয়ে কাউন্সিলাররা লিখেছেন চেয়ারম্যান কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারছেন না। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, রাজ্যের নির্দেশে এই অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়েছে। যদিও এ নিয়ে তৃণমূলের জেলা স্তরে কোনও খবর নেই বলে জানিয়েছেন জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। কাউন্সিলারদের অনাস্থাপত্র জমা দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন মহকুমা শাসক সুব্রতকুমার বর্মন। তিনি বলেন, 'চিঠি পেয়েছি, আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

আচমকা

- শুক্রবার সন্ধ্যায় আচমকা কার্যত লুকিয়ে ১৪ জন কাউন্সিলার সই করে অনাস্থা চিঠি দিলেন মহকুমা শাসকের দপ্তরে
- বৃহস্পতিবার কলকাতায় ডেকে পাঠানো হয়েছিল বালুরঘাটের কয়েকজন কাউন্সিলারকে
- এদিন বালুরঘাটে ফিরেই অনাস্থাপত্র দিয়ে বসেন

তবে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র অবশ্য এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। ২০২২ সালের পুরসভার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাপক জয়জয়কার হয়। মোট ২৫টি আসনবিশিষ্ট পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেস ২৩টি আসন লাভ করে। দুটি আসন যায় বামেদের দখলে। পুর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পান অশোক মিত্র। কিন্তু ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট শহরে তৃণমূলের ব্যাপক ভরাডুবি হয়। শুধুমাত্র বালুরঘাট শহর থেকেই বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার প্রায় ২৫ হাজার ভোটের লিড পান। লোকসভা নির্বাচনে এই ভরাডুবির পরে বালুরঘাট শহর সভাপতি প্রীতমরাম মণ্ডলকে সরিয়ে দিয়ে সুভাষ চাকিকে দায়িত্বে আনা হয়। আর এরপরেই পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে অশোক মিত্রকে সরানো হবে বলে গুঞ্জন শুরু হয়। কিন্তু রাজ্যের অন্যান্য বেশ কয়েকটি পুরসভার চেয়ারম্যানদের ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ জারি হলেও বালুরঘাট পুরসভার ক্ষেত্রে তেমন কিছু হয়নি। দলের অন্দরের খবর, বালুরঘাট পুরসভা ও গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যানকে মৌখিকভাবে ইস্তফা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা তা না করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন বলে খবর। কাউন্সিলারদের একাংশ এ নিয়ে রাজ্যে অভিযোগ জানাতেই তাঁদের সবুজ সংকেত দেওয়া হয় বলে খবর। এরপরেই এদিন অশোকের বিরুদ্ধে অনাস্থাপত্র জমা দেন তাঁরা। দেখা যায় অনাস্থাপত্রে পুরসভার ১৪ জন কাউন্সিলার সই করেছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন আবার চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল রয়েছেন।

চেয়ারম্যান অশোক মিত্রের বিরুদ্ধে দলের অন্য কাউন্সিলারদের এই বিদ্রোহ আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বালুরঘাটের রাজনীতিতে যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। কাউন্সিলারদের এই বিদ্রোহকে শেষপর্যন্ত অশোক মিত্র কি সামাল দিতে পারবেন নাকি তাঁকে পদ হারাতে হবে তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা।

রক্ত দেওয়াটাই যেন উৎসব

বালুরঘাট, ১৯ ডিসেম্বর : উৎসব বলতে কী বোঝায় তা আমরা সকলেই কমবেশি অবগত রয়েছি। কিন্তু একটি রক্তদান শিবিরও যে উৎসবে পরিণত হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল বালুরঘাটে। শুক্রবার বালুরঘাটে 'পথের দিশা' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবির শুরু হয়। শিবিরটি চলবে রবিবার পর্যন্ত। এবার তাদের চতুর্থতম বছর। জেলার গণ্ডি ছাড়িয়ে জলপাইগুড়ি, মালদা, শিলিগুড়ি, পূর্ব মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জেলা থেকেও প্রচুর মানুষ রক্ত দিতে শিবিরে আসেন। এদিন থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত শিশুদের হাত দিয়ে ওই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের বিডিও সোহম মুখোপাধ্যায়, সদর উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বাসুদেব মণ্ডল, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার প্রমুখ।

এরপর রক্তদানের গুরুত্বের বার্তা ছড়িয়ে দিতে শহরজুড়ে বের হয় একটি শোভাযাত্রা। সেখানে অংশ নেন নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের পড়ুয়া ও এনসিসি ক্যাডেটরা। উৎসব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন মডেল ও প্রতীকী রক্তদানের সরঞ্জাম দিয়ে সাজানো হয়। মাঠের মাঝখানে বড় একটি লাল হৃৎপিণ্ড। তাতে মানুষের কাঁদতে থাকা অবয়ব। যা রক্তের অভাবে অসহায় হৃদয়ের যন্ত্রণার প্রতীক। চারপাশে সাজানো বিভিন্ন রক্তের গ্রুপের প্রতীকী মডেল।

ওই রক্তদান শিবির উপলক্ষ্যে এদিন দুপুরে সেমিনার আয়োজন করা হয়। ২৫ জন কৃতী পড়ুয়াকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। পোস্টার ও ব্যানারের মাধ্যমে থ্যালাসিমিয়া ও হিমোফিলিয়ার মতো রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো হয়। পাশাপাশি, রক্তদান ও সাপ নিয়ে প্রচলিত ভ্রান্তধারণা দূর করতে সচেতনতা শিবিরও করা হয়। ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য তথা ফেস্টিভাল ডিরেক্টর বহ্নিশিখা চৌধুরী বলেন, 'গত বছর রক্তদাতার সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছিল। এবছর ৩০০ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছি। এখনও বহু মানুষের মনে রক্তদান নিয়ে ভয় রয়েছে। সেই ভীতি কাটিয়ে তুলতেই এই উদ্যোগ। স্কুল স্তর থেকে আমরা রক্তদান নিয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে চাই।'

বাড়িতে চুরি

বালুরঘাট, ১৯ ডিসেম্বর : জরুরি প্রয়োজনেও বাড়ি ফাঁকা রেখে যাওয়ার উপায় নেই বালুরঘাট শহরে। ওঁত পেতে রয়েছে চোরের দল। কোন বাড়ি কবে ফাঁকা থাকছে, সব তাদের নখদর্পণে। তাই, সাধু সাবধান! এই যেমন, বৃহস্পতিবার রাতে বালুরঘাট শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নামামঙ্গি স্কুলপাড়া এলাকায় বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে হানা দেয় একদল চোর। তারা সীমানা প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর গ্রিল ও দরজার তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। এরপর আলমারি ভাঙে। বিছানা ও অন্যান্য আলমারির জামাকাপড় ফেলে তন্নতন্ন করে খোঁজে। শেষমেশ নগদ ৭ হাজার টাকা, প্রায় ৮-৯ ভরি সোনার গয়না সহ অন্যান্য দামি আসবাবপত্র হাতিয়ে চোরের দল চম্পট দেয়। চুরির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

যানজটে নাজেহাল রায়গঞ্জ শহর

ব্যস্ততম রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রেনের কোচ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ রেলস্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া জায়গায় তৈরি হচ্ছে কোচ রেস্তোরাঁ। সেজন্য প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। এবার ওই জায়গায় বসানো হবে রেলের পুরোনো কোচ। গত বৃহস্পতিবার রাতে কাটিহার রেলওয়ে ডিভিশন থেকে রায়গঞ্জ রেলস্টেশনে পুরোনো কোচটি নিয়ে আসা হয়। এরপর তিনটি ক্রেনের সাহায্যে কোচটিকে ট্রেলারে তোলা হয়। কিন্তু রেলগেটের দুইপাশে থাকা দুটি লোহার ফ্রেমে আটকে পড়ে কোচটি। ফলে শহরের পুর বাসস্ট্যান্ডের সামনে রাস্তার অধিকাংশ দখল করে ট্রেলারের উপর রেখে দিতে হয়েছে কোচটিকে। এরফলে শুক্রবার সকাল থেকে তীব্র যানজট হয় ওই এলাকায়। রাস্তার উপর রেলের কোচ দেখে অনেকে থমকে যান। ফলে পথচলতি গাড়িগুলিকে পাশ কাটিয়ে যাতায়াত করতে হয়। যানজট সামাল দিতে এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সিভিক ভলান্টিয়ারদের হিমসিম খেতে হয়। পথচলতি সুকুমার রায় বলেন, 'শহরের রাস্তায় রেলের কোচ দেখে অবাক হই। ব্যস্ততম রাস্তার উপর এমন কোচ রেখে দেওয়ায় আমার মতো অনেকেই হতবাক।'

একই দাবি স্কুল ছাত্রী কঙ্কনা রায়েরও। সে জানায়, জেনেছি কোচ রেস্তোরাঁ হচ্ছে রায়গঞ্জে। আজ এভাবে রাস্তার উপর কোচ দেখব সেই ধারণা ছিল না। তবে এই কারণে যাত্রীবাহী ও স্কুল বাসগুলি এদিন যানজটে নাকাল হয়। পুর বাসস্ট্যান্ডের পাশে কোচটি রেখে দেওয়ায় বাস ঢুকতে ও বেরোতে খুব সমস্যা হয়। টোটো আর বাইকের লাইন পড়ে যায়। বাসচালক দীপেন বর্মন বলেন, 'ব্যস্ততম রাস্তার ধারে এভাবে এত বড় কোচ রাখা ঠিক হয়নি।' টোটোচালক উত্তম সাহা বলেন, 'যানজট সব সময় এই এলাকায় থাকে। তারপর কোচ দাঁড়িয়ে থাকায় নাকানিচোবানি অবস্থা আজ।'

ট্রেনের কোচ দাঁড়িয়ে থাকায় নাকানিচোবানি অবস্থা রায়গঞ্জে।

> ব্যস্ততম রাস্তার ধারে এভাবে এত বড় কোচ রাখা ঠিক হয়নি।
>
> **দীপেন বর্মন** *বাসচালক*

শুক্রবার দুপুরে স্টেশন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল তিনটি ক্রেন রেখে দেওয়া হয়েছে। রাতে ক্রেন দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় বসানো হবে। রায়গঞ্জে কোচ রেস্তোরাঁর দায়িত্ব পেয়েছেন প্রিয়ব্রত দুবে। তিনি জানান, গতকাল রাতে কোচটি কাটিহার থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ট্রেলারের উপর বসিয়ে লাইনের এপার থেকে ওপারে যাওয়ার সময় লোহার ফ্রেমে আটকে পড়েছে। তাই রাস্তায় রেখে দেওয়া হয়েছে। আজ রাতেই লোহার ফ্রেম উঁচু করে তুলে কোচটি নিয়ে যাওয়া হবে। আগামীকাল থেকে আর সমস্যা হবে না। উল্লেখ্য, আগামী বছর কোচ রেস্তোরাঁ চালু হওয়ার কথা।

প্রতিবাদ সভা

বালুরঘাট, ১৯ ডিসেম্বর : শুক্রবার বিকেল চারটায় বালুরঘাট থানা মোড়ে বালুরঘাট শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফে একটি প্রতিবাদ সভা ডাকা হয়। অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর প্রক্রিয়াকে পরিচালন করা, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষের ওপর অত্যাচার ও বাংলার মনীষীদের অপমানের প্রতিবাদে এই প্রতিবাদ সভা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব সভাপতি অম্বরীশ সরকার, মহিলা সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম, জেলা ছাত্র সভাপতি সৃঞ্জয় সান্যাল, জেলা যুবর দুই সহ সভাপতি কৌশিক সাহা ও খগেশ্বর দেবশর্মা, বালুরঘাট টাউন সভাপতি সুভাষ চাকি, সহ সভাপতি সুরজিৎ সাহা, টাউন শ্রমিক সংগঠনের সহ সভাপতি কৌশিক লাহা, প্রাক্তন টাউন সভাপতি প্রীতম রাম মণ্ডল প্রমুখ।

পাটের অলংকারে নয়া ফ্যাশন

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ ডিসেম্বর : বালুরঘাট হাইস্কুলের মাঠ যেন পাটের সাজে রঙিন হয়ে উঠেছে। সৃষ্টিশ্রীমেলার প্রথম দিন থেকেই নজর কেড়েছে পাট দিয়ে তৈরি মেয়েদের মনিহারি সামগ্রী। রংবেরঙের মালা, কানের দুল, হাতে পরার অলংকার- সবমিলিয়ে পাটের কারুকার্য এখন নতুন প্রজন্মের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। পরিবেশবান্ধব এই সাজসজ্জা যেমন চোখে পড়ছে, তেমনই স্বনির্ভরতার নতুন রাস্তা খুলে দিচ্ছে জেলার বহু মহিলার কাছে।

মূলত কুশমণ্ডি ব্লক থেকে আসা পাটশিল্পীরা মেলায় তাঁদের তৈরি সামগ্রী নিয়ে হাজির হয়েছেন। তবে শুধু কুশমণ্ডি নয়, গঙ্গারামপুর সহ জেলার একাধিক প্রান্তের মহিলারাও পাটের মনিহারি সামগ্রী তৈরি করে ব্যবসায় সফলতার মুখ দেখছেন। বিক্রেতারা জানাচ্ছেন, ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সি মেয়েরাই এখন এই মালা-দুলের প্রধান ক্রেতা। পাশাপাশি, সংস্কৃতিপ্রেমী বহু মহিলাও এই পাটের গয়নার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। পাটের ওপরে কড়ি দিয়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য মেয়েদের সাজগোজে এনেছে অন্য মাত্রা। বিশেষ করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নৃত্যানুষ্ঠান বা বাঙালি সাজে নিজেকে আলাদা করে তুলে ধরতে এই পাটের মালা-দুল বেশ কার্যকর বলে মনে করছেন ক্রেতারা। দামও সাধ্যের মধ্যে- ১৫০ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামে পাওয়া যাচ্ছে এই সামগ্রী।

পাটের তৈরি সামগ্রী। শুক্রবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

কুশমণ্ডি ব্লকের পাটশিল্পী লিপিকা সরকারের কথায়, 'চার বছর ধরে পাট দিয়ে এমন শিল্পকর্ম তৈরি করছি। মেলায় প্রচুর সাজগোজের সামগ্রী নিয়ে এসেছিলাম। তার প্রায় ৯০ শতাংশ ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বালুরঘাটে চাহিদা অন্য জায়গার তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।' একই সুর গঙ্গারামপুরের শিল্পী কণিকা মণ্ডলের গলাতেও। গত পাঁচ বছর ধরে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কণিকার কথায়, 'আগে মূলত মধ্যবয়স্ক মহিলারা পাটের সাজের জিনিসগুলো কিনতেন। এখন কলেজ পড়ুয়া মেয়েরাও আগ্রহ দেখাচ্ছে। বেশিরভাগ সামগ্রীই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।'

ক্রেতাদের মধ্যেও উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। বালুরঘাটের বাসিন্দা কলেজ পড়ুয়া স্নেহা দাস বলেন, 'পাটের গয়না দেখতে খুব আলাদা লাগে। পরিবেশবান্ধব হওয়াটাও বড় ব্যাপার। নাচের অনুষ্ঠানের জন্য কয়েকটা দুল আর মালা কিনলাম।' আরেক ক্রেতা গৃহবধূ মধুমিতা রায়ের মতে, 'হালকা অথচ খুব স্টাইলিশ। শাড়ির সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যায়। দামও খুব বেশি নয়।'

সবমিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে, পাটের মনিহারি সামগ্রী শুধু মেয়েদের ফ্যাশনের অনুষঙ্গ নয়, পরিবেশবান্ধব সাজের জিনিসের মাধ্যমে জেলার বহু মহিলার স্বনির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠছে।

রংদার

স্মরণে সমরেশ

কোনওরকমে ক্লাস নাইনে ওঠা। তারপর পড়াশোনাটাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে তাতে কী! সৃষ্টির ঝুলিতে প্রায় ২০০টি গল্প, একশোরও বেশি উপন্যাস। মূলত বড়দের জন্য লিখলেও ছোটদের জন্য লেখাতেও ছিলেন সমান সাবলীল। বিতর্ক পিছু না ছাড়লেও কলম থেমে থাকেনি। কিছুদিন আগেই তাঁর ১০১তম জন্মদিবস পেরিয়ে গেল। পাঠক-মননে সমরেশ বসু আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

প্রচ্ছদ কাহিনী বিপুল দাস, স্বাতি দাশ চৌধুরী ও ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য
ছোটগল্প শ্বেতা সরখেল
অণুগল্প অমিতাভ সরকার ও স্বপন সিংহ
ট্রাভেল ব্লগ মধুমিতা দে রায়
ছড়া ও কবিতা মৈনাক ভট্টাচার্য, রেবা সরকার, সুবীর রায়, সঙ্গীতা চন্দ ও তীর্থরাজ রায়

কামড়ে মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ১৯ ডিসেম্বর : অজানা পোকার কামড়ে মৃত্যু হল এক বধূর। মৃতার নাম হামিদা বিবি (৬২)। তিনি গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত সর্বমঙ্গলা এলাকার বাসিন্দা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়ির বিছানায় ঘুমাতে যান হামিদা বিবি। বিকেলে ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি ডান পায়ে তীব্র জ্বালা অনুভব করেন। বিষাক্ত কোনও পোকা পায়ে কামড়েছে বলে অনুমান করেন তিনি। এরপর বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানালে তাঁকে দ্রুত গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। শুক্রবার সকাল ৭টা নাগাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

স্বাগত সংঘের

প্রথম পাতার পর

ছিলেন চিকিৎসক শঙ্খ সেন।

পরিবেশকর্মী সুজিত রাহা বৈঠকে পরিবেশকে পাঠ্যসূচিতে মূল বিষয় হিসেবে রাখার দাবি তোলেন। পরে তিনি বলেন, ‘পরিবেশ ঐচ্ছিক বিষয় থাকায় কেউ সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এতে পরিবেশের আরও ক্ষতি হচ্ছে।’ অধ্যাপক বিদ্যাবতী আগরওয়ালের বক্তব্য, ‘আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল, তাই গিয়েছিলাম। অনেকে অনেক কথা বলেছেন, সেগুলি শুনেছি। সংঘ প্রধানের বক্তব্যও শুনেছি।’

মনে করা হচ্ছে, তৃণমূল বা কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ এবং বাম মনোভাবাপন্ন বিশিষ্টজনকে ডেকে সংঘের বীজ বপন করে গেলেন আরএসএস প্রধান। এই বুদ্ধিজীবী সম্মেলন সেই অর্থে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন সমীকরণ তৈরির ইঙ্গিত। বুদ্ধিজীবীদের সংঘের পাঠ পড়িয়েছেন ভাগবত। সংঘ কী, সংঘের কাজ কী ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে তিনি বুঝিয়েছেন, সংঘ কোনও রাজনৈতিক দলের নয়। সংঘ সমাজের কাজ করে।

তিনি কুলরীতি, সুসংগত প্রথা এবং দেশের কল্যাণে সহায়ক আচরণগুলির নিয়মিত চর্চার ওপর জোর দেন। তাঁর ভাষায়, সমাজের উপর নিজের পরিবারের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল- এই উপলব্ধি থেকে সময় ও সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখার দরকার আছে সবার। বিশিষ্টদের তিনি সংঘের কাজকর্ম দেখার, সংঘের দপ্তরে যাওয়ার, ইচ্ছা হলে সংঘের সঙ্গে কাজ করার ডাক দেন।

সরসংঘচালক বলেন, সংঘকে কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্রচলিত সংগঠন কাঠামোর মধ্যে বেঁধে বোঝা যায় না। তাঁর কথায়, সংঘ কারও বিরোধিতা করার জন্য বা নিজের জন্য কিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়নি। বরং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিঃস্বার্থ সেবার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং প্রসিদ্ধি থেকে দূরে থেকে আত্মতৃপ্তির সঙ্গে সমাজসেবায় যুক্ত মানুষদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন সংঘের লক্ষ্য।

বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বৈঠকের পর মাটিগাড়ার একটি উপনগরীতে সংঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের বিভিন্ন কর্মকর্তার পরিবারের সঙ্গে এক ঘণ্টার চা বৈঠকে যোগ দেন সংঘ প্রধান। সেখানে ছিলেন দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির দুই সাংসদ রাজু বিস্ট ও জয়ন্ত রায়। বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারিও সেখানে দেখা করেন ভাগবতের সঙ্গে। সেখানে নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনা হয়।

যদিও পরে রাজু বলেন, ‘আরএসএস প্রধান এসেছেন সংঘের কাজে। সেখানে সাংসদ এবং আরএসএস কর্মী হিসেবে আমি গিয়েছি। নির্বাচন সংক্রান্ত কী আলোচনা হয়েছে বা আমাদের তিনি কী বলেছেন সেটা সংবাদমাধ্যমে বলার জন্য নয়।’ বুদ্ধিজীবীদের বৈঠকে চিকেন নেকের সুরক্ষা, উত্তরবঙ্গে মাদকের কারবার বৃদ্ধি, পরিবেশ সচেতনতা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

বিশিষ্টজনরা এসব নিয়ে প্রশ্ন করলেও চিকেন নেকের সুরক্ষার বিষয়টি সরকারের বলে মন্তব্য করেছেন সংঘ প্রধান। তবে মাদকের কারবার রুখতে সমাজকে জাগ্রত হওয়ার বার্তা দিয়েছেন।

পাহাড়ের চালকদের অনড় মনোভাবে ধাক্কা পর্যটনে

টাইগার হিলে গাড়ি কম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : ঘোষণা আগেই ছিল, শুক্রবার সেইমতো টাইগার হিলে গেল না পাহাড়ের কোনও গাড়ি। ফলে পর্যটনের ভরা মরশুমে টাইগার হিলে নৈসর্গিক সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখা থেকে বঞ্চিত হলেন পর্যটকরা। যদিও সমতলের ১০-১২টি গাড়ি এদিন পর্যটকদের নিয়ে কাকভোরে টাইগার হিলে পৌঁছে গিয়েছিল।

এদিকে, গাড়িচালকদের সমস্যার কারণে পর্যটকরা যদি এভাবে বঞ্চিত হন তাহলে আগামীদিনে পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসা ফের একবার মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে হতাশা দেখা দিয়েছে বর্তমানে পাহাড়ে থাকা পর্যটকদের মধ্যেও। অন্যদিকে, নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকার হুঁশিয়ারি দিয়ে আন্দোলনকারীদের নেতা রাহুল শারসার জানিয়েছেন, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) বৈঠক না ডাকা পর্যন্ত আন্দোলন জারি থাকবে।

সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি শুক্রবার ফের বৈঠকে বসে নতুন করে তৈরি হওয়া অচলাবস্থা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছে। সেই বৈঠক থেকে দ্রুত টাইগার হিলে পর্যটকদের স্বাভাবিক যাতায়াত সুনিশ্চিত করার দাবি উঠেছে। সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ীদের কথায়, টাইগার হিল দার্জিলিংয়ের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। সেখানে পর্যটকরা যেতে না পারলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে। যার জেরে দার্জিলিংয়ের পর্যটন মুখ থুবড়ে পড়বে। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপও চাওয়া হয়েছে।

দার্জিলিংয়ে টাইগার হিল ভিউ পয়েন্টে।

সমতলের গাড়িগুলিকে পর্যটক নিয়ে পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানে যেতে না দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছে সেখানকার পরিবহণ সংগঠনগুলি। তাদের বক্তব্য, পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ীরা শিলিগুড়ি সহ সমতল থেকে প্যাকেজ ট্যুর বুক করে পর্যটকদের নির্দিষ্ট গাড়িতে পাহাড়ে নিয়ে আসছে। ওই গাড়িতেই পর্যটকরা টাইগার হিল, রক গার্ডেন, পিস প্যাগোডা সহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ঘুরছেন। যার ফলে পাহাড়ের স্থানীয় গাড়িচালকদের রুজিরুটি মার খাচ্ছে। এরপরই পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানগুলিতে শুধুমাত্র স্থানীয় গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে তারা। যদিও বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক জানিয়েছেন, একই রাজ্যে একটা জেলার মধ্যে সমতলের গাড়ি পাহাড়ে ঘুরতে পারবে না এটা হতে পারে না। কোনও আইনেই এটা কার্যকর করা সম্ভব নয়। সেটা প্রথম বৈঠকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, পর্যটনের ভরা মরশুমে যদি এভাবে পাহাড়-সমতলের গাড়িচালকদের সমস্যার কারণে পর্যটকরা বঞ্চিত হন তাহলে পর্যটন ব্যবসায় তার প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন সমতলের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে শুক্রবার শিলিগুড়িতে বৈঠকে বসে সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠনগুলির জয়েন্ট ফোরাম। বৈঠক শেষে ফোরামের তরফে দীপক মণ্ডল বলেন, ‘দু’দিন পর থেকেই বড়দিন এবং নববর্ষের মরশুম শুরু হচ্ছে। তার আগেই টাইগার হিলের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে। সমস্ত পর্যটক যাতে বিনা বাধায় পাহাড়ে ঘুরতে পারেন, সমস্ত দর্শনীয় স্থানে যেতে পারেন সেই উদ্যোগ নিতে হবে।’ একই কথা জানান ফোরামের আরেক সদস্য সমীর পান্ডে। এই অচলাবস্থার মধ্যেই শনিবার পাহাড় ও সমতলের পরিবহন ও পর্যটন সংগঠনগুলি আলোচনায় বসতে চলেছে।

আপত্তিকর অবস্থায় দেখে নাটকীয় সিদ্ধান্ত

প্রেমিকের হাতে স্ত্রীকে সমর্পণ

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ১৯ ডিসেম্বর : এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সব সত্যি!

হিন্দু ধর্মে বিয়ের সময় কন্যাদান করেন বাবা। কিন্তু এ তো কার্যত ‘স্ত্রীদান’! আপত্তিকর অবস্থায় স্ত্রীকে তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে দেখে ফেলার পর, বুকে পাথর রেখে দুজনের চারহাত এক করার সিদ্ধান্ত নিলেন স্বামী। রীতি মেনে সিঁদুরদান, মালাবদল সবই হল। সাক্ষী থাকলেন গ্রামবাসী। একাই সমস্ত আয়োজন করলেন ওই মহিলার স্বামী। এরপর গোটা বিষয়টি নিয়ে তিনি সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) পোস্ট করলেন। সেখানে অবশ্য তাঁকে হাউহাউ করে কাঁদতেই দেখা গেল।

শুক্রবার গঙ্গারামপুর ব্লকের একটি গ্রামে ঘটে যাওয়া ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে পুলিশ এখনও পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেনি। গঙ্গারামপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভতোষ সরকার বলেছেন, ‘কেউ যদি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তবে খতিয়ে দেখব।’ এদিকে ওই মহিলা, তাঁর প্রেমিক ও ‘উদার’ স্বামী কেউই সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে রাজি হননি।

প্রায় ৭ বছর আগে সুজয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় কল্পনার (নাম পরিবর্তিত)। সুজয় বেসরকারি সংস্থার কর্মী। দম্পতির দুই সন্তান রয়েছে। একজনের বয়স ৪, অন্যজনের ৬। সুজয় কর্মসূত্রে অন্যত্র থাকেন। মাঝেমধ্যে বাড়িতে ফেরেন। সুজয়ের এই অনুপস্থিতিতে কল্পনার জীবনে প্রবেশ করেন আরেকজন পুরুষ। তিনি অবিবাহিত। সুজয় ও কল্পনার প্রতিবেশী। ওই তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় কল্পনার। বাড়ে ঘনিষ্ঠতা।

সুজয় বাড়িতে না থাকলেই ওই তরুণ তাঁদের বাড়িতে চলে আসতেন। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকায় বিষয়টি একদিন গ্রামের কয়েকজনের নজরে আসে। ওই তরুণকে সতর্কও করা হয়। কিন্তু কল্পনা পরকীয়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। বৃহস্পতিবার রাতে সুজয় না থাকার সুযোগে গুটিগুটি পায়ে তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করেন ওই তরুণ। কিন্তু গ্রামের কেউ কেউ তা দেখে ফেলেন।

তাঁরা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে বাইরে থেকে বাড়ির গেট তালাবন্ধ করে খবর দেন সুজয়কে। তাঁর বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভোর হয়ে যায়। তিনি বাড়িতে ফিরে দুজনকে একসঙ্গে দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কিন্তু এরপরই নাটকীয় সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঠিক করেন, স্ত্রীকে বিয়ে দেবেন। যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। সুজয় দুজনের বিয়ে দিয়ে দেন।

এরপর সামাজিক মাধ্যমে একের পর এক ভিডিও (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) পোস্ট করতে থাকেন সুজয়। তার মধ্যে একটি ভাইরালও হয়। সেখানে তাঁকে কাঁদতে কাঁদতে বলতে শোনা যায়, ‘আমার বৌ এরকম কাজে জড়িত থাকবে ভাবতে নিজেরই লজ্জা লাগছে। আমার ভাই আমাকে ফোন করে সবটা জানায়।’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামবাসী বলেন, ‘আমরা বিষয়টি জানতাম। ওই ছেলেকে বারণ করা হয়েছিল। এবার দুজন হাতেনাতে ধরা পড়ল।’

বড়ো দিনের আগে সান্তার পোশাকে দৃষ্টিহীনরা। শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে। -পিটিআই

অবশেষে মিড-ডে মিল

কান্দি, ১৯ ডিসেম্বর : দীর্ঘ টালবাহানার পর অভিভাবকদের বিক্ষোভের জেরে এবং প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের হস্তক্ষেপে জেমো বিশ্বাসপাড়া প্রাথমিক স্কুলে অবশেষে মিড-ডে মিলের রান্না শুরু হল। অভিযোগ, নির্দিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ থাকার পরেও এই সরকারি স্কুলে টানা দু’সপ্তাহ ধরে মিড-ডে মিল বন্ধ থাকায় শুক্রবার তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসী থেকে অভিভাবকরা। আর এই পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষপর্যন্ত নামতে হল বিধায়ক থেকে শুরু করে পুরসভার চেয়ারম্যান ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে। দীর্ঘ অচলাবস্থা কাটিয়ে এদিন জেমো বিশ্বাসপাড়া প্রাথমিক স্কুলের খুদেদের দুপুরের খাবার চালু হল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকা শিক্ষক অর্ঘ্য পানের বিরুদ্ধে মিড-ডে মিল পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের গাফিলতির অভিযোগ তোলেন বিক্ষোভকারীরা। বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, ‘আমি স্কুল কর্তৃপক্ষ, ডিআই, স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে অভিযোগ আনব।’

তথ্য জমা

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিলেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। শুক্রবার দিল্লিতে উত্তর দিনাজপুর জেলার ১০৫টি গ্রামীণ রাস্তা সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রকে জমা দিয়েছেন তিনি।

ঘাঁটি গাড়ছে সেনা

প্রথম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গের তিরিশটিরও বেশি স্পর্শকাতর এলাকায় অস্থায়ী সেনা তাঁবু তৈরি হতে পারে। সেই তাঁবুগুলি থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সীমান্তে নজরদারি চালাবেন সেনা জওয়ানরা।

শুধু বিএসএফের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করাই নয়, সীমান্ত সুরক্ষায় রাজ্য পুলিশের সঙ্গে যৌথ মহড়া করবে সেনা। প্রয়োজনে পুলিশকে প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে বলেই জানিয়েছেন সেনাকর্তারা। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ইতিমধ্যেই অসম রাজ্য পুলিশের সঙ্গে যৌথ মহড়া শুরু করেছে সেনার আসাম রাইফেলস। বাংলাদেশ সীমান্তে থাকা অন্য রাজ্যের পুলিশের সঙ্গেও পর্যায়ক্রমে যৌথ মহড়া হবে। সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের এক আধিকারিকের কথা, ‘বিএসএফকে সহযোগিতার জন্য আমরা বিশেষ পদক্ষেপ করেছি। কিন্তু রাজ্য পুলিশের এলাকায় হঠাৎ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যও প্রস্তুত থাকা দরকার। তাই রাজ্য পুলিশের সঙ্গে যৌথ মহড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।’

সেনা সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে এগারোটি এলাকাকে প্রাথমিকভাবে ‘স্পর্শকাতর’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আপাতত চারটি এলাকায় সেনার তাঁবু তৈরি হতে পারে। তারমধ্যে কোচবিহার জেলায় দুটি, উত্তর দিনাজপুরে একটি এবং মালদায় একটি তাঁবু তৈরির প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বাকি স্পর্শকাতর এলাকাগুলির কাছাকাছিই স্থায়ী সেনাছাউনি রয়েছে। সেই ছাউনি থেকেই নজরদারি চালানো হবে। নজরদারির জন্য সেনা তাঁবুতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ড্রোন থাকবে। অস্ত্র সরবরাহকারী ড্রোনও রাখা হবে। হঠাৎ আক্রমণ হলে তার মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্রও থাকবে প্রতিটি তাঁবুতে। পরিস্থিতি বুঝে তাঁবুতে কতজন জওয়ান থাকবেন তা ঠিক করা হবে। স্থায়ী সেনাছাউনি থেকে যে তাঁবুর দূরত্ব যত বেশি সেই তাঁবুতে তত বেশি সংখ্যায় জওয়ান রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সিনিয়ার সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে এদিন দক্ষিণ ত্রিপুরার একাধিক বিএসএফ ক্যাম্প ঘুরে দেখেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসি তিওয়ারি। বিএসএফ আধিকারিকদের বেশকিছু বিষয়ে জরুরি পরামর্শও দেন তিনি। এদিন মিজোরামে বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষার বিশেষ দায়িত্বে থাকা আসাম রাইফেলসের কোম্পানি অপারেটিং বেস পরিদর্শন করেন তিওয়ারি। সেখানে সেনা ও বিএসএফ কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই অসম ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকাও পরিদর্শন করবেন তিনি। সেনা সূত্রের খবর, ধুবড়ি, চোপড়া এবং কিশনগঞ্জের প্রস্তাবিত সেনাছাউনিগুলিতেও অস্থায়ী তাঁবু তৈরি করে যুদ্ধাস্ত্র মজুত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু সীমান্তে বিএসএফ এবং সেনার যৌথ টহলদারি চালু করার ভাবনাচিন্তাও করছে সেনা। কীভাবে টহলদারি চালানো যায় তারজন্য দুই বাহিনীর বাছাই করা জওয়ানদের নিয়ে বিশেষ দল তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে বিএসএফ। সেইমতো জওয়ানদের বাছাই করার কাজও শুরু হয়েছে।

পথবাতি দাবি

বামনগোলা, ১৯ ডিসেম্বর : কুয়াশার কারণে বামনগোলা ব্লকের ধরণী সেতুতে রাতেরবেলায় সমস্যায় পড়ছেন যানবাহন চালকরা। টাঙ্গন নদীর ওপর অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুই দুই পাড়ের মানুষের প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক যানবাহন চলাচল করলেও সেতুর ওপর নেই কোনও পথবাতির ব্যবস্থা। কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও চালকদের দাবি, জনস্বার্থে দ্রুত ধরণী সেতুতে পর্যাপ্ত পথবাতি বসানো হোক।

পৃথিবীর পাঠশালা

মাটির তলার আস্ত শহর

অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি এলাকার তাপমাত্রা এতটাই বেশি যে, সেখানে দিনেরবেলা টেকা দায়। তাই বলে কি মানুষ সেখানে থাকবে না? অবশ্যই থাকবে, তবে মাটির ওপরে নয়, মাটির নীচে! ‘কুবার পেডি’ হল বিশ্বের একমাত্র ভূগর্ভস্থ শহর। বিশ্বের মূল্যবান রত্ন ‘ওপাল’-এর খনি রয়েছে এখানে। খনিশ্রমিকরা অসহ্য গরম থেকে বাঁচতে মাটির নীচেই ঘরবাড়ি বানাতে শুরু করেন। বর্তমানে এই শহরের প্রায় ১৫০০ বাসিন্দা মাটির নীচে দিব্যি সংসার পেতেছেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ধু-ধু মরুভূমি, কেবল মাটির বুক ফুঁড়ে কিছু চিমনি বেরিয়ে আছে। কিন্তু মাটির নীচে নামলে চোখ কপালে উঠবে—সেখানে আছে সুসজ্জিত বেডরুম, আধুনিক রান্নাঘর, লাইব্রেরি, এমনকি আস্ত এক গির্জাও! মাটির নীচে তাপমাত্রা প্রাকৃতিকভাবেই আরামদায়ক থাকে, তাই এসি চালানোর খরচ নেই। আধুনিক মানুষের অভিযোজন ক্ষমতার এক বিস্ময়কর উদাহরণ এই পাতালপুরী। যেখানে জীবন চলে মাটির গভীরে।

পৃথিবীর গুঞ্জন বা ‘দ্য হাম’

আপনি কি কখনও এমন কোনও শব্দ শুনেছেন যা অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে না? অনেকটা দূর থেকে ভেসে আসা জেনারেটরের আওয়াজ বা একটানা ভনভন শব্দ? যদি শুনে থাকেন, তবে আপনি একা নন। বিশ্বের প্রায় ২ শতাংশ মানুষ এই রহস্যময় শব্দের শিকার, যাকে বলা হয় ‘দ্য হাম’। ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল থেকে আমেরিকার তাওস, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় মানুষ এই একই অভিযোগ করেছেন। অদ্ভুত ব্যাপার হল এই শব্দ কোনও মাইক্রোফোনে রেকর্ড করা যায় না। কিন্তু ভুক্তভোগীদের দাবি, এই শব্দ তাঁদের পাগল করে দিচ্ছে। রাতে ঘুমোতে দিচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা অনেক তদন্ত করেও এর উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেননি। কারও মতে এটি সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে মাটির সংঘর্ষের শব্দ, আবার কেউ বলেন এটি কোনও গোপন মিলিটারি প্রযুক্তির আওয়াজ। তবে ডাক্তারদের মতে, এটি কানের কোনও সমস্যা নয়। উৎস যাই হোক, অদৃশ্য এই শব্দ হাজার হাজার মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, তা নিশ্চিত।

বিশ্বের সবচেয়ে নিঃসঙ্গ তিমি

কল্পনা করুন, আপনি চিৎকার করে ডাকছেন কিন্তু সেই ডাক শোনার বা উত্তর দেওয়ার মতো কেউ নেই। সারা পৃথিবীতে আপনি একা। এমনই এক মর্মান্তিক জীবন কাটাচ্ছে ৫২ হার্জ তিমি। যাকে বিজ্ঞানীরা বিশ্বের সবচেয়ে নিঃসঙ্গ প্রাণী বলে আখ্যা দিয়েছেন। ১৯৮৯ সালে আমেরিকার নৌবাহিনী প্রথম এর ডাক রেকর্ড করে। সাধারণ নীল তিমি বা ফিন তিমিরা ১৫ থেকে ২৫ হার্জ ফ্রিকোয়েন্সিতে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু এই বিশেষ তিমিটির ডাকের ফ্রিকোয়েন্সি ৫২ হার্জ, যা অন্য তিমিদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ফলে সে যখন গান গায় বা সঙ্গীর খোঁজ করে, অন্য তিমিরা তা শুনতে পায় না, পেলেও হয়তো বুঝতে পারে না। বছরের পর বছর ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে সে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার কোনও দল নেই, পরিবার নেই। বিজ্ঞানীরা আজও নিশ্চিত নন সে কেন এমন। হয়তো সে কোনও সংকর প্রজাতি বা তার বাকযন্ত্রে কোনও ত্রুটি আছে।

নাচের জাদুতে মৃত্যু

নাচতে কার না ভালো লাগে? কিন্তু সেই নাচই যদি মৃত্যুর কারণ হয়? ১৫১৮ সালে ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গ শহরে ঘটেছিল ইতিহাসের এক অদ্ভুত ঘটনা, যা ‘ডান্সিং প্লেগ’ বা নাচের মহামারি নামে পরিচিত। জুলাই মাসের এক গরম দুপুরে এক মহিলা হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে নাচতে শুরু করেন। কোনও গান-বাজনা ছাড়াই তিনি টানা নাচতে থাকেন। প্রথমে লোকে হাসাহাসি করলেও, এক সপ্তাহের মধ্যে আরও ৩৪ জন তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। এক মাসের মধ্যে সেই সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়ে যায়! এঁরা কেউ ইচ্ছে করে নাচছিলেন না, বরং যেন অদৃশ্য কোনও শক্তি তাঁদের নাচতে বাধ্য করছিল। খাওয়া-ঘুম ভুলে বিরামহীন নাচার ফলে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক হয়ে ডজন ডজন মানুষ মারা যান। চিকিৎসকরা তখন নিদান দিয়েছিলেন—‘গরম রক্তের’ দোষ! আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি ছিল ‘মাস হিস্টিরিয়া’ অথবা এরগট নামক এক বিষাক্ত ছত্রাকযুক্ত রুটি খাওয়ার ফল।

খুনে গ্রেপ্তার এক

ফরাক্কা, ১৯ ডিসেম্বর : ফরাক্কায় জোড়পুকুরিয়ার আলম শেখকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে ঝাড়খণ্ড সীমানা থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি জোড়পুকুরিয়া গ্রামে। এনটিপিসি পুলিশ ফাঁড়ির সাব ইনস্পেকটর প্রিয়তোষ সিংহ বলেন, ‘আলম শেখের খুনের ঘটনায় ঝাড়খণ্ড সীমানা থেকে লিয়াকত হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদেরও খোঁজ চলছে। আশা করছি, তারাও দ্রুত ধরা পড়বে।’

নেতার মৃত্যুতে দক্ষযজ্ঞ

প্রথম পাতার পর

আওয়ামী লিগ নেতা মহিবুল আলম চৌধুরী নওফেলের চট্টগ্রামের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রামে ভারতের উপ দূতাবাসের বাইরে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ২০-২৫ জন তরুণ হাসিনা ও ভারতের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন, পাথর ছোড়েন। রাজশাহিতেও ভারতীয় উপ দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ হয়েছে।

জুলাই অভ্যুত্থানে যুক্ত থাকলেও ওসমান হাদি প্রচারের আলোয় আসেন আওয়ামী লিগ ও ভারতের বিরুদ্ধে একের পর এক মন্তব্য করে। তাঁর সেই প্রচারের ভাষা অনেক সময় শালীনতার গণ্ডি পার হয়ে যেত। ইনকিলাব মঞ্চ নামে একটি দল গড়েছিলেন তিনি। ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় এক হামলায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন তিনি। তারপর থেকে তিনি সংকটেই ছিলেন। সরকারি খরচে তাঁকে গত সোমবার সিঙ্গাপুরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি।

বৃহস্পতিবার রাতে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই ছাত্র নেতার। তারপর থেকেই আগুন জ্বলছে গোটা বাংলাদেশে। যার পিছনে জামায়াতের ছায়া স্পষ্ট। নৈরাজ্যের নিন্দা করার পাশাপাশি হাদির স্মরণে শনিবার দেশে রাষ্ট্রীয় শোকদিবস পালনের ঘোষণা করেন ইউনূস। শুক্রবার সন্ধ্যায় বিশেষ বিমানে হাদির দেহ ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ছাড়াও বিএনপি, জামায়াতে ইসলামি ও এনসিপির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

খবর ছড়িয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি নজরুলের সমাধির পাশে হাদির দেহ কবর দেওয়া হবে। যাতে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, যে শক্তি রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আগুন দেয়, ছায়ানটকে ধ্বংস করে, তাদের নেতাকে কি নজরুলের মতো উদার, ধর্মনিরপেক্ষ কবির পাশে সমাহিত করা উচিত?

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, ‘বাংলাদেশে বাঙালিয়ানাকে হত্যার চেষ্টা চলছে। সেখানে কোনও নির্বাচিত সরকার নেই। দেশটায় আত্মনাশের আয়োজন চলছে। সংস্কৃতি ধ্বংস হলে একটা জাতির কী থাকে! এতে বাংলাদেশেরই ক্ষতি হচ্ছে। শুক্রবার ইউনূস ফোন করে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার দুই সম্পাদককে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বটে, কিন্তু দুটি সংবাদপত্রেরই বিরাট ক্ষতি হয়েছে।

প্রথম আলো দপ্তরে আগুন ধরানো হলে অন্তত ৩০ জন সংবাদকর্মী দীর্ঘসময় আটকে থাকেন মৃত্যুভয়কে সঙ্গী করে। পরে ক্রেনের সাহায্যে তাঁদের উদ্ধার করেন সেনা ও দমকলকর্মীরা। ছায়ানটের ৭ তলা ভবনে লুটপাট চালানোর পর বাড়িটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভবনে রাখা হারমোনিয়াম, তবলা বাইরে এনে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলে দুর্বৃত্তরা।

শুক্রবার ঢাকার শাহবাগ চত্বরে জমায়েত করেন জুলাইযোদ্ধা নামধারী কয়েক হাজার তরুণ। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করেছেন তাঁরা। ইউনূস অবশ্য বলেন, ‘হাদি ছিলেন সন্ত্রাসবাদের শত্রু। তাঁকে হত্যা করে মানুষের কণ্ঠরোধ করতে পারবে না গণতন্ত্রের শত্রুরা। হাদির আদর্শ ও ত্যাগকে ধৈর্যে পরিণত করে আমাদের নির্বাচন ও গণতন্ত্রের মঞ্চ থেকে লড়াই করতে হবে। গণতান্ত্রিকভাবে সন্ত্রাসবাদীদের পরাজিত করেই প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব।’

খুন হিন্দু তরুণকে

প্রথম পাতার পর

করে ঝুলিয়ে তারপর আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।’

ইতিমধ্যে সেই ভয়াবহ দৃশ্য সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, যারা ওই হত্যালীলা ঘটাচ্ছে তাদের অধিকাংশই তরুণ। সবার হাতে স্মার্টফোন, চোখেমুখে পৈশাচিক উল্লাস স্পষ্ট। পুলিশ এসে মৃতদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও মামলা রুজু হয়নি। পরিবারের তরফে যদি মামলা দায়ের করা হয় তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে রিপন জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস এহেন পৈশাচিক ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, ‘নতুন বাংলাদেশে এই ধরনের হিংসার কোনও স্থান নেই। যারা এই নৃশংস অপরাধে জড়িত তাদের কাউকে ছাড়া হবে না।’ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম সমাজমাধ্যমে বলেছেন, ‘বাংলাদেশে যে হিংসা, লুটপাট, জানমালের ধ্বংসলীলা হয়েছে তা কঠোর ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি।’

এতে অবশ্য নিন্দা থামছে না। নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশকে ‘জেহাদিস্তান’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সমাজমাধ্যমে দীপুচন্দ্র দাসকে পুড়িয়ে দেওয়ার একটি ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, ‘একজন জেহাদির মৃত্যুর পরই যেন গোটা বাংলাদেশজুড়ে তাণ্ডব নামল। লক্ষ লক্ষ জেহাদি রাস্তায় নেমে যা সামনে পেয়েছে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আগুন ধরিয়েছে সর্বত্র। সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।’ তসলিমা লিখেছেন, ‘দীপুচন্দ্র দাসকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তারপর তাঁর নিথর দেহ গাছে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কারও চোখে জল ছিল না, কারও হাতে কাঁপুনি ধরেনি, কারও হৃদয় কেঁপে ওঠেনি।’

অধ্যাপকদের ৭ ঘণ্টা

প্রথম পাতার পর

তাঁদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাতে নিজেদের গাড়ি রাখা, ক্যারম খেলা সহ নানা অভিযোগও উঠে আসছিল। এককথায়, তাঁরা পুরোপুরিভাবে নিজের ইচ্ছেমতো চলছিলেন। সেদিক দিয়ে এই নির্দেশ ঠিক বলে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ইসি সদস্য অধ্যাপক শক্তিপদ পাত্র মনে করছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত পরিকাঠামোই আছে। কিন্তু কোনও অনুশাসন ছিল না। অনুশাসন ফিরে এলেই এখানেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তাই এই উপাচার্যের কঠোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি।’

উলটো অবস্থানে দাঁড়িয়ে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা প্রাক্তন কন্ট্রোলার সনাতন দাস বললেন, ‘একজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান সেই প্রতিষ্ঠানকে মামাবাড়ি বলে সম্বোধন করছেন। তাঁর কাছে এমনটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।’ নাম না প্রকাশের শর্তে অধ্যাপকদের একাংশ উপাচার্যের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তাঁদের অসন্তোষের কথা জানিয়েছেন। তাঁদেরই একজনের কথায়, ‘আমরা কি সরকারি দপ্তরের কেরানি? যেভাবে জোর করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আটকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে রীতিমতো অপমানিত বোধ করছি।’

এদিকে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রেই খবর, এখানে অধ্যাপকদের দিনে ৫ ঘণ্টার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। সেক্ষেত্রে উপাচার্য তাঁদের ঘাড়ে জোর করে সাত ঘণ্টার বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়টি কতটা যুক্তিযুক্ত বলেও প্রশ্ন উঠেছে। শুক্রবার বেলা ১টা বেজে ৩৫ মিনিটে উপাচার্যের মোবাইলে ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ভিজিটরস স্লিপ দেওয়া হয়েছিল। এক ঘণ্টা অপেক্ষার পরও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, উপাচার্য ছাড়া কেউ সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে পারবেন না বলে নতুনভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, শুক্রবার সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট কমিটির বৈঠক শুরুর কথা ছিল। কিন্তু নিয়ম মেনে সভা ডাকা হয়নি বলে অভিযোগে তা বাতিল হয়ে যায়। অভিযোগ, মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে ওই বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বৈঠকে উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাত আধিকারিক হাজির ছিলেন। কিন্তু কী করে মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে বৈঠক ডাকা হল বলে প্রশ্ন তোলা হলে সবাই উপাচার্যের সঙ্গে তীব্র বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এদিনের মতো বৈঠক মুলতুবি রাখার পাশাপাশি ২৪ ডিসেম্বর পরের সভা হবে বলে উপাচার্য সেখানে জানিয়ে দেন।

মেট্রো-নির্দেশ
জানুয়ারির মধ্যে চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজ শেষ করতে হবে বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কবে মেট্রোর কাজ শুরু করা হবে তা আগামী সোমবার রাজ্যকে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যাবজ্জীবন
গড়বেতা জঙ্গলে প্রেমিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল মেদিনীপুরের বিশেষ আদালত। ২০২০ সালে প্রেমিকাকে নিয়ে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে।

বহিষ্কৃত নেতা
মহিলাঘটিত অভিযোগে এবার দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ইন্দ্রজিৎ ঘোষকে বহিষ্কার করল সিপিএম। শুক্রবার রাজ্য কমিটির বৈঠক শেষে ঘোষণা করেছেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

গোলাপ উৎসব
বড়দিনের আগে ক্ষীরাইয়ের পাবলবা গ্রামে গোলাপ উৎসবের আয়োজন করা হল। শনি, রবি ও সোমবার উৎসব চলবে। গোলাপ বাগানের পাশেই পিকনিকের আয়োজনও করা হয়েছে।

ধর্মীয় মেরুকরণে পদ্ম

স্নিফার ডগ দিয়ে সভাস্থল পরিদর্শন। নদিয়ার তাহেরপুরে। -পিটিআই

মতুয়া গড়ে আজ মোদি

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : এসআইআর-এর আবহে নদিয়ার রানাঘাটে মতুয়া-গড়ে শনিবার সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সভা থেকে মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে সংশয় কাটাতে বার্তা দেবেন প্রধানমন্ত্রী, এমনটাই আশা রাজ্য বিজেপির। ঘটনাচক্রে মোদির সভার ঠিক আগেই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নতুন করে যে আক্রমণ হয়েছে, তাকে ইতিমধ্যেই হাতিয়ার করে ধর্মীয় মেরুকরণে শান দিচ্ছে বিজেপি।

শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে হেলিকপ্টারে রানাঘাট হেলিপ্যাডে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখান থেকে সওয়া ১১টায় তাহেরপুরে নেতাজি পার্কের সভাস্থলে সড়কপথে পৌঁছোবেন তিনি। প্রথমে প্রশাসনিক সভা থেকে বারাসত-বড়জাগুলির মধ্যে জাতীয় সড়কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও বড়জাগুলি থেকে কৃষ্ণনগরের মধ্যে ৪ লেনের জাতীয় সড়কের উদ্বোধন করবেন মোদি। এরপরই পার্শ্ববর্তী দলীয় মঞ্চে সভা করবেন মোদি। সেই সভার দিকেই তাকিয়ে আছে বিজেপি ও বিশেষত মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ।

সম্প্রতি এসআইআর-এ মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ এলাকা থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার নাম বাদ পড়েছে। শুক্রবার গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক ও মতুয়া সংঘের নেতা সুব্রত ঠাকুর তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, বাদ পড়া ভোটারদের অধিকাংশই মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। সম্প্রতি বনগাঁয় গিয়ে সিএএ-তে আবেদন করার ব্যাপারে ভেবে দেখতে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কমিশনের কাছে বিজেপির দাবি, আপাতত সিএএ আবেদনকে রক্ষাকবচ করে ভোটার তালিকা থেকে মতুয়াদের নাম যেন বাদ না দেওয়া হয়। কিন্তু আগে নাগরিকত্ব, পরে ভোট, সুপ্রিম কোর্টের এই ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও কমিশন কার্যত চুপ। বিজেপি মনে করে সিএএ-র আবেদনকারীদের দাবি দ্রুত নিষ্পত্তি করে তাঁদের হাতে নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দিতে না পারলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ধস নামতে পারে বিজেপির মতুয়া ভোটে। শনিবারের সভা থেকে সেই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী কী আশ্বাস দেন, তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে বিজেপি ও মতুয়ারা।

বাংলাদেশকে অস্ত্র করছেন মালব্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের অরাজকতার পরিস্থিতির সঙ্গে এই রাজ্যের তুলনা টেনে বাংলায় ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিতে আরও শান দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর তাদের হাতিয়ার হবে বলে আশা করেছিল বিজেপি। কিন্তু রাজনৈতিক মহল মনে করছে, কার্যত তা তাদের কাছে বুমেরাং হয়ে গিয়েছে। তাই বাংলাদেশের পরিস্থিতির ভিডিও পোস্ট করে এই রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে সমাজমাধ্যমে একাধিক পোস্ট করেছেন বিজেপির শীর্ষ নেতারা। পালটা তৃণমূলও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতাকে সামনে এনে প্রচারের রাস্তায় হাঁটছে। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কী পদক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। তবে পরিস্থিতি যে যথেষ্ট উদ্বেগজনক, তা বিএসএফ-এর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের পদক্ষেপেই স্পষ্ট। পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙা সীমান্তে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে বিএসএফ। সেখানে নিরাপত্তাও এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়ানো হয়েছে।

ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার রাত থেকেই জ্বলছে বাংলাদেশ। এক সাংবাদিক ও এক হিন্দুকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। শুধু ঢাকা নয়, চট্টগ্রাম, খুলনা, শাহবাগ সহ একাধিক জায়গায় গোলমালের আঁচ পৌঁছেছে। সেই ঘটনার ভিডিও প্রকাশ করে সমাজমাধ্যমে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য লিখেছেন, 'বাংলাদেশে আজ যে মৌলবাদীদের দাপাদাপি শুরু হয়েছে, আগামীদিনে তা বাংলার ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশে এই ঘটনা আমাদের জন্য হুঁশিয়ারির সমান। এটাই হয়, যখন মৌলবাদ ও উগ্রপন্থাকে প্রশ্রয় এবং উৎসাহ দেওয়া হয়। ঠিক সেই কারণেই বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসন উদ্বেগজনক। বহু বছরের রাজনৈতিক আশ্রয়, স্বাধীন সংস্থাগুলির অবক্ষয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে নীরবতা বাংলাকে বিপজ্জনক পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

> ২০২৬-এর পরও যদি বাংলায় মমতার শাসন চলে, তাহলে বাংলার পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে।
> — অমিত মালব্য

এরপরই সতর্কতার সুরে অমিত মালব্য লিখেছেন, '২০২৬-এর পরও যদি বাংলায় মমতার শাসন চলে, তাহলে বাংলার পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে।' তবে শুধু অমিত মালব্য নন, বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও এই ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের ঘটনা প্রমাণ করছে, আমরা কোথায় আছি। বাংলাদেশের এই ঘটনার প্রতিফলন পড়ছে এই রাজ্যে। ১৯৪৬ সালের মতো পরিস্থিতি এখন পশ্চিমবঙ্গে।'

বিজেপি নেতাদের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'অমিত মালব্যর এই প্ররোচনামূলক পোস্টের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা উচিত। ওপার বাংলায় বিপন্ন সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানো কেন্দ্রীয় সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। কেন্দ্র তার অবস্থান জানাক। বিদেশনীতিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন করে এসেছে তৃণমূল। এখনও করব। কিন্তু অমিত মালব্য যে পোস্ট করেছেন, তার তীব্র নিন্দা করছি। পুলিশের উচিত ব্যবস্থা নেওয়া। বাংলাদেশে থাকা সংখ্যালঘু, ভারতীয় ও সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের যথাযথ নিরাপত্তার দাবি আমরা জানাচ্ছি।' রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতিবেশী দেশের অশান্ত পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ করেছে, তা আগে জানাক। আমরাও এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে দাঁড়াব। কিন্তু প্ররোচনা সৃষ্টি করে বিভেদ করার চেষ্টা করলে তার প্রতিরোধও আমরা করতে পারি।'

এদিনই বাংলাদেশের বেনাপোল সীমান্তে ভারতের দিকে লক্ষ করে বিক্ষোভ দেখান কয়েকজন আন্দোলনকারী। [illegible], হাদির মৃত্যুর জন্য ভারত দায়ী। এই ঘটনা নজরে আসতেই বিএসএফ-এর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। বৈঠকে বসেন বিএসএফ-এর পদস্থ কর্তারা। বাণিজ্য স্বাভাবিক থাকলেও ওপারের আঁচ যাতে এপারে না আসে, তার জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সতর্কও করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

পাঠক্রমে লেপচা ভাষার অন্তর্ভুক্তিকরণের দাবিতে কালিম্পং থেকে কলকাতায় মিছিল। ছবি : রাজীব মণ্ডল

পাঠক্রমে লেপচা ভাষার দাবিতে মিছিল

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : রাজ্যের প্রতিটি স্কুলের পাঠক্রমে লেপচা ভাষা অন্তর্ভুক্তির দাবিতে কালিম্পং থেকে কলকাতায় পদযাত্রা করলেন লেপচারা। চলতি মাসের ৯ তারিখ থেকে শুরু হয়ে মিছিল শুক্রবার কলকাতায় পৌঁছোয়। ধর্মতলা থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল করে আন্দোলনকারীরা।

তাঁদের মধ্যে হেমন্ত পোশা বলেন, '১৯১১ সালের আগে লেপচা ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ছিল। স্বাধীনতার পর স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। লেপচাদেরও অধিকার আছে নিজের ভাষায় পড়াশোনা করার।' একাদশ শ্রেণির ছাত্র পুনা লেপচা বলে, 'নিজের ভাষা বাঁচাতে এখানে এসেছি। সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করতে হবে।' শনিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে আন্দোলনকারীদের।

ইডি'র নজরে শতদ্রু

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় নবান্নে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট জমা দিল বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। শুক্রবার সিটের প্রধান পীযূষ পান্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই রিপোর্ট জমা দেন। ১৫ দিনের মধ্যে সিট চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে সিট। তবে তদন্তকারী আধিকারিকরা মনে করছেন, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির ভারত সফরের আয়োজনে কালো টাকা বিনিয়োগ করা হয়ে থাকতে পারে। এই অনুষ্ঠান আয়োজনে কয়লা পাচারের কালো টাকার ছায়া থাকতে পারে বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানতে পেরেছে ইডি। তাই ইসিআইআর দায়ের করে তদন্ত করতে চলেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। এই নিয়ে প্রসঙ্গ উঠতেই এদিন শতদ্রু দত্তর হুগলির রিষড়ার বাড়িতে হানা দিয়েছে পুলিশ। ঝাঁ চকচকে বিলাসবহুল বাড়ি। তার মধ্যে রয়েছে সুইমিংপুল ও খেলার মাঠও। সেখানেই সাতসকালে পৌঁছোয় পুলিশ। সূত্রের খবর, এই অনুষ্ঠানের জন্য শতদ্রুর সংস্থার আয়ের উৎস ও একাধিক নথিপত্র খতিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

সূত্রের খবর, প্রধান আয়োজক সংস্থার সঙ্গে আরও একটি সহযোগী সংস্থা ছিল। সেই সহযোগী সংস্থার লেনদেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে রয়েছে। তাই শতদ্রুর সঙ্গেও কোনওরকম চুক্তি হয়েছিল কি না, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশও।

প্রথম রিপোর্ট পেশ

এদিন শতদ্রুর বাড়িতে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ প্রতিটি ঘরে তল্লাশি চালায়। সকাল ৬টা নাগাদ শতদ্রুর চারুসুধা নামক বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। ওই সময় পরিচারিকা ছাড়া বাড়িতে কেউ ছিলেন না। তাঁর সঙ্গেও কথা বলা হয়।

তিন ঘণ্টা পর শতদ্রুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিষড়া থানায় যায় বিধাননগর পুলিশ। তবে বিষয়টি এখনই খোলসা করতে রাজি নন তদন্তকারীরা। আর এদিকে স্টেডিয়াম ভাঙচুরের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফলে এই ঘটনায় গ্রেপ্তারি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯।

আন্দোলনে অসুস্থ বিশেষভাবে সক্ষম চাকরিপ্রার্থী

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : গত ৫ দিন ধরে বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থানে রয়েছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার লোকোমোটর ডিজেবিলিটি বা অস্থি, পেশি, স্নায়ুর সমস্যাগ্রস্ত পরীক্ষার্থীরা। শুক্রবার হঠাৎই আন্দোলনরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিশেষভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থী তোজ্জামেল শেখ। ঠান্ডায় টানা খোলা আকাশের নীচে অবস্থানের কারণে ও সঠিকভাবে খাবার না পাওয়ার কারণেই এই অসুস্থতা বলে অভিযোগ করেছেন বাকি আন্দোলনকারীরা। বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, লোকোমোটর প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি না মানায় যে রাজ্য সরকারের কারণে তাঁরা চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাদের তোজ্জামেলের এই অসুস্থতার দায় নিতে হবে।

কেউ ২০২২ সালে টেট উত্তীর্ণ, কেউ বা আবার গবেষণা করছেন। এরপরও শুধুমাত্র সংরক্ষণের অভাবে ২০২৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েও তাঁরা সুযোগ পাননি। মুর্শিদাবাদের সাদ্দাম হোসেনের অভিযোগ, '২০১৯ সাল থেকে সরকারি চাকরির বিভিন্ন পরীক্ষায় লোকোমোটর প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের মধ্যে শুধুমাত্র তপশিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীরাই সংরক্ষণ পাচ্ছেন। জেনারেল, ওবিসি, এসটি সম্প্রদায়ের লোকোমোটর প্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এটি ২০১৬ সালের প্রতিবন্ধী অধিকার আইনের পরিপন্থী। আইনে কোথাও জাতিগতভাবে সংরক্ষণ নিয়ে বিভাজনের কথা নেই। তাহলে এই ক্যাটিগোরিতে শুধুমাত্র তপশিলিরাই সুযোগ পাবেন কেন?' শেখ সেহেরাজ আলি, সহরজান লস্করদেরও প্রশ্ন, প্রতিবন্ধীদের মধ্যে আবার জাতিগত বিভাজন করে তাঁদেরকেও কেন বঞ্চিত করছে সরকার?

পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েও জাতিগত বিভাজনের কারণে বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও ইন্টারভিউতে ডাক পাননি আন্দোলনকারীরা। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে তাঁদের হুঁশিয়ারি, 'বারবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে কেন সাক্ষাৎ করছেন না? যতদিন না দাবিকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলবে।' ২২ ডিসেম্বর বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছেন 'যোগ্য' শিক্ষাকর্মীরাও।

অন্যদিকে, এদিন শিক্ষকদের বিএলওদের কাজে যুক্ত করে পঠনপাঠনে ব্যাঘাত ঘটানোর অভিযোগ তুলে ব্রাত্য বলেন, 'পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা দপ্তরকে পাশ কাটিয়ে নির্বাচন কমিশন বিএলওদের কাজে শিক্ষক নিয়োগ করছে।'

জনজাতি নেতাদের সঙ্গে কথা তৃণমূলের

নথি খুঁজতে সাহায্য করার পরিকল্পনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর পর খসড়া তালিকায় দেখা গিয়েছে, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নাম বাদ গিয়েছে। আবার এইসব জেলার কিছু এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে স্থানান্তরিত বলে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বুথভিত্তিক এসআইআর রিপোর্ট তৃণমূলের রাজ্য দপ্তরে এসে পৌঁছেছে। সেখানেই দেখা গিয়েছে, মূলত সীমান্তবর্তী এলাকায় এই ধরনের অনিয়ম সবচেয়ে বেশি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বুথে বুথে অনিয়ম খুঁজে বের করে শুনানির সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে দলের স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। প্রয়োজনে স্থানীয় জনজাতি সম্প্রদায়ের নেতাদের এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার কথাও বলা হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় জনজাতি সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন দলের শীর্ষনেতারা।

উত্তর দিনাজপুরে ৫১ শতাংশ, মালদায় ৩২ শতাংশ ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ২৯ শতাংশ নস্যশেখ সম্প্রদায়ের লোক রয়েছেন। উত্তরবঙ্গের মোট ৫৪টি আসনের মধ্যে এই তিন জেলাতেই রয়েছে ২৭টি আসন। তার মধ্যে ২০টি আসন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই তিনটি জেলায় তৃণমূল অধিকাংশ আসনই পেয়েছিল। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় বাদ যাওয়া ভোটারদের পাশে দাঁড়াতে দলীয় নেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে কতগুলি আপত্তিপত্র জমা পড়ল, তা প্রতিদিন রাজ্য দপ্তরে পাঠাতে বলা হয়েছে।

প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সংখ্যালঘুদের নাম পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়ার জন্যই এসআইআর করেছে নির্বাচন কমিশন।' নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও ভূমিপুত্র রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক শেখ সারওয়ার্দি বলেন, 'উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস। কিন্তু দেখা গিয়েছে, এসআইআর-এর ফলে উত্তর দিনাজপুরে ৮৪,৪০৩ জন মৃত, ১৭,১২২ জনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং ৬৪,৭৫৮ জন স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। আবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৮০.৯৮৪ জনের নাম বাদ গিয়েছে, মালদায় প্রায় ৯২ হাজার লোকের নাম বাদ গিয়েছে। এঁরা অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তাই আমরা এই ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের অফিসে স্মারকলিপি দেব। কারণ, বিজেপিকে খুশি করতে কমিশন পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়েছে।'

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে নির্দেশিকা বক্সীর

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু জেলায় জেলায় যেভাবে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হচ্ছে, তাতে দলের নেতাদের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করতে বাধ্য হল তৃণমূল। দলের জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যানদের দ্রুত এই নির্দেশিকা কার্যকর করতে বলেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। সম্প্রতি বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক রদবদল ও চেয়ারম্যান বদল নিয়ে দলের আদি ও নব্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আদিদের সম্মান দিয়ে যোগ্য নব্যদের সামনে আনার নির্দেশ দিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, দলের আদি নেতাদের যেমন প্রতিটি সভায় গুরুত্ব দিতে হবে এবং বৈঠকে ডাকতে হবে, তেমনই দলের পদাধিকারীদেরও সম্মান জানাতে হবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, নতুন পদ পেয়ে দলের প্রবীণ নেতাদের নবীনদের কাছে অসম্মানিত হতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এই ধরনের অভিযোগ পরবর্তীকালে এলে পদাধিকারীদের যে পদ থেকে সরিয়ে দিতে দল দ্বিধা করবে না, সেই সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে।

কোচবিহার জেলায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়ের গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত বলেই রাজনীতিতে পরিচিতি। সম্প্রতি কোচবিহার সফরে গিয়ে অভিজিৎকে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে গুরুত্ব দিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতি বদলায়নি বলে কালীঘাটের কাছে খবর।

একইভাবে হুগলির চুঁচুড়ায় স্থানীয় বিধায়ক অসিত মজুমদারের সঙ্গে সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধও সকলে জানেন। এরই মধ্যে রচনা-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায়কে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রচনা-ঘনিষ্ঠদের হেনস্তা হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ জমা পড়েছে দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। সেই কারণেই দ্রুত এই মতবিরোধ মিটিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জেলাস্তরের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করার কথা আছে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সচিবদের ওপর আপাতত ভরসা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : চলতি এসআইআর-এর কাজের বোঝায় জেলাস্তরে সরকারের উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীরাও এখন তাঁদের এলাকার এই কাজ নিয়ে ব্যস্ত। দপ্তরের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় 'মনিটরিং'-এ সময় দিতে পারছেন না। দপ্তর-সচিবদের ভরসায় উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। ভোটের আগে যা মোটেই চাইছেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চান, এসআইআর-এর কাজের পাশাপাশি জেলাস্তরে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজও চালিয়ে যেতে হবে। দপ্তর-মন্ত্রীদের অনুপস্থিতিতে দপ্তর-সচিবদের এই ব্যাপারে আরও সক্রিয় ও তৎপর হতে হবে।

শুক্রবার নবান্ন সূত্রে খবর, দপ্তর-সচিবদের এই কাজের মনিটরিংয়ের দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দিয়েছেন। সম্প্রতি এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যসচিবের কথাও হয়েছিল। তারপরও পরিস্থিতির তেমন উল্লেখযোগ্য বদল না হওয়াতে আবার এই ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাবের ওপর নবান্ন প্রশাসন ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তর-সচিবদের মধ্যে জরুরি তৎপরতা শুরু হয়েছে।

ছুটি বাতিল

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বড়দিন ও নতুন বছরের উৎসবের সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্যের সর্বস্তরে পুলিশের ছুটি বাতিল করল রাজ্য সরকার। বাদ যাচ্ছে না র‍্যাফ, ইএফআর, গোর্খা কিংবা নারায়ণী ব্যাটালিয়নও। ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত ছুটি বাতিল তাঁদের। নিয়মিত ছুটিও নিতে পারবেন না তাঁরা। খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া তাঁদের ছুটির আর্জিও ওই সময়ে মঞ্জুর করা হবে না। নবান্নে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক নির্দেশিকায় পুলিশের ছুটি বাতিলের বিষয়টি জানানো হয়েছে।

শুনানি কবে, বলতে পারছে না কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : রাজ্যের ভোটার তালিকায় সন্দেহজনকদের শুনানি করে নির্বিঘ্নে দ্রুত নিষ্পত্তি করাই এই মুহূর্তে কমিশনের একমাত্র লক্ষ্য। তাই শুনানির জন্য চিহ্নিত ভোটারদের তালিকা ধরে নোটিশ পাঠাতে হবে কমিশনকে। কিন্তু সেই নোটিশ পাঠানোর কাজই এখনও শুরু করতে পারছে না কমিশন। শুনানির নীতিগত নানা বিষয়ে (এসওপি) কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়েও অন্ধকারে সিইও দপ্তর। সব মিলিয়ে এসআইআর-এর প্রথম দফার পর সিইও দপ্তরের আধিকারিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ।

এদিন সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেছেন, 'কমিশনের থেকে এসওপি এখনও পাইনি। সম্ভবত শনিবার থেকে নোটিশ পাঠানো শুরু হবে। আশা করছি ২৬ বা ২৭ ডিসেম্বর থেকে শুনানি শুরু করতে পারব।' দেরির কারণ নিয়ে সহাস্যে বলেছেন, তাড়া কীসের। এই তো এসআইআর-এর ফর্ম জমা শেষ হবে না মনে হচ্ছিল, হয়ে তো গেল। তেমনি এটাও হবে। তবে রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত বলেছেন, 'এই মুহূর্তে আমরা দ্রুত শুনানি শুরু করতে চাইছি। কমিশনের লক্ষ্য শান্তিপূর্ণ ভাবে দ্রুত শুনানি শেষ করা। কিন্তু শুনানির নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন। সে বিষয়ে এখনও কমিশন জানায়নি।'

কমিশনের সফটওয়্যারের নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিংয়ের ভিত্তিতে শুনানির নোটিশ তৈরি হচ্ছে কমিশনের সিস্টেমে। কিন্তু সেই নোটিশ কীভাবে পাঠানো হবে? নোটিশ হাতে পাওয়ার পর শুনানিতে হাজিরার জন্য কতদিন সময় মিলবে? হাজিরার জন্য মোট কতবার সুযোগ দেওয়া হবে? এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত এখনও জানায়নি কমিশন। ফলে শুনানি নিয়ে আতঙ্ক ও উদ্বেগ দুইই বাড়ছে। এটাই দুশ্চিন্তায় ফেলেছে সিইও দপ্তরকে।

রাজ্য সরকারের এসডিও, বিডিও বা গ্রুপ-বি ডব্লিউবিসিএসদের দিয়ে শুনানির স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিক ও গোটা শুনানি পর্ব লাইভ স্ট্রিমিং করার জন্য এদিনও দাবি করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কিন্তু এদিন সিইও জানিয়েছেন, কোনও লাইভ স্ট্রিমিং বা ওয়েবকাস্টিং হচ্ছে না। সিসিটিভি বসানোর পরিকল্পনাতেও সায় দেয়নি কমিশন। তবে মাইক্রো অবজার্ভার থাকবে বিধানসভা পিছু গড়ে ১০ জন করে মোট ৩ হাজার। এঁরাই শুনানির সময় ইআরও, এইআরওদের ওপর কার্যত নজরদারি করবেন। মাইক্রো অবজার্ভার হিসাবে নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের তালিকা তৈরির পর তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হবে। দপ্তরের থেকে অনুমোদন পেলে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শুধু মাইক্রো অবজার্ভাররাই নন, প্রশিক্ষণ দিতে হবে ইআরও, এইআরওদেরও। কিন্তু সেই প্রশিক্ষণের মডিউলও এখনও চূড়ান্ত করেনি কমিশন।

বিহারের শুনানিতে ছিল না লাইভ স্ট্রিমিং বা মাইক্রো অবজার্ভার। কিন্তু কমিশনের মতে, এরাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক দাবি ও পালটা দাবির জেরে কমিশনকে মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করতে হয়েছে। শমীকের লাইভ স্ট্রিমিং বা শুভেন্দুর ওয়েব কাস্টিং-এর দাবি না মানলেও, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মাইক্রো অবজার্ভার করে ব্যালান্স করতে চেয়েছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

খসড়া তালিকা থেকে ৫৮ লাখ নাম বাদ যাওয়ার পরেই ভোটার তালিকায় নাম তুলতে নেমে পড়েছে সব রাজনৈতিক দল। এদিন পর্যন্ত নাম তুলতে ১ লাখ ৪৯ হাজার ও নাম বাদ দেওয়ার দাবি করে ৩০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে।

ভোটার তালিকায় জীবিতকে মৃত করে দেখানো নিয়ে অভিযুক্ত বিএলও, ইআরও ও এইআরওদের বেশ কয়েকজনকে সাসপেন্ড করার দিকে এগোচ্ছে কমিশন। কমিশনের নির্দেশ লঙ্ঘন করে অপসারিত বিএলওকে রেখে কাজ করানোর দায়ে অভিযুক্ত বারুইপুরের পাঁচ নির্বাচনি আধিকারিককে এদিন সিইও দপ্তরে ডেকে রিপোর্ট নেন সুব্রত গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা বিপুল দাস - কে 18.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 53J 58159 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই অভিজ্ঞতা আমাকে বুঝিয়েছে, একটি সুযোগই পুরো জীবন বদলে দিতে পারে। এটি আমার আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছে এবং আমার পরিবারের জন্য উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমাকে এই সুযোগ দিয়েছে এবং আমি তাদের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পদ্মাপারের নৈরাজ্যে উদ্বেগ নয়াদিল্লির

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের ছাত্র নেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে উদ্বিগ্ন ভারত। বিশেষ করে সামনেই যখন বাংলাদেশে ত্রয়োদশ সাধারণ নির্বাচন, তার আগে কেন এমনটা ঘটল এবং তার কী প্রভাব বাংলাদেশে আগামী দিনে পড়বে সেদিকেই এখন নজর কেন্দ্রীয় সরকারের।

ইতিমধ্যে পদ্মাপারের হিংসাত্মক পরিস্থিতির জেরে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। হাইকমিশনের সামনের রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে পুরো আটকে দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে ওই এলাকায়। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে দিল্লি পুলিশ।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, 'আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভঙ্গ করতে কাউকেই দেওয়া হবে না। হাইকমিশনের চারপাশে অতিরিক্ত নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে।' এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর সম্পূর্ণ নজর রাখা হচ্ছে এবং তার রেশ যাতে কোনভাবেই ভারতে না ছড়িয়ে পড়ে সেদিকে নজর রাখছে ভারত সরকার। নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যে ধরনের মুভমেন্ট চলছে তা বন্ধ করা উচিত।'

এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, 'বাংলাদেশের এই ঘটনার জেরে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায়

নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। কয়েকদিন আগেই উত্তরবঙ্গের কিছু এলাকায় জঙ্গি কার্যকলাপ দেখা গিয়েছিল বলে খবর হোম মিনিস্ট্রির কাছে। তাই আরও তৎপর হওয়া দরকার।'

কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে নয়াদিল্লি-ঢাকা দূরত্ব বাড়তে চলেছে। গতবছর ৫ অগাস্টের পর থেকে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বারবার তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানানো সত্ত্বেও তাতে কর্ণপাত করেনি নয়াদিল্লি।

এই অবস্থায় শশী থারুরের নেতৃত্বাধীন সংসদের বিদেশ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি জানিয়েছে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি রণকৌশলগত দিক থেকে ভারতের কাছে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে।

আলফা নেতা পরেশ বড়ুয়াকে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে পুনর্বাসনের তোড়জোড় চলছে। এর নেপথ্যে রয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই।

উলটোদিকে ভারতকে লাগাতার হুঁশিয়ারি দিয়ে চলেছে বাংলাদেশের ছাত্র নেতারা। যা ঢাকা-নয়াদিল্লি মৈত্রীর সম্পর্ককে ক্রমশ তলানিতে নিয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, 'হিংসার কারণে দুটি ভিসা কেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হয়েছে। যা সাধারণ বাংলাদেশিদের কাছে হতাশার। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে ভারতের পক্ষে তাঁদের সাহায্য করা কঠিন হয়ে পড়েছে।'

রাম জি বিল গ্রামবিরোধী রাহুল

ঠান্ডা উপেক্ষা করে সংসদ চত্বরে রাত জাগলেন তৃণমূল সাংসদরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : বিরোধীদের তুমুল আপত্তির মধ্যে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সংসদে পাশ হয়েছে জি রাম জি বিল। এর প্রতিবাদে শুক্রবার ওই বিলকে গ্রামবিরোধী, রাজ্যবিরোধী বলে আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। জার্মানি সফররত কংগ্রেস নেতা সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'গত রাতে মোদি সরকার একদিনে ২০ বছরের মনরেগাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ভিবি জি রাম জি মোটেই মনরেগার সংস্কার নয়। এটি অধিকার ভিত্তিক চাহিদা নির্ভর গ্যারান্টিকে ধ্বংস করে একটি র‍্যাশন প্রকল্পে পরিণত করেছে যা দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রিত। গঠনগত দিক থেকে এই বিলটি রাজ্য ও গ্রাম বিরোধী।'

রাহুলের মতে, মনরেগা গ্রামীণ শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা দিয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন, 'কাজ বেঁধে দিয়ে এবং কাজ না দেওয়ার অজুহাত তৈরির আরও চেষ্টার মাধ্যমে ভিবি জি রাম জি বিল গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষদের হাতে থাকা অস্ত্রকে দুর্বল করে দিয়েছে। মনরেগার অর্থ কী সেটা কোভিডের সময় আমরা দেখেছি। অর্থনীতি যখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, জীবন-জীবিকা ভেঙে পড়েছিল, তখন কোটি কোটি পরিবারকে ক্ষুধা ও দেনার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল মনরেগা। কাজের প্রকল্পকে যখন আপনি বেঁধে দেন তখন মহিলা, দলিত, আদিবাসী, জমিহীন মজুর এবং দরিদ্রতম ওবিসি সম্প্রদায়কেই সবার আগে ঘাড়ধাক্কা দেওয়া হয়।'

এদিকে শীতকালীন অধিবেশন শেষের পর কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের তোপ, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে অধিবেশন শুরু হয়েছিল আর মহাত্মা গান্ধির অপমানের মধ্যে দিয়ে অধিবেশন শেষ হল।' শীতকালীন অধিবেশনকে 'প্রদূষণকালীন অধিবেশন' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির দূষণ নিয়ে আলোচনা থেকে পালিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

ভিবি জি রাম জি বিলের বিরোধিতায় সংসদ চত্বরে লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে রাতভর ধর্নায় বসে থাকেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, সাগরিকা ঘোষ সহ প্রমুখ সাংসদ। দিল্লির কনকনে ঠান্ডার মধ্যে সংসদ ভবনের সামনেই লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে রাত কাটান সাংসদরা। ধর্নাস্থলে মহাত্মা গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়। সেই ছবির ঠিক নীচেই শুয়ে পড়েন ক্ষুব্ধ সাংসদরা।

সংসদের বাইরে ধর্না তৃণমূল সাংসদদের। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

> কাজ বেঁধে দিয়ে এবং কাজ না দেওয়ার অজুহাত তৈরির আরও চেষ্টার মাধ্যমে ভিবি জি রাম জি বিল গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষদের হাতে থাকা অস্ত্রকে দুর্বল করে দিয়েছে। মনরেগার অর্থ কী সেটা কোভিডের সময় আমরা দেখেছি। অর্থনীতি যখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, জীবন-জীবিকা ভেঙে পড়েছিল, তখন কোটি কোটি পরিবারকে ক্ষুধা ও দেনার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল মনরেগা। কাজের প্রকল্পকে যখন আপনি বেঁধে দেন তখন মহিলা, দলিত, আদিবাসী, জমিহীন মজুর এবং দরিদ্রতম ওবিসি সম্প্রদায়কেই সবার আগে ঘাড়ধাক্কা দেওয়া হয়।
>
> **রাহুল গান্ধি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা**

দলের প্রবীণ সাংসদদের কথা মাথায় রেখে আগেভাগেই চাদর, গরম পোশাক ও কম্বলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবস্থান বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। মনরেগার হত্যা গরিব বিরোধী, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিরোধী পোস্টার হাতে অবস্থানে বসেন তৃণমূল সাংসদরা। সকাল থেকেই ধর্নাস্থলে বারে বারে এসে সমর্থন জানান কংগ্রেস, ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, শিবসেনা (উদ্ধব), আম আদমি পার্টির সাংসদরা। রাতভর দলের সাংসদদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্নারত সাংসদদের রাতের খাবার আসে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়া বচ্চনের বাড়ি থেকে। সকালের প্রাতরাশ ইডলি-সম্বর আসে সাংসদ টিআর বালুর বাড়ি থেকে। ধর্নাস্থলে সপা সাংসদ জয়া বচ্চন ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা গান গান। জয়া বচ্চন এদিন যখন তৃণমূলের ধর্নাস্থলে আসেন, তখন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলেন, 'দিদি আপনি এসেছেন। এবার জামাইবাবু অর্থাৎ অমিতাভ বচ্চনকেও আনতে হবে বাংলায়।' তার উত্তরে জয়া বচ্চন বলেন, 'সেটা উনি জানেন। ওনার বিষয়।' প্রত্যুত্তরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'উনি আমাদের জামাইবাবু। একবার তো আনতেই হবে।' জয়া বচ্চন উত্তরে বলেন, 'তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলুন, উনিই পারেন আনতে।'

ত্রিপুরায় বিক্ষোভ তিপরা'র যুবদের

হাদি হত্যার জেরে উত্তপ্ত সীমান্তের দুই পার

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে ভারতবিরোধী উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকায় দু-দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে চরম অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে উগ্র ভারতবিরোধী বিক্ষোভ এবং এর পালটা প্রতিক্রিয়ায় ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশের উপদূতাবাসে নজিরবিহীন প্রতিবাদের ঘটনায় পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে।

শুক্রবার আগরতলায় ইয়ুথ তিপরা ফেডারেশন-এর ব্যানারে এক বিশাল মিছিল বাংলাদেশের উপদূতাবাস অভিযান করলে উত্তেজনা তুঙ্গে পৌঁছায়। আন্দোলনকারীরা বাংলাদেশের বর্তমান অস্থিরতা এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকির তীব্র প্রতিবাদ জানান।

আগরতলার সার্কিট হাউস এলাকায় পথ অবরোধ করে কয়েকশো বিক্ষোভকারী বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি এবং ভারতবিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বাংলাদেশের ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি (এনসিপি)-র নেতা হাসনাত আবদুল্লা সহ কয়েকজন নেতা উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭ রাজ্য বা 'সেভেন সিস্টার্স' নিয়ে উসকানিমূলক মন্তব্য করছেন।

প্রতিবাদসভায় বক্তারা স্মরণ করিয়ে দেন যে, ১৯৭১ সালে ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল, অথচ আজ সেই ভারতের বিরুদ্ধেই প্রচার চালানো হচ্ছে বাংলাদেশজুড়ে। তিপরা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত মাণিক্য দেববর্মাও এই পরিস্থিতির কড়া সমালোচনা করে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছেন। আগরতলার উপদূতাবাস এলাকায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস এবং সিআরপিএফ মোতায়েন করেছে প্রশাসন।

বাংলাদেশে ভারতীয় দূতাবাস ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন এবং রাজশাহির কূটনৈতিক কার্যালয়গুলিতেও পাথর নিক্ষেপ ও ঘেরাওয়ের ঘটনা ঘটেছে। অনেক রাজনৈতিক দল ভারতীয় হাইকমিশন বন্ধ রাখার দাবি তুলেছে।

সীমান্তবর্তী রাজ্য ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় বিএসএফ-কে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ উপদূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ। শুক্রবার আগরতলায়।

ও উপদূতাবাসগুলিতেও হামলার আশঙ্কায় নিরাপত্তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ইনকিলাব মঞ্চের নেতা হাদির মৃত্যুর পর ঢাকার গুলশানে ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভের চেষ্টা চলে। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করছেন যে, হাদির খুনিরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।

এমনকি চট্টগ্রামের ভারতের বিদেশমন্ত্রক ইতিমধ্যে বাংলাদেশে ভারতীয় সম্পদ ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে কড়া বার্তা দিয়েছে। সব মিলিয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে এই মুহূর্তে কূটনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্পিকার, মোদি, রাজনাথের সঙ্গে চা-চক্রে প্রিয়াংকা। নয়াদিল্লিতে।

চায়ের আড্ডায় মোদি-প্রিয়াংকা

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : রাজনৈতিক সৌজন্যের নজির দেখা গেল সংসদে। মনরেগা থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে জি রাম জি বিল পাশ হয়েছে বৃহস্পতিবার। সেই আবহে শুক্রবার শীতকালীন অধিবেশনের শেষদিনেও বিরোধিতা বজায় ছিল পুরোমাত্রায়। কিন্তু অধিবেশন শেষে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার ডাকা চায়ের আড্ডায় সেই বিরোধিতা বেমালুম উধাও হয়ে গেল। চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠল বটে। কিন্তু সেটা শাসক-বিরোধী চিরাচরিত রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের নয়। বরং পারস্পরিক শিষ্টাচার, কুশল বিনিময় এবং হালকা আবদার, বায়নার। স্পিকারের দপ্তর থেকে ইতিমধ্যে ওই বৈঠকে ছবিও শেয়ার করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে স্পিকারের পাশে বসে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর পাশে রয়েছেন রাজনাথ সিং ও প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। এর আগে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গেও খোশমেজাজে আড্ডা দিতে দেখা গিয়েছিল প্রিয়াংকাকে।

ত্রিদেশীয় সফর সেরে স্পিকারের চায়ের আড্ডায় হাজির হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, চিরাগ পাসোয়ান প্রমুখ এনডিএ নেতামন্ত্রীরাও। রাহুল গান্ধি জার্মানি সফরে থাকায় এদিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন তাঁর বোন তথা ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। ছিলেন সুপ্রিয়া সুলে, আরএসপি-র এনকে প্রেমচন্দ্রন, সপার ধর্মেন্দ্র যাদব প্রমুখ বিরোধী নেতানেত্রীরাও। মিনিট কুড়ি ধরে চলে ওই 'চায়ে পে চর্চা'।

লোকসভায় বন্দেমাতরম নিয়ে চর্চায় বিজেপির বিরুদ্ধে চাঁছাছোলা আক্রমণ শানিয়েছিলেন প্রিয়াংকা। জি রাম জি বিল নিয়েও তাঁর আক্রমণ যথেষ্ট ধারালো ছিল। কিন্তু এদিন মোদি-রাজনাথের সঙ্গে আড্ডায় সেই আক্রমণের বদলে ছিল সৌজন্যতা।

সূত্রের খবর, প্রিয়াংকা এদিন জানান, ওয়েনাড থেকে তিনি একটি ভেষজ উদ্ভিদ নেন। যা অ্যালার্জি প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাঁর মন্তব্যে হাসি দেখা যায় মোদি-রাজনাথের মুখে।

প্রধানমন্ত্রীর সদ্যসমাপ্ত ইথিওপিয়া, জর্ডন এবং ওমান সফর কেমন গেল তা জানতে চান প্রিয়াংকা। জবাবে মোদি জানান, সফর বেশ ভালোই হয়েছে।

কিছু বিরোধী সাংসদ মোদির কাছে আর্জি জানান, নতুন সংসদ ভবনেও যেন পুরোনো সংসদ ভবনের মতো একটি সেন্ট্রাল হল রাখা হয়। যাতে সেখানে পুরোনো ও বর্তমান সাংসদরা আড্ডা মারতে পারেন। জবাবে মোদি তাঁদের বলেন, 'এসব তো অবসর নেওয়ার পর। আপনাদের এখনও অনেক সেবা দেওয়ার বাকি আছে।'

তামিলনাড়ুতে বাদ ৯৭ লক্ষ ভোটার

গুজরাটেও তালিকাচ্যুত ৭৩ লক্ষ নাম

চেন্নাই, ১৯ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) পর পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি নাম বাদ যাবে বলে বারবার প্রচার করেছিলেন রাজ্য বিজেপির নেতারা। কিন্তু যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে শেষমেশ ৫৮ লক্ষের কিছু বেশি নাম বাদ গিয়েছে। এই নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই শুক্রবার তামিলনাড়ুর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে প্রায় ১ কোটি ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এসআইআরের পর বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮৩২ জন। তামিলনাড়ুর মোট ভোটারের সংখ্যা ৬.৪১ কোটি। এসআইআরের ফলে একধাক্কায় তামিলনাড়ুর ভোটারের সংখ্যা ১৫.২ শতাংশ কমে ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৫৫ জনে দাঁড়িয়েছে।

একইভাবে তামিলনাড়ুর মতো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাটেও খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৭৩.৭৩ লক্ষের নাম। তাঁদের মধ্যে স্থানান্তরিত বা খুঁজে পাওয়া যায়নি এমন ভোটারের সংখ্যা ৫১.৮৬ লক্ষ। একাধিক স্থানে নাম রয়েছে এমন ভোটারের সংখ্যা ৩.৮১ লক্ষ। ১৮.০৭ কোটি ভোটার মৃত। এদিন ৪.৩৪ কোটি ভোটারের নাম তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। তামিলনাড়ু ও গুজরাটে এই বিপুল সংখ্যক ভোটার খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়েছে বিজেপির অন্দরে।

এসআইআর

স্বাভাবিকভাবেই এসআইআর নিয়ে কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ডিএমকে সভাপতি তথা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। ইতিমধ্যে এসআইআরের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা করেছেন তাঁরা। স্ট্যালিন বলেন, 'এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ রুখতে আমরা সর্বদল বৈঠক ডেকেছি। এসআইআরের নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়েছি। ভোটের ঠিক কয়েক মাস আগে এই প্রক্রিয়ার অর্থ হল বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত।' তাঁর সমালোচনা করেছেন এআইএডিএমকে নেতা ই পালানিস্বামী।

সবথেকে বেশি ভোটারের নাম বাদ পড়েছে চেন্নাইতে। সেখানকার ৪০.০৪ লক্ষ ভোটারের মধ্যে থেকে নাম বাদ গিয়েছে ১৪.২৫ লক্ষের। চেঙ্গালপাত্তু, তিরুপ্পুর, কোয়েম্বাটোর এবং কাঞ্চিপুরমেও যথাক্রমে ৭, ৫.৬, ৬.৫ এবং ২.৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। যে ৯৭ লক্ষ নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, তাদের মধ্যে ৫৩ লক্ষ নাম শুধু স্থানান্তরিত বলে জানা গিয়েছে। ২৭ লক্ষ মৃত, ১৩.৬ লক্ষ ভোটার অনুপস্থিত নয়তো কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, ৩.৯৮ লক্ষ ডুপ্লিকেট ভোটার এবং ১৬,৪০০ জন অন্য কারণে খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে এনুমারেশন ফর্ম বণ্টন ও জমা পর্ব চলেছিল। আগামী একমাস ধরে চলবে আপত্তি জানানোর পর্ব।

লিভ-ইন সম্পর্ক বেআইনি নয়, সুরক্ষার দায় রাষ্ট্রের

প্রয়াগরাজ, ১৯ ডিসেম্বর : লিভ-ইন সম্পর্ককে বেআইনি বলা যায় না এবং বিয়ে ছাড়াই একসঙ্গে বসবাস করা কোনও অপরাধ নয়— এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে ১২ জন মহিলাকে সুরক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কার কথা জানিয়ে দায়ের করা একাধিক মামলার শুনানিতে আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, 'অবিবাহিত কোনও নাগরিককে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।'

সম্প্রতি বিচারপতি বিবেক কুমার সিংয়ের একক বেঞ্চ জানায়, 'লিভ-ইন সম্পর্ক সমাজে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। কিন্তু আইনত একে অবৈধ বলা যায় না।' মামলাকারীরা অভিযোগ করেছিলেন, পরিবার ও আত্মীয়দের হুমকির মুখে পড়েও তাঁরা পুলিশের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাননি। সেই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ কর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারও শান্তিপূর্ণ সহবাসে বিঘ্ন ঘটলে অবিলম্বে সুরক্ষা দিতে হবে।

আদালতে রাজ্য সরকারের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, লিভ-ইন সম্পর্ক দেশের সামাজিক কাঠামোর পরিপন্থী এবং এতে আইনি জটিলতা বাড়ে। অবিবাহিত যুগলদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দেওয়া পুলিশের দায়িত্ব নয় বলেও দাবি করা হয়। তবে আদালত সেই যুক্তি খারিজ করে জানায়, 'সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষা করা রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব।' আদালত আরও বলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় পরিবার বা সমাজের নীতি-পুলিশগিরি করা চলবে না। কারণ, সামাজিক নৈতিকতার চেয়ে ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আদালতের মন্তব্য

- প্রাপ্তবয়স্কদের সম্মতিতে লিভ-ইন সম্পর্ক কোনওভাবেই অবৈধ বা অপরাধ নয়
- লিভ-ইন দম্পতিদের নিরাপত্তা দেওয়া রাষ্ট্রের মৌলিক আইনি কর্তব্য
- ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় পরিবার বা সমাজের নীতি-পুলিশগিরি করা চলবে না
- সামাজিক নৈতিকতার চেয়ে ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ

আদালত আরও উল্লেখ করে, গৃহহিংসা প্রতিরোধ আইনেও 'স্ত্রী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। প্রাপ্তবয়স্ক কেউ স্বেচ্ছায় সঙ্গী বেছে নিলে তাতে অন্য কারও আপত্তি জানানোর অধিকার নেই। বিচারকের মন্তব্য, 'আদালতের কাজ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিচার করা নয়, কোনও অপরাধ না হলে সুরক্ষা চাওয়ার

ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন মামলায় স্বস্তি মহুয়ার

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : সংসদে 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন' করার অভিযোগে বিদ্ধ তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র আইনি লড়াইয়ে বড় জয় পেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই-কে চার্জশিট পেশ করার যে অনুমতি লোকপাল দিয়েছিল, তা শুক্রবার খারিজ করে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট।

বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপাল এবং বিচারপতি হরিশ বৈদ্যনাথন শংকরের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, লোকপালের ওই নির্দেশে আইনি ত্রুটি রয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, অভিযুক্তের বক্তব্য যথাযথভাবে বিবেচনা না করেই চার্জশিটের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। হাইকোর্ট লোকপালকে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী এক মাসের মধ্যে পুরো বিষয়টি নতুন করে খতিয়ে দেখে একটি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে।

বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের অভিযোগের ভিত্তিতে লোকপাল মহুয়ার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। সিবিআই তদন্ত শেষে চার্জশিট জমা দেওয়ার অনুমতি চাইলে লোকপাল তাতে সবুজ সংকেত দেয়। সেই সিদ্ধান্তকেই চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে গিয়েছিলেন মহুয়া। আদালতের এই রায়ে আপাতত সিবিআই-এর চার্জশিট পেশের প্রক্রিয়া থমকে গেল, যা মহুয়ার জন্য রাজনৈতিক ও আইনি, উভয় ক্ষেত্রেই বড় স্বস্তি বলে মনে করা হচ্ছে।

২৯ কর্মীর জঙ্গিযোগ, সতর্কবার্তা পুলিশের

কাশ্মীরের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

শ্রীনগর, ১৯ ডিসেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের অধিবাসীদের দূষণহীন জ্বালানি দিতে কিস্তওয়ারের দ্রাবশাল্লায় চন্দ্রভাগা নদীর ওপর নির্মীয়মাণ র‍্যাটলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ২৯ জন কর্মীর বিরুদ্ধে জঙ্গিযোগের অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ পুলিশের। বিষয়টি নিয়ে প্রকল্পের কনট্রাক্টর এমইআইএল (মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড)-কে চিঠি দিয়েছে পুলিশ। সেই চিঠি প্রকাশ্যে এসে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। প্রকল্পটির যৌথ দায়িত্বে রয়েছে এনএইচপিসি (ন্যাশনাল হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন) ও জম্মু-কাশ্মীর সরকার।

পুলিশ এমইআইএল-কে অভিযোগ সমন্বিত চিঠি দিয়েছিল চলতি বছরের নভেম্বরের ১ তারিখে। তাতে নির্মাণ-কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, নির্মীয়মাণ প্রকল্পটির ২৯ জন কর্মীর জঙ্গি যোগসূত্র রয়েছে। রিপোর্ট বলছে, ২৯ জন কর্মীর প্রত্যেকেই জুনিয়ার পদে। ২৯ জনের মধ্যে পাঁচজনের জঙ্গিযোগ সক্রিয়। তারা সক্রিয় অথবা আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা কিংবা আত্মসমর্পণকারী জঙ্গির সন্তান বা আত্মীয়। ২৩ জন সম্পর্কে অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। তারা মারধর, অনুপ্রবেশ অথবা ব্যক্তি বা সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার মতো অপরাধমূলক কাজ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা আছে। একজন সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নেই।

কিস্তওয়ারের এসএসপি নরেশ সিং জানিয়েছেন, তাঁর আশঙ্কা, কৌশলগত জাতীয় প্রকল্পে এ ধরনের ব্যক্তিরা থাকলে তা নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে। শত্রুপক্ষের নিশানা হয়ে উঠতে পারে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি।

৮৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন র‍্যাটলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নিয়োগ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ও পালটা অভিযোগও রয়েছে।

কিস্তওয়ারের বিজেপি বিধায়ক শাগুন পরিহার জানিয়েছেন, এমইআইএল বা মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃপক্ষ টাকার বিনিময়ে কর্মী নিয়োগ করেছে। অভিযোগ মানতে নারাজ এমইআইএল-এর মুখ্য অপারেটিং অফিসার (সিওও) হরপাল সিং। তিনি পালটা অভিযোগে জানিয়েছেন, স্থানীয় বিজেপি নেতাদের চাপেই অনেক কর্মীকে নিয়োগ করা হয়।

হরপালের বক্তব্য, যাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে দোষ প্রমাণিত হয়নি, শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে তাঁদের ছাঁটাই করা আইনিভাবে কঠিন। বিধায়কের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, গত বছর নির্বাচনের পর বিধায়ক তাঁর নিজের লোকেদের নেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। গত সেপ্টেম্বরে কোম্পানি ২০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। তাতে উত্তেজনা বেড়েছিল।

সিওও জানিয়েছেন, র‍্যাটলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য কোম্পানি ১,৪৩৪ জন স্থানীয় ব্যক্তকে নিয়োগ করেছিল। তাঁদের মধ্যে ৯৬০ জন কিস্তওয়ার জেলার, ২০০ জন ডোডার বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে ৫০ শতাংশ হয় জানেন না তাঁদের কোন কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে অথবা তাঁরা কাজ করতে চান না। তিনি এও জানান, জঙ্গি নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছে তাতে প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অ্যাপ কাণ্ডে ইডি'র জালে মিমি, সোনু

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : অবৈধ অনলাইন বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত প্রায় ১,০০০ কোটি টাকার তদন্তে বড় পদক্ষেপ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার ইডি জানিয়েছে, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) অনুযায়ী মোট ৭.৯৩ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার যুবরাজ সিং ও রবিন উথাপ্পা, অভিনেতা সোনু সুদ, অভিনেত্রী ও প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী, বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলা ও তাঁর মা মীরা রাউতেলা এবং বাংলা অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা।

ইডির দাবি, যুবরাজের সঙ্গে যুক্ত ২.৫ কোটি, সোনু সুদের ১ কোটি ও মিমি চক্রবর্তীর ৫৯ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, অনলাইনে

জুয়া খেলার প্ল্যাটফর্ম 'ওয়ানএক্সবেট' ও তার ছদ্ম ব্র্যান্ডের প্রচারে জড়িত ছিলেন একাধিক সেলিব্রিটি।

রোহিতের বিচারে সেরা কিপার ঋদ্ধি

বিজয় হাজারের স্কোয়াডে নেই হিটম্যান ■ দুই ম্যাচ খেলবেন বিরাট ■ দিল্লির নেতৃত্বে ঋষভ

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে তিনি এখন কোচ। বাংলার অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হিসেবে কাজে ডুবে রয়েছেন ঋদ্ধিমান সাহা।

অতীত হয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে তিনি এখন আর বেশি ভাবেন না। তার মধ্যেই আজ প্রাক্তন এক সতীর্থের থেকে ঢালাও শংসাপত্র পেয়েছেন পাপালি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা আজ জানিয়েছেন, তাঁর দেখা সেরা ভারতীয় উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে ঋদ্ধির কাঁধে হাত রেখে কিছু কথা বলছেন হিটম্যান। সেই ভিডিও নিয়েই আজ মুখ খুলেছেন রোহিত। মহেন্দ্র সিং ধোনি, ঋষভ পন্থদের সঙ্গে দীর্ঘসময় খেলার পরও ঋদ্ধিকে সেরা বেছে নিয়ে রোহিত বলেছেন, 'একসঙ্গে অনেক টেস্ট খেলেছি আমরা। স্লিপে ঋদ্ধির পাশেই দাঁড়াতাম। খুব কাছ থেকে ওকে দেখেছি। মনে হয়েছে, ওর মতো নিখুঁত উইকেটকিপার হয় না। আমার দেখা সেরা ভারতীয় উইকেটকিপার ঋদ্ধিই।'

দেশের মাটিতে স্পিন সহায়ক পিচই হোক বা বিদেশে গতি-বাউন্সের উইকেট, সর্বত্রই ঋদ্ধিমান সাবলীল। রোহিতের কথায়, 'ভারতের মাটিতে বল ঘোরে। নীচু হয়ে আসে। আবার বিদেশের ছবিটা ভিন্ন। উইকেট যেমনই হোক, কখনোই ঋদ্ধিকে উইকেটের পিছনে সমস্যায় পড়তে দেখিনি। রবীন্দ্র জাদেজার বলে গতি রয়েছে। রবিচন্দ্রন অশ্বীন আবার ক্যারম বলের ওস্তাদ ছিল। কারোর বিরুদ্ধেই দেখিনি ঋদ্ধির কিপিংয়ে সমস্যা হয়েছে বলে।' উল্লেখ্য, পাপালির কেরিয়ারের একটা বড় সময় কেটেছে ধোনির ছায়ায়। মাহির অবসরের পর যখন তিনি নিয়মিত হয়েছিলেন, তখনই কোনা ভরতকে জায়গা দেওয়ার জন্য ঋদ্ধিকে ছেঁটে ফেলা হয়। যা নিয়ে আজও ক্ষোভ রয়েছে ঋদ্ধির মনে।

এদিকে, মুম্বইয়ের বিজয় হাজারে স্কোয়াডে রোহিতের নাম নেই বলে খবর। দিনকয়েক আগে শোনা গিয়েছিল, বিরাট কোহলির মতো রোহিতও মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে খেলবেন। আজ জানা গিয়েছে, রোহিত বিজয় হাজারে খেললেও শুরু থেকে খেলবেন না। হিটম্যান ছাড়াও যশস্বী জয়সওয়াল, সূর্যকুমার যাদব, শিবম দুবেদের নামও নেই মুম্বইয়ের দলে। জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মাঝে সময় বার করতে পারলে তাঁরা খেলতে পারেন ঘরোয়া ক্রিকেট।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাদের বোলিংয়ে উইকেটকিপিং করতে ঋদ্ধিমান সাহাকে সমস্যায় পড়তে দেখেননি রোহিত।

এদিকে, বিজয় হাজারেতে দিল্লির ২০ জনের স্কোয়াডে প্রত্যাশিতভাবে জায়গা পেয়েছেন বিরাট। তবে তিনি প্রথম দুই ম্যাচ খেলবেন। নেতৃত্বে ঋষভ পন্থ। দিল্লির ম্যাচগুলি বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পড়েছে। ফলে ফের একবার বিরাট-চিন্নাস্বামী রিইউনিয়ন হতে চলেছে।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি নিয়ে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে দেখা করলেন ঈশান কিষান। শুক্রবার।

আজ টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা

হঠাৎ দৌড়ে ঈশান, গিল নিয়ে ধোঁয়াশা

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : অস্বস্তি রয়েছে। উদ্বেগও রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে আগামীর কাউন্ট ডাউনও।

অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই শনিবার দুপুরে মুম্বইয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের সদর দপ্তরে আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চের টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা হয়ে যাবে। শুধু কুড়ির বিশ্বকাপই নয়, তার আগে দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের দল ঘোষণাও হবে আগামীকাল। মনে করা হচ্ছে, নিউজিল্যান্ড সিরিজ ও বিশ্বকাপের একই স্কোয়াড থাকবে।

মাস খানেক আগেও কুড়ির বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াড কেমন হতে পারে, স্পষ্ট ধারণা ছিল ক্রিকেট দুনিয়ার। সম্প্রতি ছবিটা বদলেছে। আর সেই বদলের নেপথ্যে রয়েছেন দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও সহ অধিনায়ক শুভমান গিল। দুজনই রানের মধ্যে নেই। টানা ব্যর্থ হয়ে চলেছেন। আহমেদাবাদে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ টি২০ ম্যাচেও স্কাই রান পাননি। আর পায়ের চোটের কারণে ম্যাচ খেলেননি গিল। বিশ্বকাপের আসরে টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব বদল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলে সূর্যের ব্যাটে রান না থাকলেও দলে তাঁর জায়গা নিয়ে সংশয় নেই। কিন্তু গিল?

শুভমানের ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছেন সঞ্জু স্যামসন। শুধু সঞ্জু নয়, সদ্য শেষ হওয়া সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র ফাইনালে শতরান সহ ৫১৭ রান করা ঈশান কিষানও শেষবেলায় টি২০ বিশ্বকাপের দৌড়ে ঢুকে পড়েছেন প্রবলভাবে। চাপ বেড়েছে অজিত আগরকারদেরও। যার মূল কারণ, ঈশান নিয়মিত রান করার পাশে মুস্তাক আলির আসরে ৩৩টি ছক্কাও হাঁকিয়েছেন। সাম্প্রতিককালে ঘরোয়া ক্রিকেটে এমন রেকর্ড কারও নেই। ফলে সঞ্জু-ঈশানের চাপে শুভমানের এখন হাঁসফাঁস দশা। ফলে বিশ্বকাপের আসরে অভিষেক শর্মার সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার ইনিংস ওপেন কে করবেন, প্রশ্নটা এখন ঘুরছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। রাতের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, শুভমানকে নিয়ে সংশয় থাকলেও তিনি দলে থাকবেন। পাশাপাশি তিন নম্বর ওপেনার হিসেবে সঞ্জু-ঈশানের মধ্যে কোনও একজনকে নেওয়া হবে।

টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই কোচ গৌতম গম্ভীর বারবার প্রমাণ করেছেন, তিনি অলরাউন্ডারদের ভক্ত। দলে অলরাউন্ডার হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবেদের থাক নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু ওয়াশিংটন সুন্দর কি থাকবেন? এশিয়া কাপের স্কোয়াডে ওয়াশিংটন ছিলেন না। দলে ছিলেন রিঙ্কু সিং। রিঙ্কুর বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকার সম্ভাবনা কম বলেই খবর। বোলারদের মধ্যে জসপ্রীত বুমরাহ, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিংরা থাকছেনই। আগামীকাল মহম্মদ সামির নাম নিয়ে আলোচনা হবে কি না, আগ্রহ রয়েছে ক্রিকেটমহলে। মহম্মদ সিরাজ নিয়ে জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনাও কালই স্পষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদবকে নিয়ে সংশয় নেই।

গম্ভীর-আগরকাররা কুড়ির বিশ্বকাপের স্কোয়াড নিয়ে শেষপর্যন্ত কোন পথে হাঁটেন, সেটাই এখন দেখার।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ফাইনালে ঈশান কিষানের ব্যাট থেকে ৪৯ বলে আসে ১০১ রান।

শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে খেতাবি লড়াইয়ে বৈভবরা

যুব এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারত-পাক

শ্রীলঙ্কা-১৩৮/৮ (২০ ওভারে)
ভারত-১৩৯/২ (১৮ ওভারে)

দুবাই, ১৯ ডিসেম্বর : আড়াই মাস আগের ঘটনা। দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ২৯ সেপ্টেম্বর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ জিতেছিল সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেড।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম থেকে দুবাই সেভেনস স্টেডিয়ামের দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। দাদাদের দেখানো পথে রবিবার এই সেভেনস স্টেডিয়ামেই চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানের মহড়া নেওয়ার মঞ্চ তৈরি করে ফেললেন আয়ুষ মাত্রে, বৈভব সূর্যবংশীরা। কারণ শুক্রবার সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে খেতাবি লড়াইয়ে নামার টিকিট পেয়েছে ভারত। মজার বিষয়, অন্য সেমিফাইনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটেই জয় এসেছে পাকিস্তানের।

এদিন বৃষ্টির জন্য ভারত-শ্রীলঙ্কার সেমিফাইনাল আদতে টি২০ হয়ে দাঁড়ায়। ২০ ওভারের টক্করে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শ্রীলঙ্কা ১৩৮/৮ স্কোরে আটকে যায়। ডেল স্টেইনের ভক্ত তামিলনাড়ুর পেসার দীপেশ দেবেন্দ্রন (২৫/১) তৃতীয় ওভারে ধাক্কা দেওয়ার পর শ্রীলঙ্কার কাজ কঠিন করে দেন কনিষ্ক চৌহান (৩৬/২), হেনিল প্যাটেল (৩১/২), খিলান প্যাটেলরা (২৫/১)।

রানতাড়ায় এদিন বৈভব শো (৯) হিট করেনি। ব্যর্থ হন অধিনায়ক আয়ুষও (৭)। কিন্তু অ্যারন জর্জ (অপরাজিত ৫৮) ও বিহান মালহোত্রার (৪৫ বলে অপরাজিত ৬১) ১১৪ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি ভারতের জয় এনে দেয়। তারা ১৮ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৯ রান তুলে নেয়।

অন্যদিকে, বৃষ্টিবিঘ্নিত ২৭ ওভারের ম্যাচে প্রথমে বাংলাদেশ ১২১ রানে অল আউট হয়। জবাবে পাকিস্তান ১৬.৩ ওভারে ১২২/২ স্কোরে পৌঁছে যায়।

ম্যাচ জেতানো ১১৪ রানের জুটির পথে অ্যারন জর্জ ও বিহান মালহোত্রা।

মাঠ ভেজা, ভেস্তে গেল বাংলার অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : এ যেন আজব গাঁয়ের আজব কথা!

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের পর কলকাতা ফিরে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা সিএবি-কে অনুরোধ করেছিলেন, বিজয় হাজারের প্রস্তুতির জন্য অন্তত ছয়টা অনুশীলন সেশনের। স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেট চলার কারণে এমন সুযোগ পাননি তিনি।

রবিবার সর্বভারতীয় একদিনের প্রতিযোগিতা বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে রাজকোট রওনা হচ্ছে টিম বাংলা। তার আগে বৃহস্পতিবার দল নির্বাচনের পর শুক্রবার সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ছিল বাংলার অনুশীলন। সকাল সাড়ে

রাজকোটে যোগ দেবেন সামি

আটটা নাগাদ বাংলার ক্রিকেটার, কোচ, সাপোর্ট স্টাফরা মাঠে পৌঁছে আবিষ্কার করেন, মাঠ ভিজে। প্র্যাকটিস উইকেট, বোলারদের রানআপও ভিজে। ফলে ব্যাট-বল নিয়ে অনুশীলন করার কোনও সুযোগই নেই। এক ঘণ্টা মতো ফিল্ডিং চর্চা করে আজকের মতো অনুশীলন পর্ব শেষ করে বাংলা দল। এমন ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভ রয়েছে বাংলা দলের অন্দরে। যদিও কেউ সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাইছেন না। শনিবার ফের অনুশীলন ডাকা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আগামীকাল অনুশীলন হলে মাত্র একদিন প্র্যাকটিস করেই রাজকোটে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে যেতে হবে বাংলা দলকে।

এদিকে, গতকাল দল নির্বাচন হয়ে গেলেও আজ সরকারিভাবে বিজয় হাজারের দল ঘোষণা করল বাংলা। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন ১৭ সদস্যের স্কোয়াডে মহম্মদ সামিও রয়েছেন। জানা গিয়েছে, সামি সরাসরি রাজকোটে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তবে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম তিন ম্যাচে হয়তো খেলবেন না সামি।

হাফডজন বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : শুক্রবার ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ৬-২ গোলে জয় পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিন্স জোড়া গোল করেন। বাগানের বাকি গোল দুইটি আসে মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোর থেকে। ডায়মন্ড হারবারের গোলস্কোরার স্যামুয়েল ও মিকেল কোর্তাজার।

'নিজের কাজ ঠিকঠাক করতে চাই'

টিম ইন্ডিয়া নিয়ে ভাবেন না কিষান!

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : প্রথমবার ফাইনালে ওঠা।

আর প্রথম সুযোগেই রাজ্য দল ঝাড়খণ্ডকে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি এনে দিলেন। সামনে থেকে নেতৃত্ব। টুর্নামেন্টের সবাধিক রান। তারপরও একরাশ অভিমান ঝড়ে পড়ল ঈশান কিষানের গলায়। ভারতীয় দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে এখন আর ভাবেন না। লক্ষ্য নিজের কাজটুকু করে যাওয়াতে।

একসময় ঋষভ পন্থের পর ভারতীয় দলের দ্বিতীয় উইকেটকিপারের জায়গা প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন। যদিও মাঝে ছবিটা পুরোপুরি বদলে যায়। একাধিক বিতর্কে জড়িয়ে জাতীয় দল থেকে 'অঘোষিত' নিষেধাজ্ঞা জারির মতো পরিস্থিতির মুখোমুখিও হতে হয়েছে। জটিলতা কাটলেও এখনও টিম ইন্ডিয়ায় ডাক পাননি।

ঝাড়খণ্ডকে চ্যাম্পিয়ন করা, মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ব্যাট হাতে 'মস্তানি' দেখানো ঈশান বলেছেন, 'ভালো পারফর্ম করার পরও যখন ভারতীয় দলে জায়গা হয়নি, খারাপ লেগেছে। নিজেকে বলেছি, এরকম পারফরমেন্সের পরও যদি ডাক না পাই, তাহলে আমাকে আরও ভালো খেলতে হবে। ম্যাচ জেতানো পারফর্ম করতে হবে। দল হিসেবে ভালো কিছু করে দেখাতে হবে।'

ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে গৌতম গম্ভীররা যখন কিছুটা চিন্তায়, তখন মুস্তাক আলিতে কার্যত রাজত্ব চালিয়েছেন ঈশান। ১০ ম্যাচে ৫১৭ রান করেন ১৯৭.৩২ স্ট্রাইক রেটে। যদিও ডাক আসেনি। সেই হতাশা নিয়ে বলেছেন, 'অনেক কিছুই আশা করি আমরা। দলে নিজের নাম না দেখলে খারাপ লাগা স্বাভাবিক। তবে মানসিকভাবে আমি শক্তিশালী আছি। কোনও প্রত্যাশা নিয়ে খেলি না। শুধু চাই নিজের কাজটা ভালোভাবে সারতে। হতাশ হতে রাজি নই। পরিশ্রম বাড়িয়েছি। সাফল্যের জন্য যার বিকল্প নেই।'

বাড়তি খুশি ঝাড়খণ্ডকে মুস্তাক আলিতে চ্যাম্পিয়ন করা। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দলকে চ্যাম্পিয়ন করার আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঈশান বলেছেন, 'ক্রিকেট কেরিয়ারের অন্যতম খুশির মুহূর্ত। কখনও মুস্তাক আলি ট্রফি জিতিনি আমরা। আমার নেতৃত্বে ট্রফি এল। খুশিটা প্রত্যাশিত।'

বেঙ্গল সুপার লিগ

জিতল রয়্যাল সিটি

মালদা ও কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগে (বিএসএল) দ্বিতীয় জয় পেল মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। শুক্রবার মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে

কোপা টাইগার্স বীরভূমকে। রয়্যাল সিটির হয়ে গোল করেন রবি হাঁসদা ও ম্যাচের সেরা সাজন সাহানি। ম্যাচের সেরা হয়েছেন সাজন সাহানি। রবি, জোয়াও ডি পোলা, আমিল বিপক্ষের রক্ষণে ঢুকে রীতিমতো তাণ্ডব চালান। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে রয়্যাল অন্তত আরও পাঁচটি গোল করতে পারত।

বিএসএলের অন্য ম্যাচে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স ২-১ গোলে হারিয়েছে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি-কে। জোসে রামিরেজ ব্যারেটোর দলের হয়ে গোল করেন আকাশ দাস ও সাহিল হরিজন। নর্থ ২৪ পরগনার গোলস্কোরার কুন্তল পাখিরা।

ক্লাব জোটও ফেডারেশনকে টাকা দিতে নারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : চলতি মরশুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ হওয়ার সম্ভাবনা আরও কমে গেল।

বৃহস্পতিবার ক্রীড়ামন্ত্রকের ডাকা বৈঠকে আইএসএল ক্লাবগুলিকে বলা হয়, লিগ আয়োজনের দায়িত্ব নিতে হলে সঠিক পরিকল্পনা ও প্রস্তাব নিয়ে আসতে হবে। এই পরিকল্পনা ক্লাব সিইও-দের দ্রুত দিতে বলা হয়। এদিন সেটাই ক্লাব জোট পাঠায় ক্রীড়ামন্ত্রক এবং এআইএফএফ-কে। যে চিঠিতে ইস্টবেঙ্গল ছাড়া আর সব ক্লাব সই করেছে। তবে যেভাবে এই লিগ চালানোর কথা বলা হয়েছে তাতে এআইএফএফের বার্ষিক সাধারণ সভায় পাশ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। কারণ এই প্রস্তাবনায় এআইএফএফের হাতে আর কিছুই যেমন থাকবে না তেমনি ক্লাব জোট এই মরশুমে কোনও টাকাও দেবে না। আগামী মরশুমে ১০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই চিঠিতে। কিন্তু টেকনিকাল বিষয় দেখভালের দায়িত্ব, লাইসেন্সিং, রেফারি- এসবের দায়িত্ব থাকবে এআইএফএফের। পুরো লিগের মালিকানা থাকবে ক্লাব জোটের হাতে। অনুমতি পাওয়ার পর ৪৫ দিন লাগবে লিগ শুরু করতে, এই কথাও লেখা হয়েছে এই চিঠিতে। এমনকি কোনও বিনিয়োগকারী বা বিপণন সঙ্গী নিয়োগের অধিকারও ক্লাবগুলির হাতে থাকবে। লিগ করতে যে কোম্পানি তৈরি হবে সেখানে এআইএফএফের তরফে একজন ডিরেক্টরই থাকতে পারবেন। চিঠিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে, এআইএফএফ নতুন লিগ কাঠামো তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধন দেশের শীর্ষ আদালত থেকে যেন করিয়ে আনার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয়।

আজ সভায় পাশ হওয়ার সম্ভাবনা কম

ক্লাব জোটের এহেন প্রস্তাব ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় পাশ হওয়ার আর কোনও সম্ভাবনাই নেই। কিছু কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যও অসম্ভব ক্ষিপ্ত ক্লাব জোটের এই অন্যায় আবদারে। অভিজ্ঞমহল মনে করছে, এফএসডিএল-ই পিছন থেকে যাবতীয় কলকাঠি নাড়ছে। ফলে শেষপর্যন্ত ক্রীড়ামন্ত্রকের মধ্যস্থতার চেষ্টাও বিফলে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে এআইএফএফের শনিবারের সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে-তে দেখা যাবে অলিম্পিকে দুইবারের সোনাজয়ী জোশুয়া চেপ্টেগেইকে। ছবি : ডি মণ্ডল

ভারত আমার দ্বিতীয় দেশ, বলছেন জোশুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : ভারতে খেলতে এসে এখানকার সংস্কৃতির প্রেমে পড়ে যাওয়া বিদেশি ক্রীড়াবিদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এবার সেই তালিকায় নবতম সংযোজন দুইবারের অলিম্পিক ও তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী দৌড়বিদ জোশুয়া চেপ্টেগেই।

টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫-কে-তে অংশ নিতে কলকাতায় এসেছেন জোশুয়া। শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে উগান্ডার এই অ্যাথলিট বলেছেন, 'ভারত আমার দ্বিতীয় দেশ। বেশ কয়েকবার এখানে খেলতে এসে এদেশের সংস্কৃতির প্রেমে পড়ে গিয়েছি। ভারতীয় অ্যাথলিটদের পরিশ্রম ও মানসিকতা আমি বেশ পছন্দ করি।' আগামী বছর অবশ্য কমনওয়েলথ গেমসে নামতে নাও পারেন তিনি। এই বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় না, আগামী বছর কমনওয়েলথ গেমসে অংশ নিতে পারব।'

ওয়ার্ল্ড ২৫-কে-তে অংশ নিতে আসা দেশের তারকা অ্যাথলিট গুলবীর সিং বলেছেন, 'কমনওয়েলথ গেমস ও এশিয়ান গেমসে পদক জেতাই লক্ষ্য। সেজন্য বিদেশে গিয়েও প্রস্তুতি নেব। বিদেশি অ্যাথলিটরা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে। আগামী বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রস কান্ট্রি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিচ্ছি।' এদিকে, ওয়ার্ল্ড ২৫-কে মহিলাদের ক্যাটিগোরিতে গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন সঞ্জীবনী যাদব বলেছেন, 'আমার লক্ষ্য এবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে হ্যাটট্রিক করা। গতবারের থেকেও ভালো প্রস্তুতি নিয়েছি। আশা করছি, নিজের সেরাটা দিতে পারব।'

সিরিজ জয়ের পথে অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া-৩৬১ ও ২৭১/৪
ইংল্যান্ড-২৮৬
(তৃতীয় দিনের শেষে)

হেডবাটে আহত ইংল্যান্ড ■ হাতছানি হারের হ্যাটট্রিকে

অ্যাডিলেড, ১৯ ডিসেম্বর : দিনের শুরুতে দুর্দান্ত লড়াই, ম্যাচে ফেরার মরিয়া তাগিদ। বাকি সময়ে অবশ্য ইংল্যান্ডের সেই প্রয়াসে জল ঢেলে তৃতীয় টেস্ট ও সিরিজ জয়ের পথে অস্ট্রেলিয়া। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যাঙারু ব্রিগেড ২৭১/৪। লিড ৩৫৬। ইংরেজ বোলারদের ক্লাবস্তরে নামিয়ে আনা ট্রাভিস হেড অপরাজিত ১৪২ রানে। সঙ্গী অ্যালেক্স ক্যারি খেলছেন ৫২-তে।

আগামীকাল চতুর্থ দিনে প্রথম দুই সেশনে লিডটাকে ৫০০ রানের কাছাকাছি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে দিলে, ইংল্যান্ডের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন। প্যাট কামিন্স, স্কট বোল্যান্ডের পেস-সুইংয়ের পাশাপাশি শেষ দুইদিনে নাথান লায়োনের স্পিন খেলা সহজ হবে না ছন্দহীন ইংল্যান্ডের ব্যাটিং ব্রিগেডের পক্ষে।

বেন স্টোকস-জোফ্রা আর্চারের যুগলবন্দি সকালের সেশনে অবশ্য আশার আলো দেখাচ্ছিল। বৃহস্পতিবার ১৬৮/৮ স্কোরে জুটি বাঁধেন। উইকেট বাঁচিয়ে ফিরেছিলেন। এদিন ২১৩/৮ থেকে শুরু করে ১০৬ রানের জুটিতে ইংল্যান্ডকে তিনশোর কাছাকাছি পৌঁছে দেন! স্টোকসকে আউট করে জুটি ভাঙেন মিচেল স্টার্ক। ঢুকে আসা বল খেলতে গিয়ে ব্যাটের কানা ছুঁয়ে সোজা উইকেটে। স্টোকসের ১৯৮ বলের ৮৩ রানের লড়াকু ইনিংসে ইতি পড়ার পর ইংল্যান্ড আর বেশিদূর এগোতে পারেনি। হাফ সেঞ্চুরি পূরণ করে আউট আচরিও (৫১)।

৮৫ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে শুরুতে ধাক্কা খায় অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ওভারে ব্রাইডন কার্স ফেরান জেক ওয়েদারাল্ডকে (১)। মার্নাস লাবুশেন (১৩), ক্যামেরন গ্রিন (৭) রান পাননি। তবে প্রথমে উসমান খোয়াজা (৪০) এবং পরে ক্যারিকে (অপরাজিত ৫২) নিয়ে ম্যাচের সমীকরণ আবার প্রায় একার হাতে বদলে দেন হেড।

অ্যাডিলেডে টানা চতুর্থ ও সবমিলিয়ে একাদশতম টেস্ট শতরান সেরে নেন হেড। চতুর্থ অজি ব্যাটার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার কোনও মাঠে হেড টানা চারটি টেস্ট শতরান করে স্যর ডন ব্র্যাডম্যান, মাইকেল ক্লার্ক, স্টিভেন স্মিথের পাশে বসে পড়লেন। ক্যারির মুকুটে সেখানে ১৪৩ বছরের অ্যাসেজ ইতিহাসে প্রথম উইকেটকিপার হিসাবে একই টেস্টে শতরান ও অর্ধশতরানের নজির। আগামীকাল শতরানে পা রাখলে স্পর্শ করবেন উইকেটকিপার হিসেবে অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ও ঋষভ পন্থের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড।

হেড-ক্যারির নজির ও ১২২ রানের অবিচ্ছিন্ন যুগলবন্দির মাঝে ইংল্যান্ডের চিন্তা বাড়িয়েছে স্টোকসের ফিটনেস। দ্বিতীয় ইনিংসে এখনও পর্যন্ত বল করতে দেখা যায়নি। পায়ের সমস্যা কাটিয়ে আগামীকাল বল করবেন, নিশ্চয়তা নেই। তৃতীয় দিনের শেষে সবমিলিয়ে প্রবল চাপে ইংল্যান্ড। হারের হ্যাটট্রিক আটকে ম্যাচ বাঁচানোর কঠিন চ্যালেঞ্জে আগামীকাল স্টোকসের দল কতটুকু লড়াই করে, সেটাই এখন দেখার।

শতরানের পর অ্যাডিলেডের পিচে চুমু ট্রাভিস হেডের।

ইতিহাসের সামনে আজ ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : শনিবার মহিলাদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ নেপালের এপিএফ এফসি। গ্রুপ পর্বে দুই দলের ম্যাচ গোলশূন্য শেষ হয়েছিল। শনিবার জিতলে ভারতের প্রথম ক্লাব হিসেবে মহিলাদের সাফ ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা ঘরে তুলবে ইস্টবেঙ্গল।

ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য এই ট্রফিটা গুরুত্বপূর্ণ। এপিএফ এফসি নিজেদের ঘরের মাঠে গ্যালারি ভর্তি দর্শকদের সামনে খেলবে। তবে আমরাও তৈরি রয়েছে। একটা ভালো ম্যাচ হতে চলেছে।'

ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের বাজি আফ্রিকান গোলমেশিন ফাজিল ইকওয়াপুট। এছাড়াও সৌম্যা গুগুলথ, জ্যোতি চৌহানের মতো ফুটবলাররা ইস্টবেঙ্গলকে ভরসা দিতে তৈরি।

মার্চে হবে ফিনালিসিমা

জুরিখ ও আসুনসিয়, ১৯ ডিসেম্বর : কোপা আমেরিকা জয়ী আর্জেন্টিনা ও ইউরো কাপ জয়ী স্পেনের মধ্য বহু প্রতীক্ষিত ফিনালিসিমা ম্যাচটি হতে চলেছে আগামী বছরের ২৭ মার্চ। উয়েফা ও কনমেবল এই ম্যাচের যৌথ আয়োজক। ম্যাচটি খেলা হবে কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে। এই স্টেডিয়ামেই ২০২২ বিশ্বকাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা।

হার্দিক-তিলকের ব্যাটিং তাণ্ডব

পালটা জবাব ডি ককের

ভারত-২৩১/৫
দক্ষিণ আফ্রিকা-১২২/২
(১১ ওভার পর্যন্ত)

আহমেদাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর : আর ঠিক ৫০ দিন।

৭ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাচ দিয়ে ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু। রাত ফুরোলে শনিবার বিশ্বযুদ্ধের দল বেছে নিতে বৈঠকে বসবে নির্বাচক কমিটি। এমন এক আবহে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি গতবারের ফাইনালিস্ট ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা।

ম্যাচ শুরুর আগে বিশ্বকাপের সঙ্গে আইডেন মার্করাম-সূর্যকুমার যাদবের সেলফি। গতবার মার্করামদের মুখের গ্রাস কেড়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রোহিত শর্মার ভারত। এবার ঘরের মাঠে ট্রফি ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ। তার আগে চলতি সিরিজ জিতে পারদ চড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ।

টস-কাহিনী হারের পরিচিত দৃশ্য। যদিও হতাশার বদলে মার্করামের চ্যালেঞ্জ লুফে নিয়ে সূর্যের দাবি, তিনিও চেয়েছিলেন আগে ব্যাটিং করতে। বিশ্বাস, রাতে শিশিরের উপদ্রব খুব বেশি থাকবে না। কুয়াশার জেরে বুধবার লখনউ ম্যাচ বাতিল হয়েছিল। আজ অবশ্য কোনও কিছু বাদ সাধেনি।

রিংটোন সেটের দায়িত্বে অভিষেক শর্মা (৩৪)-সঞ্জু স্যামসন (৩৭)। শেষটা হার্দিক পান্ডিয়া (৬৩), তিলক ভার্মার (৭৩)। নিটফল আগাগোড়া ব্যাটিং তাণ্ডবে ২৩১/৫ স্কোরের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া। কুইন্টন ডি ককের (৩৬ বলে ৬৫) আক্রমণাত্মক শুরুর দৌলতে জবাব দিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকাও। পাওয়ার প্লে-তে তারা পৌঁছে যায় ৬ ওভারে ৬৭/০ স্কোরে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রোটিয়াদের স্কোর ১১ ওভারে ১২২/২। ডিওয়াল্ড ব্রেভিসের (৩১) সঙ্গী ডেভিড মিলার (১)।

এরআগে ভারতীয় দলে একাধিক পরিবর্তন। শুভমান গিলের পায়ের চোট না সারায়, অভিষেক-সঞ্জুর নতুন ওপেনিং কম্বিনেশন। সুফল, ৩৭ বলে ৬৩ রানের জুটি। প্রথম ২ ওভারেই ৩৩ দিয়ে বসেন মার্কো জানসেন। দ্বিতীয় ওভারে প্রথম তিন বলে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে স্বাগত জানান অভিষেক। যদিও প্রত্যাশা পুরোদস্তর পূরণের আগেই ডাগআউটে বিশ্বের এক নম্বর টি২০ ব্যাটার। করবিন বশের বাউন্সারে ইতি অভিষেক শোয়ে (২১ বলে ৩৪)।

টেম্পো বজায় রেখে প্রথম বলেই বাউন্ডারি তিলকের। অবশ্য জোড়া স্পিনারে ব্রেক লাগানোর প্রয়াসে আংশিকভাবে সফল দক্ষিণ আফ্রিকা। বাঁহাতি জর্জ লিন্ডের তেমন একটা স্পিনে সঞ্জুকে নিয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকা প্রত্যাশার ফানুস ভেঙে খানখান।

সোজা ব্যাটে চালাতে চেয়েছিলেন। বলের লাইন মিস করে ইতি পড়ে সঞ্জুর প্রত্যাবর্তন ইনিংসে। ৪টি চার ও ২টি ছক্কা ২২ বলে ৩৭ রানে অবশ্য ভালো শুরুর চাহিদা পূরণ করেই ফিরলেন সঞ্জু। উসকে দিলেন শুভমান সুস্থ হয়ে ফিরলে কী হবে, প্রশ্নটাও।

২৫ বলে ৬৩ রান করা হার্দিক পান্ডিয়াকে বাহবা সূর্যকুমার যাদবের।

ভালো মঞ্চ পেলেও সূর্য (৫) ব্যর্থতার কাহিনীতে ব্রেক লাগাতে ব্যর্থ। সোজা ব্যাটে যথাসম্ভব খেলছিলেন। কিন্তু টাইমিংয়ের গণ্ডগোলে মিডঅফে ক্যাচ দিয়ে বসেন। ফিরলেন হতাশা আরও বাড়িয়ে (২০২৫ সালে ১৯ ম্যাচে ৮.২ ব্যাটিং গড়ে ১২৩ রান)। বিশ্বকাপের আগে বাকি পাঁচ ম্যাচে হতাশা না কাটলে সমস্যা বাড়বে দলের।

তিলক-হার্দিকের যুগলবন্দি যদিও কোনও আক্ষেপ রাখেনি। ঘরের মাঠে ক্রিজে নেমে প্রথম বলটাই মাঠের বাইরে ফেললেন হার্দিক। সোজা গিয়ে লাগে ক্যামেরাম্যানের গায়ে। আইসপ্যাক, স্প্রে, বেশ কিছুক্ষণের শুশ্রূষা বুঝিয়ে দিচ্ছিল শটের জোর।

প্রথম ৭ বলে হার্দিকের নামের পাশে ৩১! এরমধ্যে লিন্ডের ১৪তম ওভারের শেষ চার বলে জোড়া চার, জোড়া ছক্কা, যার একটি ৯৭ মিটার! অফসাইডেও গ্রাউন্ড শট বিদ্যুৎ গতিতে ছুটছিল। অপরদিকে তিলকের শট মাঠের দুই প্রান্তেই ছিটকে পড়ছিল। ফল ১০ ওভারে ১০১/২ থেকে পরের পাঁচে ভারত ১৭০/৩।

৩০ বলে তিলকের হাফ সেঞ্চুরি। হার্দিকের পঞ্চাশ মাত্র ১৬ বলে। চারটি চার ও পাঁচটি ছক্কা। যুবরাজ সিংয়ের (১২ বল) পর ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম। অনায়াসে কভারের ওপর দিয়ে বলকে গ্যালারিতে ফেললেন। কখনও মিড উইকেটের ওপর দিয়ে মাঠের বাইরে।

ছক্কা হাঁকিয়ে হাফ সেঞ্চুরি এবং হার্দিকের ফ্লাইং কিস গ্যালারিতে হাজির বান্ধবীকে লক্ষ্য করে। হার্দিকদের প্রহারে হাফ সেঞ্চুরি পূরণ জানসেনেরও (৫০/০)। লিন্ডে (৪৬/১), বশ (৪৪/২), ওটনিল বার্টম্যানদের (৩৯/১) হালও তথৈবচ।

৪৪ বলে ১০৫ রানের ঝোড়ো যুগলবন্দির পর শেষ ওভারে ফেরেন হার্দিক (২৫ বলে ৬৩) ও তিলক (৪২ বলে ৭৩)। অনসাইডে ফুলটসকে 'নো লুক' শটে গ্যালারিতে ফেলতে গিয়ে আউট হন হার্দিক। তিলক ফেরেন সতীর্থ শিবম দুবের (অপরাজিত ১০) কাছে হেরে (দুইজনেই একদিকে, তবে আগে ক্রিজে ঢোকেন শিবম) রানআউট হয়ে! আগাগোড়া ব্যাটিং তাণ্ডবে ২৩১/৫ বিশাল স্কোরে পৌঁছে যায় ভারত।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে উল্লাস নেতাজি একাদশের। ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

চ্যাম্পিয়ন নেতাজি একাদশ

পতিরাম, ১৯ ডিসেম্বর : মেরা যুবা ভারত-মাই ভারত, দক্ষিণ দিনাজপুরের পরিচালনায় এবং বিরানব্বই দ্য সাপোর্টিং ব্যাচের সহযোগিতায় আয়োজিত ব্লক পর্যায়ের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল পারপতিরাম নেতাজি একাদশ। শুক্রবার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে খোরনা বিবেকানন্দ একাদশকে হারিয়েছে। পারপতিরাম মাঠে নেতাজির মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু জোড়া গোল করেন। বিবেকানন্দের গোলটি ফ্রান্সিস মুর্মুর।

রোহনের শতরানে জয়ী বীরনগর

ম্যাচের সেরা হয়ে রোহন যোগী। ছবি : রাহুল দেব।

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে শুক্রবার বীরনগর উন্নয়ন সমিতি ২৬১ রানে দিনাজপুর ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে বীরনগর ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ৪০৬ রান করে। ম্যাচের সেরা রোহন যোগী ১৭৮ রান করেন। প্রিয়তোষ বসুর অবদান ৬৬। জয়দীপ দাস ও সোয়েল আখতার ২ উইকেট নেন। জবাবে ইয়ং ২৭.৪ ওভারে ১৪৫ রানে অল আউট হয়। পীযূষ রায় ২৭ রান করেন। জেভি জ্ঞানেন্দ্র আনন্দ ১৫ ও রোহন ৫১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। শনিবার প্রথম ডিভিশনে খেলবে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ও ডাক্তার একাদশ।

৫ উইকেট বিশ্বদীপের

কোচবিহার, ১৯ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার ক্রিকেটের গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে ২০১৮ ব্যাচ ৫৪ রানে ২০১৯ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০০৮ ব্যাচ ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩০ রান তোলে। জবাবে ২০১৯ ব্যাচ ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৭৬ রানে আটকে যায়। আরিফ হোসেন ৩৮ ও বিশ্বদীপ দে ২৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা বিশ্বদীপ ১৩ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে বিশ্বদীপ দে। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

জলপাইগুড়ির দলের হার

বৈষ্ণবনগর, ১৯ ডিসেম্বর : গোলাপগঞ্জ উদয়ন সেবা শিবিরের পরিচালনায় এবং মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত তিনদিনের সভাধিপতি কাপ ফুটবলে মহিলা বিভাগের সেমিফাইনালে কৃষ্ণনগরের দলের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে হেরেছে জলপাইগুড়ির দল। পুরুষ বিভাগে ফাইনালে উঠেছে কলকাতার দল। সেমিফাইনালে তারা ২-১ গোলে মুর্শিদাবাদের দলকে হারিয়েছে।

কোয়ার্টারে পশ্চিমবঙ্গ

কোচবিহার, ১৯ ডিসেম্বর : রাজস্থানে অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের জাতীয় ভলিবলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল পশ্চিমবঙ্গ দল। শুক্রবার তারা ৩-০ সেটে ঝাড়খণ্ডকে হারিয়েছে। পরে একই ব্যবধানে দমন ও দিউয়ের বিরুদ্ধে জয় পায়।

রামকৃষ্ণের জয়

রায়গঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় এবং টাউন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত কুলদাকান্ত শিল্ড ফুটবলে শুক্রবার রামকৃষ্ণ সংঘ ৩-০ গোলে এসএসবি সেন্ট্রাল ফুটবল দলকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে স্টিফেন জলি জোড়া গোল করেন। রামকৃষ্ণের অন্য গোলটি ওঙ্গোলোর।

অঞ্চল ক্রীড়া

কুমারগঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : কুমারগঞ্জ উত্তর চক্রের সমজিয়া পঞ্চায়েতের অঞ্চল ক্রীড়া শুক্রবার হল। ফকিরগঞ্জ জুনিয়ার বেসিক স্কুলে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী ৭৫ মিটার, ১০০ মিটার, ২০০ মিটার দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প সহ একাধিক ইভেন্টে অংশ নিয়েছিল।

বার্ষিক ক্রীড়া শুরু

গঙ্গারামপুর, ১৯ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুর কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া শুক্রবার শুরু হল। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমিক প্রতিযোগিতার সূচনা করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. দীপককুমার জানা, শিক্ষক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য পরিতোষ দত্ত প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন নরহাট্টা

মালদা, ১৯ ডিসেম্বর : ৮ দলীয় শিবশংকর দাস ট্রফি শিক্ষকদের ক্রিকেটে নরহাট্টা গোপেশ্বর সাটিয়ার উচ্চবিদ্যালয়। লিচু মোড় ময়দানে ফাইনালে তারা ৩ রানে হারিয়েছে পোপড়া ঈশ্বরলাল উচ্চবিদ্যালয়কে। প্রথমে নরহাট্টা ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৪৭ রান করে। গোলাম নবি আজাদা ৪৩, সন্তু রায় ৩৫ ও মহাদেব দাস ৩১ রান করেন। নীলাদ্রি সাহা ও রবি শংকর নেন ২ উইকেট। জবাবে পোপড়া ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪৪ রানে আটকে যায়। নীলাদ্রির অবদান ১০৩ রান।

ট্রফি নিয়ে নরহাট্টা গোপেশ্বর সাটিয়ার উচ্চবিদ্যালয়।

KHOSLA ELECTRONICS
₹699 EMI STARTS* | 1 EMI OFF | 0 DOWNPAYMNENT* | YES YEAR END SALE | Upto ₹45,000 CASH BACK | Upto ₹45,000 EXCHANGE OFFER | FREE GIFT
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda
Easy Finance by
BAJAJ FINSERV | IDFC FIRST Bank | HDB FINANCIAL SERVICES | kotak Kotak Mahindra Bank
" LATEST TECHNOLOGY QLED TV NOW @ LOWEST PRICE ONLY @ KHOSLA ELECTRONICS"
55 4K HD ₹ 29,990
75 QLED ₹ 59,990
UPTO 56% OFF
100 QLED ₹ 2,64,990
LG SAMSUNG SONY KGA Haier LLOYD Hisense
Upto 80%* DISCOUNT
iPhone 17
Just only ₹ 32,900*
PRICE ₹ 82,900
EXCHANGE ₹ 45,000
CASHBACK ₹ 5,000
UPTO 47% OFF
1.5 Ton 3* Inv EMI ₹ 1,999
1.5 Ton 5* Inv EMI ₹ 2,416
AIR PURIFIER dyson EUREKA FORBES Friends For Life
EMI ₹ 999
600 Ltr. SBS EMI ₹ 2,525
330 Ltr. DD EMI ₹ 2,916
184 Ltr. SD EMI ₹ 1,208
UPTO 41% OFF
KGA 10 Ltr. PAY ONLY ₹ 699* FREE Installation with Kit
UPTO 58% OFF
Free Cutlery Set worth ₹899
UPTO 57% OFF
1400 Suc • Auto Clean • 60 cm Chimney • Motion Sensor
EMI ₹ 1,250
FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹ 5,190
9 Kg. Front Load EMI ₹ 1,994
9 Kg. Top Load EMI ₹ 1,494
UPTO 44% OFF
25 Ltr. ₹ 6,990
UPTO 32% OFF
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com | 88 SHOWROOMS
locate your nearest Khosla store
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Offer price under Exchange Amount, *Offers are not applicable on Samsung Products.